চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
সিস্টার
ওঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 21 January, 2020 ■ আগরতলা, ২১ জানুয়ারী , ২০১৯ ইং ■ ৬ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শাসক-বিরোধী বাদানুবাদ, ওয়াক আউট বিরোধীদের

বিধানসভা সচিবালয়ের ভুল, মাশুল দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

সোমবার বিধানসভায় বক্তব্য রাখছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। বিধানসভার ভুলে তদন্তাধীন মামলায় বিবৃতি দিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।এ-নিয়ে শাসক-বিরোধী তীব্র বাদানুবাদে আজ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বিধানসভা। কণ্ঠরোধ করার অভিযোগ এনে সভা ত্যাগ করেন বিরোধীরা।

থানার লকআপে সন্দেহভাজন অপরাধীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় আজ বিধানসভায় দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের জবাব দিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাতেই দেখা দেয় বিপত্তি। ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত চলাকালীন বিধানসভায় ওই মামলা নিয়ে আলোচনা উচিত হবে না। তাতে তদন্ত প্রভাবিত হতে পারে বলে উপাধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য সুদীপ রায় বর্মন। উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন ওই কথায় যৌক্তিকতা রয়েছে স্বীকার করে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি নিয়ে আলোচনা বাতিল করে দেন। তাতে চটে লাল হয়ে যান বিরোধীরা। বিধানসভা সচিবালয়ের ভুলে তদন্তাধীন মামলা বিধানসভায় আলোচনার জন্য সম্মত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই, তাঁর কাছেই স্পষ্টীকরণ চেয়েছিলেন বিরোধীরা। এ-নিয়ে তীব্র বাদানুবাদের মধ্যে উপাধ্যক্ষ বিধানসভার পরবর্তী কার্যসূচি শুরু করে দেওয়ায় বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে অভিযোগ এনে বিরোধীরা সভাকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যান। পরে বিধানসভার বাইরে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন, সংখ্যার জোরে বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে। প্রতিবাদ না করলে ভুল বার্তা যাবে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বিধায়ক রতন কুমার ভৌমিক এবং বিধায়ক নির্মল বিশ্বাসের উত্থাপিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিসের জবাবে বলেন, গত ১০ জানুয়ারি লংকামুরার বাসিন্দা সুশান্ত ঘোষ(৩৯)-কে ত্রিপুরা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ গ্রেফতার করেছিল। গ্রেফতারের পর তাকে প্রয়োজনীয় সকল নিয়মনীতি মেনে ১১ জানুয়ারি সিজেএম আদালতে সোপর্দ করে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। আদালত তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করে। তিনি বলেন, ওইদিন তদন্তকারী অফিসার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে থানার লকআপে রাখার শর্তে পশ্চিম থানায় নিয়ে আসেন।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ওইদিনই তদন্তকারী অফিসার অভিযুক্তকে সন্ধ্যা ৬টা ২৩ মিনিট নাগাদ থানার লকআপ থেকে জিজ্ঞাসাবাদের উদ্দেশ্যে বাইরে নিয়ে যান এবং ১২ জানুয়ারি রাট ১২টা ২৪ মিনিটে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ১২ জানুয়ারি ভোর ৫টা ১ মিনিটে সেন্টি যখন অভিযুক্তকে থানার লক আপে দেখতে যান তাকে

সোমবার বিধানসভায় বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

শৌচালয়ে ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় পান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, থানার লক আপে অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর খবর পরিবারের সদস্যদের জানায় এবং পশ্চিম আগরতলা থানায় একটি আত্মহত্যার মামলা রুজু করে পুলিশ।তিনি আরো বলেন, ওই মামলার তদন্তের সময় মৃতের পরিবারের তরফে খুনের অভিযোগ এনে মামলা করেন তার বাবা পরিমল ঘোষ।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে ওই মামলাটি ত্রিপুরা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের সিরিয়াস ক্রাইম শাখাকে হস্তান্তর করা হয়। সাথে আইন সম্মতভাবে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিফল হওয়া মানেই সাফল্যের দিকে একধাপ এগিয়ে যাওয়া : নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.)।। বিফল হওয়া মানেই সাফল্যের দিকে একধাপ এগিয়ে যাওয়া। পরীক্ষার অঙ্কে জীবন চলে না, পরীক্ষার নম্বর দিয়ে সব কিছু নির্ধারিত হয় নাউ নম্বর ভালো না হলে জীবন শেষ হয়ে গেল এমনটা কখনই নয়উ সোমবার দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে 'পরীক্ষা পে চর্চা ২০২০' অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের মুখোমুখি হয়ে এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরীক্ষার ভয়-চিন্তা দূর করতে ছাত্র-ছাত্রীদের পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। উত্তরও দিয়েছেন পড়ুয়াদের বিভিন্ন প্রশ্নের।'পরীক্ষা পে চর্চা ২০২০'অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ২০২০ মানে নতুন দশক শুরু হল। এই দশকের জন্য পড়ুয়াদের বিশেষ শুভকামনা জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করতে হয়। প্রতিটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করি। যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কোনও অনুষ্ঠান সবচেয়ে বেশি আপনার হৃদয় স্পর্শ করে, আমি বলব এই অনুষ্ঠান। আমি হ্যাকাথনেও অংশ নিতে অত্যন্ত পছন্দ করি। তাঁরা যুব-ভারতের শক্তি এবং প্রতিভা তুলে ধরে।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'নবম শ্রেণিতে উঠলেই মাথায় চিন্তার ভার চেপে বসে। আমরা বিফলতার মধ্যেও সাফল্যের শিক্ষা পেতে পারি। বিফল হওয়া মানেই সাফল্যের দিকে একধাপ এগিয়ে যাওয়া।....জীবনের সাফল্যের মাপকাঠি পরীক্ষার নম্বর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু, পৃথিবী অনেক বদলে গিয়েছে। পরীক্ষার অঙ্কে জীবন চলে নাউ পরীক্ষার নম্বর দিয়ে সব কিছু নির্ধারিত হয় নাউ নম্বর ভালো না হলে জীবন শেষ হয়ে গেল এমনটা নয়।'

'পরীক্ষা পে চর্চা ২০২০' অনুষ্ঠানে চন্দ্রযান-২ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "কিছু মানুষ আমাকে বলেছিলেন 'কোনও নিশ্চয়তা নেই, ব্যর্থ হলে কী হবে', তাই ইসরো-তে না যাওয়ার জন্য বলেছিলেন। আমি তাঁদের বলেছিল, সেই কারণেই আমি সেখানে যাব। বাকিটা কী হয়েছে আপনারা টিভিতে দেখেছেন।' ক্রিকেট প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, '২০০১ সালে ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজের কথা মনে আছে? ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল আমাদের ক্রিকেট দল, মেজাজও দুর্দান্ত ছিল না। কিন্তু, রাহুল দ্রাবিড় এবং ভি ভি এস লক্ষ্মণ কীভাবে ম্যাচটি ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, তা আমরা কখনই ভুলতে পারি না। এটাই ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং প্রেরণার শক্তি।'

ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'ভালো নম্বর পাওয়াটাই সব নয়। পরীক্ষাই জীবনের সব, এই ধারণা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।' এক ছাত্রী প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, পড়াশোনা ও কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব কীভাবে? উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'পড়াশোনার পাশাপাশি খেলা ও অন্যান্য কাজকর্মেও যুক্ত থাকতে হবে। কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ না করলে ব্যক্তি রোবট হয়ে যায়। এ জন্য টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে হবেউ এখন প্রচুর প্রযুক্তি রয়েছে। আশা করব যুব সম্প্রদায় সদ্ব্যাবহার করবে।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'অভিভাবকদের ক্ষেত্রে শিশুদের নানারকম ট্রেনিং দেওয়া এখন ফ্যাশন। তখন পড়াশোনার মতো এসব নিয়েও চাপ দিতে শুরু করে। শিশুদের পক্ষে এটা কঠিন হয়ে যায়উ সন্তানরা কীসে আগ্রহী সেটা বোঝাটা জরুরি।' স্মার্টফোনের অপব্যবহারের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, 'স্মার্টফোন আমাদের অনেকখানি সময় চুরি করে নেয়। তার থেকে আমাদের বাঁচতে হবে। নতুন প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু দাসত্ব হওয়া চলবে না। প্রযুক্তি মানুষের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছেউ আমরা এখন পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতকথাবার্তা কমিয়ে দিয়েছি।'

অরুণাচল প্রদেশের এক ছাত্রী প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন নাগরিক কর্তব্য নিয়ে। উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ভারতের উত্তর-পূর্ব অত্যন্ত সুন্দর জায়গা। ভারতের মধ্যে অরুণাচল প্রদেশই একমাত্র রাজ্য যেখানে, 'জয় হিন্দ' বলে মানুষ একে-অপরকে শুভেচ্ছা জানান। এটি বিরল। আপনাদের উত্তর-পূর্বে যাওয়া উচিতউ অধিকার এবং কর্তব্য কখনই আলাদা নয়। আমাদের কর্তব্যেই সবার অধিকার নিহিত আছে। এত বড় দেশে রাষ্ট্রেরও কিছু কর্তব্য রয়েছে। দেশের অর্থনীতির উন্নতি হলে উপকার হবে আজকের ছাত্রদেরও।

বাম জমানায় রেগায় দুর্নীতি নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা

সুদীপ চাইলেন সাপ্লিমেন্টারী চার্জশিট সুশান্তের দাবী স্পেশাল অডিট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। বাম জমানায় রেগায় দুর্নীতিতে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ সাপ্লিমেন্টারী চার্জশিটের প্রস্তাব দিয়েছেন। তেমনি, বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী সমস্ত ব্লকে স্পেশাল অডিটের সুপারিশ করেছেন। আজ বিধানসভায় বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা জরুরি ভিত্তিতে জনস্বার্থে আনা নোটিশের জবাবে গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই দুটি দাবি পেশ হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী দাবি গুলিরে যৌক্তিকতা স্বীকার করে বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন।

এদিন বিধানসভায় উপমুখ্যমন্ত্রী বিশালগড় ব্লকে দুর্নীতি এবং ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়ের বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি হাইকোর্টের রায় অনুসারে গৃহীত পদক্ষেপ গুলির বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ব্লকের অডিট রিপোর্ট ভারতের কন্ট্রলার অডিটর জেনারেলের কাছ পাঠানো হয়েছে। ওই রিপোর্ট কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকেও দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরা বিধানসভায় ওই রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। সাথে বলেন, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের রেগার ওয়েবসাইটেও ওই রিপোর্টটি রয়েছে। পাশাপাশি বর্তমান সরকার রেগায় দুর্নীতির পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা গুলিরও তিনি বর্ণনা দিয়েছেন। এই তথ্যের ভিত্তিতে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ ও সুশান্ত চৌধুরী দুটি প্রস্তাব রেখেছেন।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্ম জয়ন্তী উদযাপনে সোমবার আগরতলায় নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনে বর্ণাঢ্য র‍্যালীর প্রস্তুতি চলছে। ছবি- নিজস্ব।

দেশের গণতন্ত্র বিশ্বে সমাদৃত রতন লাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সারা বিশ্বেই সমাদৃত। সোমবার বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৭০তম বর্ষ উদযাপনের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে পরিষদীয়মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। তাঁর কথায়, আমাদের চলার পথে ভারতের সংবিধান হলো আমাদের পথ প্রদর্শক। প্রতি পদে পদে সংবিধান মেনে চলতে হবে। সংবিধানকে শ্রদ্ধা জানাতে হবে। সংবিধানের আদর্শগুলি যদি আমরা মেনে চলি, সাংবিধানিক দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করি তবে কেউ তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন না, জোর গলায় দাবি করেন তিনি।

এবিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন বিধানসভার সরকারি মুখ্যসচেতক কল্যাণী রায় এবং বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। সংবিধানের ৭০তম বর্ষ উদযাপনের বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে পরিষদীয়মন্ত্রী রতনলাল নাথ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি'র অধিক ক্ষমতায়ন, মতামত সংগ্রহ করল সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। এডিসি'র অধিক ক্ষমতায়নে সংবিধান সংশোধনে আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সংসদীয় স্থায়ী কমিটি মতামত সংগ্রহ করেছে। গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যের জনজাতি প্রতিনিধিদের কাছ থেকে এডিসি'র অধিক ক্ষমতায়নে মতামত জেনে নিয়েছে ওই কমিটি। আগামী মার্চ মাসে কমিটি সংসদে রিপোর্ট পেশ করবে। এর ভিত্তিতে সংবিধানের ১২৫তম সংশোধনের উদ্যোগ নেবে কেন্দ্রীয় সরকার।

রাজ্যসভার সাংসদ আনন্দ শর্মা'র নেতৃত্বে ৫ সদস্যক ওই কমিটি আজ গুয়াহাটিতে জনজাতি প্রতিনিধিদের সাথে দিনভর বৈঠক করেছে। রাজ্য থেকে আইপিএফটি, আইএনপিটি, কংগ্রেস, সংযুক্ত ফোরাম এবং বিভিন্ন জনজাতি এনজিও'র সদস্যরা ওই বৈঠকে অংশ নিয়েছেন।

চার বিজ্ঞান স্নাতক শিক্ষক ১০৩২৩'র মধ্যে নন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। বিজ্ঞান স্নাতক শিক্ষকরা চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের মধ্যে নেই। আজ ত্রিপুরা হাইকোর্ট এই রায় দিয়েছে। এ বিষয়ে এডভোকেট জেনারেল অরুণ কান্তি ভৌমিক জানিয়েছেন, ভুলবশত ওই চারজন বিজ্ঞান স্নাতক শিক্ষকের নাম ১০৩২৩ শিক্ষকদের মধ্যে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আদালতে বিষয়টি রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। দীর্ঘ শুনানি শেষে আজ ত্রিপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত জেপি নড্ডা, অভিনন্দন অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.)।। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হলেন জগত প্রকাশ নাড্ডা। বিগত এক বছর ধরে বিজেপির জাতীয় কার্যকরী সভাপতি পদের দায়িত্বভার সামলাচ্ছিলেন নাড্ডাউ এবার সর্বসম্মতিক্রমে নাড্ডার হাতে তুলে দেওয়া হল দলের দায়িত্বউ সোমবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জে পি নাড্ডা। ২০২২ সাল পর্যন্ত, আগামী ৩ বছরের জন্য বিজেপির ১১ তম সর্বভারতীয় সভাপতির দায়িত্ব সামলাবেন নাড্ডা।

সোমবার সকাল দশটা থেকে শুরু হয় জাতীয় সভাপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া। বেলা ১০.৩০ মিনিট নাগাদ মনোনয়ন জমা দেন নাড্ডা। অন্য কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করায়, ভোটাভুটি ছাড়াই দুপুর আড়াইটে নাগাদ বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে জে পি নাড্ডার নাম ঘোষণা করেছেন রাধামোহন সিং। নির্বাচিত হওয়ার পর এদিনই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন নাড্ডা। নাড্ডাকে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা এবং মিষ্টি মুখ করিয়েছেন বিদায়ী সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজনাথ সিং, নীতীন গড়কড়ি-সহ বিজেপির শীর্ষস্থানীয় নেতারা। বিজেপি সদর দফতরে এদিন উপস্থিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রু শরণার্থীরা বাঙালি উদ্বাস্তুদের জন্য তাদের মতই সম সহায়তা চেয়েছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। কারণ, ব্রু শরণার্থীরা এখন কাঞ্চনপুরে বাঙালি উদ্বাস্তুদের তাঁদের মতোই সহায়তা প্রদান হোক চেয়েছেন। ব্রু শরণার্থীরা ত্রিপুরা সরকারকে এই মর্মে চিঠি দিয়েছেন।আজ দ্বাদশ বিধানসভার ষষ্ঠ অধিবেশনে রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তাঁর মতে, নতুন সরকার গড়ার পর ত্রিপুরার মানুষের মানসিকতার সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে মানুষের ভাবমুর্তি, স্বভাব, মানসিকতা ও কর্মসংস্কৃতির। বেড়েছে কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, সময়ের কাজ সময়ে শেষ করা, সফলতার হার ও স্বচ্ছতা। এর সঙ্গে বেড়েছে একত্মতাবোধ। উদাহরণ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরাতে পুনর্বাসনের সিদ্ধান্তের পর, তাদের স্থান দেওয়ার জন্য যে সকল স্থানীয় বাঙালিরা উদ্বাস্তু হয়েছেন, তাদেরকেও সরকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার নিয়ে বিধানসভায় তর্কযুদ্ধ

এনএইচআইডিসিএলকে দায়িত্ব দেয়া নিয়ে ক্ষোভ সুদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। জাতীয় সড়ক নির্মাণ এবং সংস্কারের দায়িত্ব এনএইচআইডিসিএল (ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড)-কে হস্তান্তরে ত্রিপুরার ৯ শতাংশ রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। এই দাবি করে ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, ভুল বুঝিয়ে সরকারি কাজ কেন্দ্রের অধীনস্থ সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই দাবি খারিজ করে দিয়ে বলেন, কাজের গতি বাড়ানোর লক্ষ্যেই এনএইচআইডিসিএলকে জাতীয় সড়ক নির্মাণ ও সংস্কারের দায়িত্ব হস্তান্তর করেছে। এই বিষয়ে এদিন বিধানসভায় সুদীপ রায় বর্মণ এবং মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের মধ্যে দীর্ঘ সময় বাদানুবাদ হয়েছে। যুক্তি পাল্টা যুক্তি উভয়েই তুলে ধরেছেন।

এদিন বিধানসভায় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের তারকা চিহ্ন প্রশের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী তথা পূর্তমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, রাজ্য পূর্ত দপ্তরের অধীনে জাতীয় সড়ক শাখা রয়েছে। ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে ওই শাখা গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে ওই শাখার অধীনে তিনটি ডিভিশন ও পাঁচটি সাব ডিভিশন অফিস রয়েছে। এদিন তিনি রাজ্য পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক শাখার কাজ এনএইচআইডিসিএল-কে হস্তান্তরের কারণ হিসাবে বলেন, জাতীয় সড়কের উন্নতিকরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের সড়ক পরিবহন এবং মহা সড়ক মন্ত্রক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। জাতীয় সড়ক উন্নতিকরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজের দায়িত্ব এনএইচআইডিসিএল, এনএইচএআই, বিআরও এবং রাজ্য পূর্ত দপ্তর-র মধ্যে কোন সংস্থাকে ন্যস্ত করা হবে তাও কেন্দ্রীয় মন্ত্রক স্থির করে দেয়। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সড়ক পরিবহন এবং মহাসড়ক মন্ত্রক ২০১৮ সালের ১৭ জুলাই এবং ২০ আগস্ট বিজ্ঞপ্তি জারি করে ত্রিপুরার জাতীয় সড়কগুলির উন্নতিকরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এনএইচআইডিসিএল-র উপর ন্যস্ত করা হয়। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ওই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ত্রিপুরার জাতীয় সড়কের উন্নতিকরণ ও সংস্কারের কাজ পূর্ত দপ্তরের মহা সড়ক শাখার হাত থেকে এনএইচআইডিসিএল-র কাছে পর্যায়ক্রমে হস্তান্তর করা হচ্ছে।

এবিষয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, এনএইচআইডিসিএল-কে কাজ হস্তান্তর করে রাজ্যের রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অঙ্গনওয়ারী কর্মী ছাঁটাই ঃ ক্ষোভ

আগরতলা, ২০ জানুয়ারি : বিনাকারণে এক অঙ্গনওয়ারী কর্মীকে ছাঁটাই করলো মধ্যভুবনবন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে। এনিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ছাঁটাইকৃত অঙ্গনওয়ারী কর্মীর নাম সুস্মিতা দেববর্মা ভট্টাচার্যি। ছাঁটাইকৃত কর্মী আড়াই বছর বিনা পয়সায় ভষ্যিতে সরকারি ভাবে নিয়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করে আসছিল বলে অভিযোগ। রাজধানী আগরতলার মধ্যভুবনবন রামকৃষ্ণ শিবালয় আশ্রম রোড সংলগ্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে হেল্পার ২০১৭ সালের শেষে দিকে অবসর নেয়। সেই সময়ে বিকল্প হেল্পার খোঁজে না পাওয়ায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৬ ◘ সংখ্যা ১০৩ ◘ ২১ জানুয়ারি ২০২০ ইং ◘ ৬ মাঘ ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

পর্য্যটন ও প্রতিবন্ধকতা

রাজ্যে পর্য্যটক আগমনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বহির্রাজ্যে ত্রিপুরার পর্য্যটন সম্পর্কে প্রচারের কিছুটা যে সুফল পাওয়া গিয়াছে তাহা বলিতেই হইবে। পর্য্যটনে উন্নয়নের প্রাথমিক ও প্রধান শর্তই হইতেছে শান্তি নিরাপত্তার গ্যারান্টি। কোনও অবস্থাতেই কোনও পর্য্যটন কেন্দ্রে মাস্তানী পর্য্যটকদের হেনস্থা করার যেকোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যাহাতে না ঘটে সে বিষয়ে প্রশাসনকে সজাগ ও সতর্ক থাকিতে হইবে। সম্প্রীতি, নীরমহলে পর্য্যটকদের প্রতি স্থানীয় কিছু মাস্তান শ্লীলতাহানি ও শারীরিক নির্যাতনের যে ঘটনা ঘটিয়াছে পুলিশ তৎক্ষণাৎ কঠোর ব্যবস্থা নিয়াছে, কয়েকজনকে গারদে পুরিয়াছে। কোনও অবস্থাতেই পর্য্যটকদের প্রতি অশোভন আচরণ বরদাস্ত করা হইবে না। বহির্রাজ্যেও অনেক পর্য্যটন কেন্দ্রে হাজার হাজার পর্য্যটক ভীড় করেন সেখানেও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার যথেষ্ট সচেতনভাবে পর্য্যটকদের সম্পর্কে নজর রাখেন। বিভিন্ন রাজ্যে পর্য্যটন হইতে রাজ্যগুলির বিশাল অংকের টাকা আয় হয়। পর্য্যটন একটি শিল্প। তাহার বিকাশে কেন্দ্রও বিশেষ মঞ্জুরী দিয়া থাকে।

ত্রিপুরায় পর্য্যটন উন্নয়নের অনেক গাল গল্প শোনা গিয়াছিল কিন্তু তেমন পর্য্যটক আগমন ঘটে নাই। ত্রিপুরায় দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর তো উগ্রপন্থার কারণে পর্য্যটক মুখ ফিরাইয়া নিতে বাধ্য হইয়াছেন। উগ্রপন্থার কারণে শুধু পর্য্যটন নহে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্রিপুরা অনেক পিছনে হাটিয়াছে। রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার আসার পরই লক্ষ্য করা গিয়াছে পর্য্যটনের উপর অনেক বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। বহির্রাজ্যে তাহা প্রচারে নেওয়া ঙইয়াছে। বিভিন্ন প্যাকেজও ঘোষণা করা হইয়াছে। রাজ্যের পর্য্যটন কেন্দ্র গুলিও এতকাল অবহেলা অবজ্ঞার মাঝেই বিরাজিত ছিল। ত্রিপুরার দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে ছবিমুড়া, নারকেলকুঞ্জ, ডুম্বুর জলাশয়, নীরমহল, ঊনকোটি, পিলাক সহ বিভিন্ন পর্য্যটন কেন্দ্রগুলিও সম্প্রীতি রক্ষণাবেক্ষণ শুরু হইয়াছিল। একান্ন পীঠের একপিঠ মাতাবাড়ী তো ধর্মপ্রাণ মানুষকে আকৃষ্ট করে। জম্পুইহিলের মনোরম সৌন্দর্য্য পর্য্যটকদের মুগ্ধ করে। সুতরাং ত্রিপুরায় বহু দর্শনীয় স্থান দেখিয়া পর্য্যটকরা ধন্য ধন্য করিতেছেন। পর্য্যটনের এমন উপকরণ যেখানে সে রাজ্যে বিদ্যমান, সেই রাজ্যে পর্য্যটন তো বিশাল বাজার তৈরী করিবার সুযোগ থাকিয়া যাইতেছে। তাহার জন্য প্রয়োজন ভাল হোটেল ও গেস্ট হাউসের সংস্থান করা। আসলে পর্য্যটনের সেই পরিকাঠামোই গড়িয়া উঠে নাই।

ত্রিপুরায় পর্য্যটনের বিকাশ হইলে বহু বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হইবে। বহির্রাজ্যের অর্থ এরাজ্যে আসিবে। ইহাতে রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদও অনেক ভাল হইবে। রাজ্যের কল্যাণ হইবে। রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে এখনই পর্য্যটনকে কাজে লাগাইতে হইবে। আমার বিশ্বাস করিতে পারি রাজন্য শাসন হইতে গণতন্ত্রে উত্তরণে ত্রিপুরার জনজীবনে পর্য্যটনের তেমন তাগিদ ছিল না। এক সময় তো এরাজ্যে রাস্তাঘাট তৈরীতে বাধা দিয়াছে। তাহাদের প্রচার ছিল রাস্তাঘাট হইলেই বাঙালীরা এখানে আসিয়া সব দখলে লইয়া যাইবে। ত্রিপুরায় উপজাতিদের তো সামান্যও অর্থনৈতিক সুবিধা ছিল না। নেংটি পরা মানুষ তো সেদিনও দেখা গিয়াছে। এই রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল করিবার চেষ্টা যেমন চলিয়াছে তেমনি উপজাতিদের সমাজের মূলস্রোতে পৌঁছাইবার প্রচেষ্টা চালু রাখিতে হইবে। অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়া ত্রিপুরাকে আগাইতে হইতেছে। উপজাতি অংশের মানুষকে যত বেশী সমাজের মূলস্রোতে নিয়া যাইতে পারিলেই সেই অন্ধ আনুগত্য হইতে মুক্তি পাইতে পারে। ত্রিপুরায় পর্য্যটন শিল্পের উন্নয়নে এমন উদ্যোগ নেওয়া হউক তাহা সারা ভারতবর্ষে নজীর হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে পর্য্যটন উন্নয়ন ও বিকাশে সবচাইতে বড় কথাই হইতেছে শান্তি, নিরাপত্তার একশ শতাংশ গ্যারান্টি। আমরা বিশ্বাস করি ত্রিপুরা এতদিন সারা দেশে মুখ উজ্জ্বল করিবে। সেই স্বর্ণালী দিনের অপেক্ষায় প্রহর তো গুনিতেই হইবে।

মিথিলা ও মৈথিলির উন্নয়নে অংশগ্রহণ করার আবেদন জানালেন ভোগেন্দ্র ঝা

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : কলকাতায় বসবাসরত মৈথিল সম্প্রদায়ের মানুষকে মিথিলা ও মৈথিলির উন্নয়নে আন্তরিকভাবে অবদান রাখার আহ্বান জানালেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী ভোগেন্দ্র ঝা উ কলকাতার মৈথিলি ভাষী সংগঠন মিথিলা সেবা ট্রাস্টের দুই দিনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে রবিবার বাগুইয়াটির জর্দা বাগানের বন্ধু মহল ক্লাব চত্বরে বিদ্যাপতি স্মৃতি উতবে তিনি বলেন, কলকাতায় মৈথিলি সম্পর্কিত অনেক সংগঠন রয়েছে তবে তাদের নিজেদের মধ্যে কোনও যোগাযোগ নেই উ যা চিন্তার বিষয় উ এদিন তিনি কলকাতায় মৈথিলিদের মধ্যে ঐক্য সুনিশ্চিত করার আহ্বান জানান এবং এর জন্য কলকাতায় একটি কমিউনিটি হল গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা সংবাদ সংস্থা 'হিন্দুস্থান সমাচার' এর পশ্চিমবঙ্গের ব্যুরো প্রমুখ সন্তোষ মধুপ উ সম্মেলনে তিনি বলেন, মৈথিলি সমাজকে প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত এবং জাগ্রত বলে মনে করা হয়। আমাদের সামাজিক সচেতনতার ফলস্বরূপ আমরা যেখানেই যাই না কেন আমাদের সাংস্কৃতিক আলোর শিখা জ্বালাতে দ্বিধা করি না। তিনি আরও বলেন, মিথিলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মর্যাদা অক্ষুণ রাখা আমাদের দায়িত্ব।

মিথিলা সেবা ট্রাস্টের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক লক্ষ্মণ ঝা সাগর, অশোক ঝা "ভোল", প্রহ্লাদ সিং, রূপেশ তেয়থম, পার্থ সরকার, শিবচরণ শুক্লাসহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। এদিনের অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে সমাজকর্মী জীবেন্দ্র মিশ্রকে বাবু সাহেব পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মিথিলা সেবা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান রমাকান্ত ঝা। এর আগে শনিবার, বার্ষিক উতবটি শুরু হয়েছিল সম্মিলিত হনুমান চালিশা পাঠের মাধ্যমে। এর পরে, ২৪ ঘন্টা অখন্ড নাম সংকীর্তন শুরু করেন মিথিলা সংকীর্তন মণ্ডলী। সংকীর্তন শেষে মিথিলা সেবা ট্রাস্টের পক্ষ থেকে দরিদ্রদের কম্বল বিতরণ করা হয়। এরপর আয়োজিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উ সেখানে সঙ্গীত পরিবেশন করে সকলকে আনন্দ দিয়েছেন মৈথিলির প্রখ্যাত গায়ক, মাধব রায়, জ্যোতি প্রিয়া, হেমকান্ত ঝা, পিয়াসা, সরোজ চৌধুরী, নারায়ণ ঝা সহ সহকারীরা উ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মৈথিলি মঞ্চের সুপরিচিত সঞ্চালক রামসেবক ঠাকুর।

নিখোঁজ যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার বাড়ির কাছের শ্মশান থেকে

হাবড়া, ২০ জানুয়ারি(হি.স.): নিখোঁজ যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হল বাড়ির কাছের শ্মশান থেকে। ঘটনাটি ঘটেছে হাবড়া থানা এলাকার বানিপুর ইতনা নতুন কলোনিতে। মৃতের নাম ভজন পাইক। বয়স ২৬। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাবড়া থানার পুলিশ।

জানা গেছে, পেশায় চা বিক্রেতা ভজন বাড়িতে তার মায়ের সঙ্গে থাকতো। শনিবার বিকেল নাগাদ একটি ফোন আসে তাঁর কাছে। তখনই বাড়ি থেকে বেরোন ভজন। এরপর রাত আটটা নাগাদ ফিরবেন জানিয়ে ফোন করেন বাড়িতে। এরপর দীর্ঘক্ষণ কেটে গেলেও সে বাড়ি না ফেরায় বাড়ির লোক ফোন করতে থাকে তাকে। কিন্তু ফোনেও পাওয়া যায়নি ভজন পাইকে। এদিকে রবিবার সকাল ছটা নাগাদ এক প্রতিবেশী ভজনের এক আত্মীয়কে জানান বাড়ির কাছে এক শ্মশানের ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে সে। খবর পাওয়া মাত্র সেখানে ছুটে যায় ভজনের আত্মীয়রা। সঙ্গে সঙ্গে থানায় খবর দেওয়া হয় পুলিশ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। সেখানেই তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাবড়া থানার পুলিশ।

কথামৃতয় হিন্দু ধর্মের চরিত্র নির্মাণে নেই রামকৃষ্ণ

বিশ্বজিৎ রায়

শ্রীরামকৃষ্ণর 'কথামৃত' শীতকালের রোদ্দুরের মতো, গা-হাত-পা ঠাণ্ডা হয়েগেলে সে রোদের আঁচ ভাল লাগে। সে রোদ্দুরও নির্বিচারে সকলকে উত্তাপ দেয়—রামকৃষ্ণর ছোট্ট ছোট্ট কথা, গল্প আর নির্দেশ, জীবনকে দেখতে শেখায়। রামকৃষ্ণতথামৃত-র সংকলক শ্রীম। তিনি পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। পরমহংসর উক্তি আর উপলব্ধিকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোয় বিচার করতে চেয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণর কথাবার্তার সঙ্গে কোন শাস্ত্রের, কোন উক্তির বা কোন শ্লোকের মিল আছে---তা দেখাতে তিনি তৎপর। সে বেশ ভাল কাজ, তবে সেসব চমৎকার ব্যাখ্যামূলক শাস্ত্রীয় সাদৃশ্যের থেকেও রামকৃষ্ণর কথার টানই বেশি। পণ্ডিতি নয়, ধর্মপ্রচারকের বক্তৃতাবাদি নয়, সেসব নিভৃত উপলব্ধি। ঠাকুর লেকচার দেওয়া একদম পছন্দ করতেন না, উপলব্ধিবিহীন লোক-ভোলোনো বাক্যরাশি তাঁর দু'চোখের বিষ। আর ও অপছন্দ করতেন কথার ছল। মন-মুখ আলাদা হলে রেগে যেতেন। অথচ বানিয়াবুদ্ধির ধর্ম-ব্যবসায়ীরা তা-ই করে। একালের ধর্মধ্বজী রাজনীতির লোকেরাও তাই করে। রাজনৈতিক সিমুলেনের, ছলের ছড়াছড়ি। ঠাকুরের গল্পে ছিল এক স্যাকরার দোকান। সাধারণ মানুষ সেখানে ঢুকেছে। দোকানের লোকজন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। সে যেন সব দেবতার নাম। কেশব কেশব। গোপাল গোপা। হর হর। হরি হরি। পরমহংস ব্যাখ্যা করছেন। কেশবের অর্থ যারা দোকানে এল তারা কারা? কে সব?) উত্তর গো-পাল। অর্থাৎ, গোরুর পাল। এবার জিজ্ঞাসা হরি অর্থাৎ হরণ করি? উত্তর হর। অর্থাৎ, হরণ করো। ধর্মের নামে সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর প্রতিষ্ঠানিক কৌশলের বিরোধিতাকারী এমন সহজ গল্প বাংলা ভাষায় দু'টি আছে কি না সন্দেহ।

রামকৃষ্ণদেব আসলে তাঁর কথামৃত-র বারবার প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রতাপ ও সীমাবদ্ধতা বিষয়ে ভক্তদের সাবধান করে দিচ্ছেন। সেই ভক্তদের মধ্যে গৃহী, আবার গৃহত্যাগীরাও আছেন। পড়তে পড়তে মনে হয় গৃহত্যাগীদের সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেবের মনোযোগ আরও বেশি। তাঁরা সংসার-যাত্রা নির্বাহ করবেন না, সংসারের পিছুটান তাঁদের থাকবে না—সে বেশ কথা, তবে যদি সন্ন্যাসের সংসারে তাঁরা আটকে পড়েন। তার মতো ভয়ানক কাণ্ড যেন আর হয়। না। গৃহত্যাগ করলেই তো হল না, মনটাই যে আসল। দুই বন্ধু। একজন হরিনামের আসরে গিয়েছে, অন্যজন

গণিকালয়ে। হরিনামের আসরে বসে সে ভাবছে, আহা বন্ধু কী ফুর্তিই না করছে। গণিকালয়ে গিয়ে অপরজন ভাবছে, বন্ধু কী ধর্মানন্দই না লাভ করছে। এ কারণেই বলা 'মনটাই আসল।' গণিকালয়ে গিয়েছে বটে, তবে মনে ত্যাগের রং লেগেছে। আর, এদিকে হরিনামের আসরে থেকেও মন ভোগাসক্ত। এ হলে চলবে কেন। কথামৃত তাই ত্যাগীদের সর্বদাই বলছে সাবধান।

রামকৃষ্ণ গল্প বলেন, সন্ন্যাসের ভোগে আটকে পড়া এক সন্ন্যাসীর ভোগে আটকে পড়া এক সন্ন্যাসীর গল্প। রোজ সাধুর কৌপীন কেটে দেয় এক ইঁদুর। নাজেহাল সাধু গ্রামবাসীদের কাছে গিয়ে সে কথা বললে তারা সাধুর জন্য বেড়ালের ব্যবস্থা করল। বেড়াল ইঁদুর মারে বটে, তবে দুধের জন্য কাঁদে। গ্রামবাসীরা এবার বেড়ালের দুধ খাওয়ার জন্য গরুদান করল। তারপর সেই গো-পথে আসে বাগাল, গো-পালনকারী বাগালের জন্য হয় জমি, জমিতে ফলন বৃদ্ধি পায়---শুরু হয় ফসলের বেচা কেনা এভাবে ক্রমে কৌপীন বাঁচাতে গিয়ে সংসারে আটকে পড়েন সাধু। তখন সেই সাধুর গুরুদেব একদিন এসে সাধুকে টেনে নিয়ে চলে গেলেন হিমালয়ে। সন্ন্যাসের সংসারে আটকে থাকরে জন্য তো কেউ গৃহত্যাগ করেনা।

ঠাকুরের গল্প শুনে সবাই আমোদ পেতেন, হাসতেন। সেই আমোদ আর হাসির লহর ঠেলে ভিতরে ঢুকলে বোঝা যায়, এ বড় গভীর কথা। নব্য বাঙালি ভদ্রলোকদের আধুনিকতার সীমাবদ্ধতাকে নির্দেশ করাই যেন তাঁর উদ্দেশ্য। প্রাগাধুনিক ভারতের মরিময়া সাধকরা যে উপলব্ধির ধর্মে বিশ্বাসকরতেন, তিনি তাঁদেরই একজন, কলিকাতা কমলালয়ের সঙ্গে কথা বিনিময় করছেন। কলকাতার কাছেই দক্ষিণেশ্বর। শহর কলকাতায় তখন ধর্ম নিয়ে মস্ত মস্ত কথার ঢেউ। ধর্ম -ই সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার নীতিজ্ঞানের আধার, সমাজ-গঠনের অস্ত্র, নেশর-গড়ার (জাতি-নিবন্ধনের) মন্ত্র—শিক্ষিত ভদ্রলোকরা ধর্মকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজে লাগাতে চান। সেসমস্ত একদিকে হয়তো ভাল কাজ, তবে ভাল কাজের নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়ে কখন যে অহমিকা আর বোগ-বাসনা ঢুকে পড়ে। কখন যে ভেদজ্ঞান প্রবলহয়, হিঁদুয়ানি মাথা তোলে। তখন আর সন্ন্যাসী উত্তম সন্ন্যাসী থাকেনা, ধর্ম আর উপলব্ধির পথ হিসাবে বিবেচিত হয় না।

ধর্ম, পরমহংসর কাছে, উপলব্ধির পথ। সে উপলব্ধি অহংশুন্যতার উপলব্ধি---নুনের পুতুল গেল সাগরের গবীরতা মাপতে, সে গবীরতা কি মাপা যায়। সে মিশে গেলসাগরেই। এই হল আদর্শ অবস্থা, সাধকের এই অবস্থাই সাধ্য। তবে একধাপে তো সেখানে যাওয়া যায় না। সাধন চাই। সে সাধনে সাকার অবলম্বন। আবার সেই সাধনপথে নানা অন্তরায়। তাঁর গৃহত্যাগী ছেলেদের মনে করিয়ে দিচ্ছে এই অহংশূন্যতারকথা তাঁরা যেন ভুলে না যান। নিষ্কামভাবে মানুষের ভালর জন্য কাজ করুন তাঁরা, কিন্তু সেই কাজের খ্যাতির লোভ যেন তাঁদের গিলে না খায়। পরমহংস বলেন—সেবা, ডিসপেনসারি এসব বেশ। তবে তাঁকে যদি কেউ বলেন, এসব চাই না, মাকে চাই, তাহলে তিনি মাকেই চাইবেন। ভগবানের কাছে আর সব পানসে। সন্ন্যাসী আর ভক্তরা এক ভাবের মানুষ নন, তাঁদের স্তর বা অবস্থান অর্থাৎ, থাক আলাদা আলাদা। ভক্ত কর্মোদ্যমী হলে 'হয়তো তিলক আছে, রুদ্রাক্ষের মালা আছে। সেই মালার মধ্যে আবার একটি সোনার দানা। যখন পূজা করে, গরদের কাপড় পড়ে পূজা করে'। এমন ভক্তদের ঠাকুর উপেরর থাকে ঠাঁই দেন না।

কথামৃত-য় প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দু-ধর্মের চেহারা-চরিত্র নির্মাণের কোনও চেষ্টাও তিনি করেননি। নিজের ধর্মভাব বজায় রাখতে বলেছেন, অপরের প্রতি বিদ্বেষের ভাব যেন না থাকে। রাখাল গরুর পাল নিয়ে মাঠে গিয়েছে। সেখানে আরও অনেক গরু। সব মিলেমিশে গেল। সব একসঙ্গে ঘাস খাচ্ছে আবার যখন ণিপলে নিজের পালটিকে নিয়েই ফিরলে। এই 'নিজত্ব' বজায় রাখা ও মিলমিশের কথাই তাঁর 'যত মত মত পথ'-এর প্রসঙ্গে ফিরে এসেছে। মহেন্দ্রনাথ দত্ত পরমহংসর স্মৃতিকথা লিখেছিলেন। বিবেকানন্দর এই ভাইয়ের লেখায় যে-ছবিটি পাই তাতে মন ভরে যায়। সিমলেপানার তর্কবাগীশরা ঠিক করেছিল পরমহংসর কান মুলে দেবে। কে না কে খুব কথা শিখেছে। কান মুলতে অবশ্য তারা পারেনি। উলটে তারা পরমহংসে মজেছে। তিনি কলকাতায় ভক্তবাড়ি এলে খুব আনন্দ হয়। ঠাকুর উবু হয়ে বসে লুচি খান। ছাদে জাতি নির্বিশেষে পঙ্‌ক্তিভোজন। বাড়ির মেয়েরাও ঠাকুরকে পরিবেশন করছেন, আগল নেই। নির্মল সে দৃশ্য। সে আমাদের মিলমিশের সমাজ। কথামৃত আসলে আমাদের ভারতীয় সমাজের কাছাকাছি নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ দশকে ঠিকই ভেবেছিলেন যে এই অ-শাস্ত্রীয় ধর্মসমাজই এদেশে সমন্বয়ের প্রাগাধুনিক রূপ নির্মাণ করেছিল। রাজনৈতিক হিন্দুত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম অনেক সময় পরস্পর পরস্পরের স্বার্থে দেখে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মানুষের উপকার করে বটে,কিন্তু সেই হিতব্রতকে যশ ও খ্যাতির উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। তখন তাদের রাষ্ট্রর সঙ্গে, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ওঠাবসা। রাজনীতির কারবারিরাও ধর্মের খোলস কাজে লাগান।

ঠাকুর মাঝে মাঝে শক্ত করা বলতেন—'পুলিগুলি দেখতে সব একরকম কিন্তু কারভিতর ক্ষীরের পোর.....কার ভিতর কলায়ের পোর'। ঠাকুর চাইতেন ক্ষীরের পোর---কিন্তু কালের গতিকে অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের দেখনদারির ঠাটবাটে পুলির ভিতরে ক্ষীর মেলে না। খোলসগুলি তখন শূন্যগর্ভ লাগে। (সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

ভারতে আয়ের বৈষম্য নিছকই অনুমান

বিবেক দেবরায়

'বিকাশ' (development) ও 'বিকাশাভাব' deprivation মাপের নানারকম সূচক indicator থাকতে পারে এবং আছেও। বহু বছর ধরে অর্থনীতির জগতে জিডিপি gross domestic produvt ব্যবহৃত হয়ে আসছে তেমনই একটি নির্দেশক রূপে। জিডিপি একটি নির্দেশক রূপে। জিডিপি একটি average বা গড় সূচক।গড় সূচকের চরিত্রই এমন যে তাতে সংবিভাগ বা distribution ধরা পনে না। জিডিপি সূচকটির সমালোচকের অভাব নেই। সম্প্রতি কয়েকজন আবার জিডিপির সমালোচনা করেছেন। যথা আয়ের বৈষম্য জিডিপির মারফত চোখে পড়ে না। বটেই তো। তা, মাপার জন্য অন্যান্য সূচক আছে। তবে, যে কোনও দেশের ডিজিপিকে জনসংখ্যা দিয়ে বাগ করলে প্রতি ব্যক্তি জাতীয় আয় বা tper capita GDP পাওয়া যায়। তার থেকে আন্দাজ করা যায় দেশেরগড় নাগরিক কতটা ধনী বা কতটা গরিব। বিভিন্ন দেশের আপেক্ষিক তুলনার জন্য একটি সাধারণ মাপনী Common Scale চাই। মার্কিনি অর্থনীতির গুরুত্বের দরুন তা আজকাল মার্কিনি ডলার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই জানতে পারছি, ২০১৮ সালে ভারতের প্রতি ব্যক্তি জাতীয় আয় ২।০১৬ ইউএস ডলার। বিশ্বের সর্বাধিক ধনী দেশ লুক্সেমবার্গ। সেখানে প্রতি ব্যক্তি জাতীয় আয় ১১৪,৩৪১ ইউএস ডলার। ডিজিপির একটি তাত্ত্বিক সংখ্যা আছে। তা হল gross value of goods and services produced। দ্রব্য ও পরিষেবার মূল্যায়ম করে তার মোট পরিমাণ গণনা করতে হবে। মূল্যায়নের জন্য বাজার market চাই, চাই মূল্য সংক্রান্ত তথ্য। অনেক কিছুই জিডিপিতে ধরা সম্ভব হয় না---গৃহবধূর অবদান, পর্যাবরণ দূষণ। তার কারণ বাজার ও মূল্যের অভাব। কেউ বলছেন না। এসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু তা গণনায় অন্তর্ভুক্ত করার মতো তথ্য নেই। ১৯৭১ সালে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ সিমন কুজনেট্স জিডিপি গণনার পথিকৃৎ। গত শতকের তিনের দশকে তিনি সর্বপ্রথম আমেরিকার জন্য ডিজিপি গণনা করেন। আজকাল যাঁরা নিত্যনতুন ডিজিপির সমালোচনা করে থাকেন। তাঁরা ১৯৩৮ সালে লেখা কুজনেট্স-এর প্রতিবেদনে প্রত্যেকটি সমালোচনার প্রতিধ্বনি পাবেন। ভুটানে এর কথা বলা হয়। মধ্যপ্রদেশে সরকার তৈরির করতে প্রবৃত্ত। এসব প্রচেষ্টার কোনওটাই ঠিক জিডিপির বিকল্প নয়।

তেব ডিজিপির পরিপূরক রূপে অন্যান্য সূচকের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। ১৯৯০ থেকে প্রত্যেক বছর প্রস্তুত করে থাকে। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ২০১৯ সালের বিকাশ ও বিকাশাভাব সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্যের সংকলন থাকে -এ। বিশেষ করে নজর কেড়ে নেয় নামক একটা সূচক। খুঁটিনাটির বিশদ বিবরণ দরকার নেই। তিন ধরনের -এর সংমিশ্রণের ফলে কবে বের করা হয়—প্রতি ব্যক্তি জাতীয় আয়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। বিভিন্ন দেশের কষে নিয়ে জানা যায় আপেক্ষিক বিন্যাসে ভারতের স্থান কোথায়। প্রকাশিত হওয়া মাত্র সংবাদপত্রের শিরোনাম কেড় নেয় ভারতের র‍্যাঙ্ক। এবছরও তাই হয়েছে। ক্রমবিন্যাসে আছে ১৮৯টি দেশ। ভারতের 'র‍্যাঙ্ক' বস্তুটি আপেক্ষিক। তা নির্ভর করে অন্যান্য দেশের অবনিত ও উন্নতির উপর। সময়ের নির্ঘণ্টে ভারতের র‍্যাঙ্ক বেড়েছে না কমেছে, তা বিচার করার আগে আরেকটু সাবধানতার প্রয়োজন। আগেই বলেছি এর প্রকাশ শুরু হয়েছে ১৯৯০ সাল থেকে কিন্তু বিভিন্ন সময়ে অন্তর্ভুক্ত দেশের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকেনি। ধীরে ধীরে -র হিসাবে অন্তর্ভুক্ত দেশের সংখ্যা বেড়েছে। র‍্যাঙ্ক সম্বন্ধে কৌতুহল একটি স্বাভাবিক মানবিক প্রবণতা। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কে কোন স্থান অধিকার করেছে, তা জানতে চাইব না? র‍্যাঙ্ক ছাড়া কিন্তু অন্য একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। বিগত কয়েক দশকে ভারতে অনুসারে কতটা উন্নতি এসেছে? এর সর্বাধিক সম্ভাব্য মূল হল ১.০০। ০.৭০০-এর অতিরিক্ত হলে বলা হয় ০.৫৫০ থেকে ০.৬৯৯ পর্যন্ত হাল বলা হয় ০.৫৪৯-এর কম হলে বলা হয় সংখ্যাটা যত বৃহৎ হবে, মানবিক বিকাশের দৃষ্টিতে ততই ভাল। ভারতের বর্তমান হল ০.৬৪৭, ভারত গোত্রে পড়ে। ১৯৯০ সালে যখন গণনা শুরু হয়, ভারতের ছিল ০.৪৯৪, ২০০০ সালে বেড়ে হয় ০.৪৯৭। ২০১০ সালে আরও বেড়ে হয় ০.৫৮১। Low human development -এর বর্গ কাটিয়ে ভারতকে এখন Medium human development দেশ বলে গণ্য করা হয় এবং অচিরেই Hight numan development দেশ হয়ে উঠবে। প্রগতি

ও অগ্রগতি যে ঘটেছে, তা অনস্বীকার্য।

ভারত বৃহৎ দেশ। আছে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে প্রভেদ। ঠিক যেমনই এর মারফত নানা দেশের মধ্যে তফাত চোখে পড়ে ঠিক চেমনই সর্বভারতীয় মারফত ধরা পড়বে নানা রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য। দুর্ভাগ্যবশত, ভারতের জন্য এমন শেষ প্রকাশিত হয়েছিল ২০০২ সালে। ঠিক একই যুক্তিতে, যে কোন রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জেলার মধ্যে আছেপ্রভেদ। তা ধরা পড়বে শুধুমাত্র রাজ্যস্তরীয় (state) Human development report এর মাধ্যমে। একটা সময় অনেক রাজ্যই এমন state Human development report ছেপেছিল। যেমন ধরুন, পশ্চিমবঙ্গের HDR প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৮ সালে। এমন সর্বশেষ HDR মহারাষ্ট্রের ছাপা হয়েছিল ২০১২-তে। শুধু রাজ্যই বা বলি কেন। প্রাকাশিত হয়েছিল report যথা ২০০৭ সালে পেয়েছিলাম বাঁকুড়া জেলার HDR আমার তো মনে হয় উন্নয়ন মাপার জন্য এমন HDR এর যথেষ্ট কার্যকারিতা ছিল। কেই অবশ্য বলতে পারেন, নতুন প্রযক্তিবিদ্যার যুগে এসব প্রকাশ করার আর কোনও প্রয়োজন নেই। আজকাল ইন্টারটেন সহযোগে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের deshoard সহজেই পাওয়া যাচ্ছে। যা অবশ্য পাওয়া যাচ্ছে না, তা হল জনিত তথ্য এবং তার দারিদ্ররেখার নিচে জনসংখ্যার কত শতাংশ অবস্থিত, তা জানার জন্য ব্যবহার করা হয় এমন তথ্য।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

সোমবার আগরতলায় পরিবহন দপ্তরের সামনে ত্রিপুরা অটোরিক্সা শ্রমিক সংঘের এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

এক বছরে ১২০০ এইচআইভি ও ক্যান্সার রোগাক্রান্তের ভাতা মঞ্জুর ঃ মন্ত্রী সান্ত্বনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। এক বছরে ১২০০ এইচআইভি এবং ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর সামাজিক ভাতা চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি নতুন ভাতাপ্রাপকদের তালিকা তৈরি করে অর্থ দপ্তরের অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। আজ বিধানসভায় বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরীর উল্লেখপর্বে উত্থাপিত নোটিসের জবাবে এই তথ্য দিয়েছেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী শান্তনা চাকমা।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় সামাজিক ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাতা প্রাপকের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাজ্য সরকার সামাজিক সুরক্ষা ভাতা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই কর্মসূচীতে আর্থিকভাবে দুর্বল প্রায় চার লক্ষ লোককে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় চার লক্ষ সুবিধাভোগী ভাতা প্রাপক কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

তিনি বলেন, প্রায় ৪০ বৎসর আগে রাজ্যে সামাজিক ভাতা প্রকল্প প্রথম চালু হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে ভাতা প্রাপকের সংখ্যা চার লক্ষ পৌঁছায়। তাঁর দাবি, সামাজিক ভাতা দুই হাজার করার জন্য ত্রিপুরা সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ-প্রসঙ্গে এদিন তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, পূর্বতন সরকার যখনই ভাতা বৃদ্ধি করেছে তখনই একধাপে মাত্র একশ টাকা বৃদ্ধি হয়েছে। সেই জায়গায় আমাদের সরকার এক কিস্তিতে গড়ে ৩০০ শ টাকা বৃদ্ধি করেছে। এমনকি গৃহ পরিচারিকা ভাতা ৫৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে এক হাজার টাকা করা হয়েছে। তার জন্য ত্রিপুরা সরকারের কোষাগার থেকে প্রতি বছর অতিরিক্ত ১২০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় হচ্ছে।

এদিন তিনি বিধানসভাকে আশ্বস্ত করেন, যখনই রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে, তখনই সামাজিক ভাতার পরিমান বৃদ্ধি করে দুই হাজার টাকা করা হবে। তিনি বলেন, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর ভাতা প্রাপকদের যাচাই প্রক্রিয়া শুরু করেছে এবং বেশ কিছু সংখ্যক ভাতা প্রাপক স্ব-ইচ্ছায় ভাতা প্রত্যাহার করেছেন। তাঁর দাবি, সামাজিক সুরক্ষা ভাতার আওতার বাইরে সামাজিক ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা অংশকে ভাতার আওতাধীন করতে রাজ্য সরকার দায়বদ্ধ। সাথে তিনি যোগ করেন,

সোমবার বিধানসভায় বক্তব্য রাখেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। ছবি- নিজস্ব।

নতুন এইচ.আই.ভি. ও ক্যানসার রোগাক্রান্তদের জন্য ভাতা দেয়ার প্রক্রিয়া জারী রয়েছে। গত এক বছরে প্রায় ১,২০০ এইচ.আই.ভি. ও ক্যানসার রোগাক্রান্ত মানুষকে ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে। এছাড়াও একটি বিরাট সংখ্যক ভাতা মঞ্জুরের প্রক্রিয়া জারী করা হয়েছে এবং তা অনুমোদনের জন্য রাজ্যের অর্থ দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। অর্থ দপ্তরের সবুজ সংকেত মিললেই নতুন ভাতা দেওয়ার কাজ শুরু হবে, বলেন তিনি।

জনগণের কাছে প্রত্যাখ্যাত মানুষই বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে : প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) সম্পর্কে দেশের বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভের প্রসঙ্গে বলেন, এটি এমন নয় যে আমাদের সরকার কিছু ভুল করছে, বরং জনগণের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়া মানুষদের সামনে এটি বিরোধের উপায়। মোদী বলেন, নির্বাচনে জনগণ যেসব লোককে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাদের হাতে এখন এটাই হাতিয়ার। এর মধ্যে একটি হ'ল দেশে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেওয়া। একই ধরণের বিভ্রান্তি পুনরাবৃত্তি এবং পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নবনির্বাচিত সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নড্ডাকে শুভেচ্ছা জানাতে দলীয় সদর দফতরে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে মোদী বলেন, আমাদের সরকার কোনও ভুল করছে না এমন নয়, বিরোধী দলগুলিকে আমাদের এই আদর্শ ও নীতিতে বিরোধ, যা ক্ষমতায় বা বিরোধী থাকাকালীন দলগুলো প্রতিবাদ চালিয়ে আসে। প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে সরাসরি সিএএ এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জী (এনআরসি) কথা উল্লেখ না করে কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, জনগণের কাছে গিয়ে এবং এই বিষয়গুলিতে সরাসরি জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রয়োজন। সরকার ও দলের সামনে চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করে মোদী আরও বলেন, তিনি নির্বাচনকে বড় চ্যালেঞ্জ মনে করেন না। নির্বাচন আসতে থাকে। আসল চ্যালেঞ্জ হ'ল আমাদের আদর্শ এবং নীতিগুলি ধরে রাখা এবং মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা সংবাদ মাধ্যমের সমর্থন পাব, এটির সম্ভাবনা কম। সিএএ সম্পর্কিত বিজেপির দেশব্যাপী প্রচারের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই জাতীয় কর্মসূচিতে হাজার, লক্ষ মানুষ অংশ নিচ্ছেন, তবে সংবাদ মাধ্যমে এগুলির উপর নজর দিচ্ছে না। তিনি বলেন, নেতা-কর্মী ও জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কারণে দলের প্রচার-প্রসার ঘটেছে। স্বার্থপর গোষ্ঠীগুলি সবসময়ে আমাদের বিরুদ্ধে থাকে এবং আমরা তাদের কোন আমল দিয়ে থাকি না। তিনি বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে দলের সম্প্রসারণের আমাদের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত। এছাড়াও দলীয় কর্মীদের মান উন্নত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আমাদের দলীয় আন্দোলন ও সংগঠনের একই ভাবে চলছে। দেশের সমস্যার জন্য লড়াই করা, সংগঠন বাড়ানো, কর্মীর বিকাশ করা দলের লক্ষ্য, কিন্তু ক্ষমতায় থাকাকালীন দল পরিচালনা করা নিজের মধ্যে বড় চ্যালেঞ্জ। এত অল্প সময়ে বিজেপি বিস্তৃত হয়েছে, জনগণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পেরেছে এবং সময়োপযোগী পরিবর্তন করেছে।

দোলের দিন বসন্ত উৎসব করতে চায় না বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন, ২০ জানুয়ারি (হি. স.) : দোল মানেই শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব। এবার তাতে দাঁড়ি পড়তে চলেছে। দোলের দিন শান্তিনিকেতনে আর বসন্ত উৎসব নয়। দোলের অনেক আগেই এবার বসন্ত উৎসবের আয়োজন করতে চলেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। বিশ্বভারতী সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে।

ক্যালেন্ডারের পাতায় এবছর দোল ১০ মার্চ। কিন্তু সেদিন আর এবার শান্তিনিকেতলে বসন্ত উৎসব হচ্ছে না। তার ২০ দিন আগেই এবার বসন্ত উৎসবের আয়োজন করতে চলেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। ১৮ ফেব্রুয়ারি হবে বসন্ত বন্দনা। তারপর দিন অর্থাৎ ১৯ তারিখে হবে বসন্ত উৎসব। বিশ্বভারতী সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে।

আরও জানা গিয়েছে, এই বসন্ত উৎসবের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানই বিশ্বভারতীর পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে এই অনুষ্ঠান কোথায় হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। জানা গিয়েছে, কর্মী পর্ষদকে উৎসব স্থল নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, পৌষ মেলা নিয়ে নানা বিতর্কে জড়িয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । এবার বসন্ত উৎসব নিয়ে কর্তৃপক্ষ তাই কড়া অবস্থান নিচ্ছে। মিটিংয়ে ঐতিহ্যশালী বসন্ত উৎসব এবার নিজেদের মধ্যে করার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। আর সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান বিশ্বভারতীর আশ্রমিক, অধ্যাপক থেকে সবাই। তবে শান্তিনিকেতনে পর্যটনের উপর এর যে বড় প্রভাব পড়বে, তা একপ্রকার স্পষ্ট। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন শান্তিনিকেতনের হোটেল ব্যবসায়ীরা।

অন্যদিকে, কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে ইতিমধ্যেই কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, বিশ্বভারতীর এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্য সরকারের গরিমা নষ্ট হচ্ছে। এই মর্মে উপাচার্যের সঙ্গে ফোনে তিনি কথা বলেছেন বলেও জানান। পাশাপাশি, ঐতিহ্যশালী বসন্ত উৎসবের গরিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে রাজ্য সরকার সবরকমভাবে সাহায্য করবে বলেও আশ্বাস দেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

২৭ জানুয়ারি বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে সিএএ নিয়ে সর্বদলীয় প্রস্তাব

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি. স.) : আগামী ২৭ জানুয়ারি বসতে চলেছে রাজ্য বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে সর্বদলীয় প্রস্তাব আসতে চলেছে তাতে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার দুপুরে ঘোষণা করেন এই সর্বদলীয় প্রস্তাব নেওয়া হবে। এরপরই বিধানসভায় থেকে এ খবর জানা য়ার। ওই দিন দুপুর দু'টোয় বসবে ওই অধিবেশন।গত মাসেই এই আইন নিয়ে সর্বদলীয় প্রস্তাব আনার কথা জানিয়েছিল বাম ও কংগ্রেস।

কিন্তু সেই সময় অধ্যক্ষ তা খারিজ করে দেন। তা নিয়ে বিরাট বিতণ্ডাও হয় সেদিন।

সর্বদলীয় বৈঠক না করার জন্য অধ্যক্ষের যে সিদ্ধান্ত, তা নিয়ে সমালোচনার ঝড়ও ওঠে। বাম-কংগ্রেস অভিযোগ তোলে বিজেপি ও তৃণমূলের আঁতাত রয়েছে। কিন্তু তারপরে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের বলেন, "শীঘ্রই রাজ্য বিধানসভায় এই আইন বিরোধী প্রস্তাব আনা হবে।" আর তার পরেই রাজ্য বিধানসভা সূত্রে এই কথা জানা গিয়েছে। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে 'বিলম্বিত বোধোদয়' বলে কটাক্ষ করেছে বাম নেতৃত্ব।

ইন্দোনেশিয়ায় ঝুলন্ত সেতু ভেঙে নিহত ৭ জন

জাকার্তা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : ইন্দোনেশিয়ায় ঝুলন্ত সেতু ভেঙে পড়ে গেল নদীতে ঊ রবিবার দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় বেংকুলু প্রদেশে আকস্মিক বন্যায় একটি ঝুলন্ত সেতু ভেঙে সাতজন নিহত হয়েছেন বলে খবর। এ ঘটনায় নিখোঁজ রয়েছে আরও তিনজন। সোমবার এই তথ্য দিয়েছেন দেশটির জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা সংস্থার মুখপাত্র আগুস উইবো ঊ তিনি জানিয়েছেন, রবিবার বিকেলে অতিরিক্ত ভারের কারণে সুমাত্রা দ্বীপের বেনংকুলু প্রদেশের কাউর জেলায় সেতুটি ভেঙে নদীতে পড়ে গিয়েছিল। এতে নদীতে পড়ে যায় ৩০ জনের মতো অল্পবয়সী কিশোর। এদের মধ্যে সাতজন নদীর স্রোতের টানে হারিয়ে যায়। পরে দুর্ঘটনাস্থলের ১২ কিলোমিটার দূর থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে উদ্ধারকর্মীরা। ওই বিভাগের প্রধান উজাং সাইফিরি জানান, এ ঘটনায় নদী থেকে ২০ জনকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে উদ্ধারকারীরা। এদের প্রায় সবাই আহত। যদিও তাদের কারও আঘাতই গুরুতর নয়। এখন নিখোঁজ রয়েছে আরও তিন কিশোর। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চলছে ।

কয়লা ব্যবহার বন্ধ করছে জার্মানি

বার্লিন, ২০ জানুয়ারি(হি.স.) : আনুষ্ঠানিকভাবে কয়লা ব্যবহার বন্ধের ঘোষণা করল জার্মানি। পরিবেশ দূষণ কমাতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে জার্মানি ঊ ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করতে আগামী ২০৩৮ সালের মধ্যে দেশের সব কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সম্পূর্ণ বন্ধের ঘোষণাও করেছে তারা।

পরিবেশ দূষণ কমাতে কয়লা ব্যবহারের উপর রাশ টানছে জার্মানি ঊ ইতিমধ্যেই দেশটি আনুষ্ঠানিকভাবে কয়লা ব্যবহার বন্ধের ঘোষণা করেছে ঊ সম্প্রতি এ বিষয়ে জার্মান সরকার ও কয়লা উৎপাদনকারী প্রদেশগুলির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে জানিয়েছে জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়েচে ভেল। চুক্তি অনুযায়ী কয়লার ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রদেশগুলি হল-

নর্থরাইন-ওয়েস্টফালিয়া, সাক্সনি, সাক্সনি-আনহল্ট এবং ব্রান্ডেনবুর্গ। জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল ও কয়লা উৎপাদনকারী চার রাজ্য তাদের চুক্তির বিস্তারিত সংবাদ মাধ্যমের সামনে তুলে ধরেছেন।

চুক্তি বিষয়ে জার্মানির পরিবেশমন্ত্রী স্ফেনিয়া শুলৎস বলেন, 'আমরাই প্রথম দেশ যারা আইন করে শক্তির উৎস হিসেবে পরমাণু ও কয়লার ব্যবহার বন্ধ করছি। এর মাধ্যমে আমরা আন্তর্জাতিক বিশ্বকে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিচ্ছি।'

পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি বছরই অন্তত আটটি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হবে। এছাড়া আগামী ২০৩৮ সালের মধ্যে দেশের সব কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সম্পূর্ণ বন্ধের ঘোষণাও করেছে তারা।

কয়লার ব্যবহার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার এই প্রক্রিয়ায় সরকার ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলোকে এক হাজার চারশ' কোটি ইউরো দেবে। অন্যদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাবে ৪৩৫ কোটি ইউরো। তবে ক্ষতিপূরণের অর্থ ছাড়ের জন্য অবশ্যই পার্লামেন্টের অনুমোদন নিতে হবে। অনুমোদন পেলেই এই চুক্তিটি আইনে পরিণত হবে এবং তখন থেকেই আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া শুরু হবে।

সমগ্র দেশেই বিজেপির "পদ্ম" ফুটবে, জেপি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : আগামীদিনে পুরো ভারতে পদ্ম ফুটবে ঊ এমনটাই দাবি করলেন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) -র নবনির্বাচিত সর্সব ভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ঊ সোমবার দিল্লিতে বিজেপি সদর দফতরে আয়োজিত নবনির্বাচিত সভাপতিকে সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, আমরা শুধু নীতি তৈরী ক্ষেত্রে আলাদা নই, তার ফলাফলেও আলাদা। তিনি বলেন, আজ বিজেপি দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী দল, একাধিক রাজ্যেও সরকারে রয়েছে বিজেপি, সর্বাধিক সংখ্যক সাংসদ ও বিধায়কদের দল। তবে এখানেই বিজেপি থামছে না ঊ এখনও কিছু রাজ্য বাকি রয়েছে, সেগুলি আমাদের সরকার নেই ঊ নাড্ডা বলেন, "দল যে ভালবাসা, বিশ্বাস, সমর্থন দিয়েছে তার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। বিশ্বের বৃহত্তম দলের কাজ পরিচালনা এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমারকে নির্বাচন করার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সংগঠনকে ধন্যবাদ জানাই।"

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি দেশের প্রতিটি রাজ্যে দলের রাজ্য শাখা এবং কর্মীদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত করার সমস্ত রাজ্যের সমস্ত শাখার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেইসঙ্গেই বলেন, তিনি পুরো শক্তি দিয়ে সংগঠনকে এগিয়ে যাবেন এবং পুরো দেশে বিজেপির পদ্ম ফোটানোর জন্য কাজ করবেন।

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ সামাগুড়ি পুলিশের জালে ডাকাত ও চার গরু চোর

সামাগুড়ি (অসম), ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : মোস্ট ওয়ান্টেড এক ডাকাত এবং কুখ্যাত চার গরু চোরকে জালে তুলেছে সামাগুড়ি পুলিশ। ধৃত ডাকাতের হেফাজত থেকে একটি বিদেশে তৈরি পয়েন্ট টু টু (.২২) বোরের পিস্তল বজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ডাকাতের নাম গুলজার হুসেন (২৫) বলে জানিয়েছে পুলিশ।

নগাঁও জেলার সামাগুড়ি থানার ওসি জীবন বি মারাক সোমবার জানিয়েছেন, নির্ভরযোগ্য এক সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট থানান্তর্গত গেদ্ধালি এলাকায় অভিযান চালিয়ে কুখ্যাত চার গরু চোরকে আটক করে গ্রেফতার করছেন তাঁরা। তাদের হেফাজত থেকে একটি গাভি উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান ওসি। ধৃত গরু চোরদের খাটোয়াল থানার অন্তর্গতি শপতকাড়া গ্রামের গুলজার হুসেন (১৭), বাজিয়াগাঁও ভগামুরের মদমদ উল্লাহ (১৮), সামাগুড়ি পাঁচআলির নুর ইসলাম (২০) এবং শোণিতপুর জেলার জমির উদ্দিন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ অফিসার জীবন মারাক।

অন্যদিকে গত রাতে সামাগুড়ির বাজিয়াগাঁও নগাঁও জেলার ডিএসপি জুন দাসের নেতৃত্বে সামাগুড়ি থানার ওসি এবং অন্য পুলিশকর্মীরা বিদেশে তৈরি একটি পয়েন্ট টু টু পিস্তল-সহ গুলজার হুসেন (২৫) নামের এক ডাকাতকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে বহুদিন ধরে পুলিশ খুঁজছিল বলে জানান ওসি জীবন বি মারাক। আজ তাদের নগাঁওয়ে বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

টিয়কের লাহদৈগড়ে বিপুল পরিমাণের অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত, গ্রেফতার এক

টিয়ক (অসম), ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : যোরহাট জেলার অন্তর্গত টিয়কের লাহদৈগড় ফাঁড়ির পুলিশ স্থানীয় জনতার সহায়তায় এলাকার জনৈক ব্যবসায়ীকে বিপুল পরিমাণের দেশি ও বিদেশি মদ-সহ আটক করেছে। ধৃতের নাম জনৈক রাকেশ গুপ্তা।

জানা গেছে, রাকেশ গুপ্তা নামের ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় অবৈধ মদের রমরমা কারবার চালিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে এর আগে বহুবার পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ করেছিলেন স্থানীয় সচেতন নাগরিকরা। কিন্তু রহস্যজনকভাবে তাঁর অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে সাম্প্রিতককালে কোনও পুলিশ অফিসার ব্যবস্থা নিচ্ছিলেন না।

অবশেষে লাহদৈগড় পুলিশ ফাঁড়ির নবনিযুক্ত ইনচার্জ সুরেশ দত্তের কানে তোলা হয়েছিল বিষয়টি। সেই সুবাদে রবিবার রাতে নবাগত পুলিশ অফিসারের নেতৃত্বে পুলিশের এক দল রাকেশ গুপ্তার মদের ডেরায় হানা দিলে এই সাফল্য আসে।

পুলিশের কাছে প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে রাকেশ গুপ্তা নাকি জানিয়েছে, টিয়কের বৃহত্তর রাজৈ এলাকায় বড় মাপের এক চক্র দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ মদের কারবার চলছে। এদিকে পুলিশ অফিসার সুরেশ দত্ত জানান, রাকেশ গুপ্তাকে এর আগে আরও কয়েকবার একই অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কিন্তু আইনের গ্যাঁড়াকলে প্রতিবারই সে আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে ফের একই ব্যবসার সঙ্গে জড়ত হয়ে পড়ে। রাকেশের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে অবৈধ মদ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত চক্রকে শনাক্ত করে তাদের আটক করতে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন নবাগত ফাঁড়ি ইনচার্জ সুরেশ দত্ত।

অসমের বোকাখাতে অবৈধ মজুত ৬১টি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার-সহ আটক দুই

বোকাখাত (অসম), ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : গোলাঘাট জেলার অন্তর্গত বোকাখাতে অবৈধভাবে মজুত ৬১টি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। অবৈধ রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার কারবারের অভিযোগে পুলিশ দুই যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

বোকাখাত থানা সূত্রে জানা গেছে, বিশেষ এক সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সাপজুড়ি এলাকায় অতর্কিত অভিযান চালানো হয়েছিল। এলাকার দুই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৬১টি চোরাই রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জানা গেছে, অভিযানকারী দলটি সাপজুড়ি এলাকার বাঙালিগাঁওয়ের জনৈক পিণ্টু সাহু এবং সুনীল গুপ্তার বসতবাড়ি থেকে ১০৪টি উজ্জ্বলা প্রকল্পের কার্ডের সঙ্গে অবৈধভাবে মজুত এই ৬১টি গ্যাস সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করেছে।

এর সঙ্গে গ্যাস সিলিন্ডার পরিবহণে ব্যবহৃত এএছ ০৩ বিসি ৪৭৯৭ নম্বরের একটি টাটা এসি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ঘটনার পর পিণ্টু সাহু এবং সুনীল গুপ্তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ধারায় বোকাখাত থানায় পুলিশ মামলা রুজু করে আদালতে তুলেছিল। আদালতের নির্দেশে তাদের দুজনকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

দোষীরা ফাঁসির দড়িতে ঝোলার পরই সন্তুস্ট হবেন নির্ভয়ার মা আশাদেবী

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : তখনই সন্তুষ্ট হব যখন ফেব্রুয়ারির ১ তারিখ দোষীরা ফাঁসির দড়িতে ঝুলবে। মেয়ের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার করা দোষীদের অন্যতম পবন কুমার গুপ্তর আর্জি শীর্ষ আদালতে খারিজ হওয়ার পর সোমবার এমনই মন্তব্য করেন নির্ভয়ার মা আশাদেবী ঊ

২০১২ সালে দিল্লিতে প্যারামেডিকেল ছাত্রীকে গণধর্ষণের সময়ে নাবালক ছিল দোষী পবন কুমার গুপ্তা। এই দাবি জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ১৭ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ওই অপরাধী। পবন কুমারের আইনজীবী স্কুলের যে নথি আদালতে জমা দেন, সেই নথি অনুযায়ী পবনের জন্ম ৮ অক্টোবর, ১৯৯৬। কিন্তু সেই নথিকে ভুয়ো বলে জানিয়ে দেয় দিল্লি হাইকোর্ট। এরপরেই পবনের আইনজীবী এপি সিং হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আর ভানুমতী, অশোক ভূষণ ও এ এস বোপান্নার বেঞ্চে এই আবেদনের শুনানি হয় ঊ এদিনের শুনানিতে শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা তার আর্জি ভিত্তিহীন আখ্যা দিয়ে তা খারিজ করে দেন ঊ

তার পরেই নির্ভয়ার মা আশাদেবী বলেন, "ওদের ফাঁসি পিছিয়ে দেওয়ার কৌশল খারিজ হয়ে গিয়েছে। ১ ফেব্রুয়ারি ফাঁসি কার্যকর হলে শান্তি পাব আমি। যে ভাবে একের পর এক বাধা সৃষ্টি করে ফাঁসি পিছনোর কৌশল করছে, তাতে এক এক করেই ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত ওদের, যাতে আইনের সঙ্গে খেলার ফল কি বুঝতে পারে।"

সোমবার আগরতলায় আমরা বাঙালির প্রতিনিধিরা এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ইমতিয়াজের সঙ্গে শুটিং করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম”, ঃ আরিয়ান ?

সংবাদ প্রতিদিন ডিডিটাল ডেস্ক: কার্তিক আরিয়ান বরাবরই হাসিখুশি থাকতে পছন্দ করেন। বলিউডে থাকার কারণে তাঁকে নিয়ে গুজব কম রটেনি। কিন্তু সবকিছুই হাসিমুখে সামলেছেন কার্তিক। কখনও তাঁকে রাগতে দেখেনি কেউ। তাঁকে কেউ মেজাজ হারাতে দেখেনি। সাংবাদিকদের বেয়াড়া প্রশ্নের জবাবও মিষ্টি হেসে দিয়েছেন বরাবর। এমন এক অভিনেতা কিনা ”লাভ আজ কাল ২” ছবির শুটিং করতে গিয়ে কেঁদে ভাসিয়েছিলেন!২০০৯ সালে সইফ আলি খান ও দীপিকা পাড়ুকোনকে নিয়ে ইমতিয়াজ আলি বানিয়েছেন ”লাভ আজ কাল”। তারই সিক্যুয়েল ”লাভ আজ কাল ২”। তবে এই ছবিতে সইফ-দীপিকা নেই। রয়েছেন কার্তিক আরিয়ান ও সারা আলি খান। এই প্রথমবার ইমতিয়াজদের সঙ্গে কাজ করছেন কার্তিক। অভিনেতা জানিয়েছেন, এই নিয়ে চাপা টেনশন তো ছিলই। এমন একজন পরিচালকের সঙ্গে কাজ করা তো আর কম কথা নয়। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে কার্যত ইমতিয়াজের ”প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন” কার্তিক। তাই ছবির শেষ দৃশ্যে অভিনয় করার সময় কেঁদে ফেলেছিলেন অভিনেতা। সম্প্রতি একটি সাক্ষাতকারে একথা জানিয়েছেন তিনি।কার্তিক এও জানিয়েছেন, অভিনেতা হিসেবে অনেক পালটে গিয়েছেন তিনি। এর সমস্ত কৃতিত্বটাই তিনি দিয়েছেন পরিচালক ইমতিয়াজ আলিকে। এমনকী ইমতিয়াজের সংস্পর্শে এসে তাঁর চিন্তাধারাও পালটে গিয়েছে বলে জানান কার্তিক। তিনি বলেন, ”আমার মনে হয় আমি এখন সম্পূর্ণ একজন অন্য মানুষ। যবে থেকে এই ছবির শুটিং শুরু করেছি, তবে থেকেই অনেক বদলে গিয়েছি। অভিনয়ের ধরনে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনই ব্যক্তিগত জীবনেও পরিবর্তন এসেছে অনেক।”জুলাই মাসে শুটিং শেষ হয়েছে ”লাভ আজ কাল ২”-এর। তবে ছবির নাম ”লাভ আজ কাল ২” থাকবে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ পরিচালক থেকে প্রযোজক, কেউই ছবির নাম কী হবে, তা এখনও চূড়ান্ত করেননি। তবে ইমতিয়াজের ছবিতে নাম পরিবর্তন নতুন কথা নয়। এর আগে ”জব উই মেট” বা ”তামাশা”র ক্ষেত্রেও শেষ মুহূর্তে নাম পরিবর্তন হয়েছিল।

ফের সালমান খানের সঙ্গে বলিউড অভিনেত্রী দিশা পাটানি

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিশা পাটানি।”ভারত” ছবিতে তার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। কারণ দিশার স্বপ্ন ছিল, সালমান খানের সঙ্গে এক ফ্রেমে অভিনয় করা। তবে ”ভারত” ছবিতে দিশা ছিলেন ছোট্ট একটি চরিত্রে। কিন্তু এবার সালমানের নায়িকা হিসেবেই দিশাকে দেখা যাবে।প্রভু দেবা পরিচালিত ”রাধে: ইয়োর মোস্ট ওয়ান্টেড ভাই” ছবিতে দিশাকে দেখা যাবে। অভিনেত্রী দিশা বলেন যে, ”সালমান খান আমার কাছে সব সময়ই অনুপ্রেরণার। তাঁর সঙ্গে ”ভারত” ছবিতে কাজ করে আমার স্বপ্ন সত্যি হয়। এখন আবার তাঁর সঙ্গে অভিনয় করছি রাধে ছবিতে।”সালমান খানের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে একটি ছবি পোস্ট করা হয়। সেখানে ছবিটির শুটিং শুরুর একটি ছবি পোস্ট করেছেনসালমান। তাতে সালমান, দিশা, জ্যাকি শ্রফ, প্রভু দেবা, রণদীপ হুদা, সোহেল খান প্রমুখকে দেখা গিয়েছে। কোরীয় ছবি দ্য আউটলজ-এর রিমেক হবে রাধে। রাধে সিনেমাতেও সালমান খানকে পুলিশের চরিত্রে দেখা যাবে। ছবিটির মাধ্যমে আবার একসঙ্গে কাজ করলেন প্রভু দেবা ও সালমান। এর আগে ২০০৯ সালে ওয়ান্টেড এবং সম্প্রতি দাবাং থ্রি ছবিতে দুজন কাজ করেন একসঙ্গে। আগামী বছর ঈদে রাধে আসছে প্রেক্ষাগৃহে। ছবিটি প্রযোজনায় সালমান খানের ভাই সোহেল খান ও অতুল অগ্নিহোত্রি। গত শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ছবিটির শুটিং। সালমান খান নিজেই শুটিং স্পটের একটি ছবি টুইটারে পোস্ট করেছেন।এমনকি গান শুটিংয়ের মধ্য দিয়ে ছবির শুটিং শুরু হয়েছে।এরপর মাসব্যাপী মুম্বাইয়ের মেহবুব স্টুডিওতে চলবে ছবির কাজ। দাবাং থ্রি ছবির প্রচারণার আগেই এই ছবির শুটিং শেষ করতে চান সালমান খান। কারণ, ডিসেম্বরেই মুক্তি পাচ্ছে দাবাং থ্রি।

জয়া বা রেখা নয়, এই মহিলাকেই নাকি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন অমিতাভ

ইন্ড্রাস্ট্রিতে নয় নয় করে ৫০টা বছর সসম্মানে এবং রাজকীয়ভাবে কাটালেন অমিতাভ বচ্চন। অক্টোবরেই শাহেনশাহর জন্মদিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় উপচে পড়েছিল শুভেচ্ছাবার্তা। আর এবার বলিউডে ৫০ বছর উপলক্ষ্যে বিগ-বি কে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে বি-টাউনে হইহই। স্মৃতির সরণী বেয়ে চলুন জেনে নেওয়া যাক সেই সব গুঞ্জনের কথা যা জড়িয়ে রয়েছে অমিতাভের নামের সঙ্গে।জয়া এবং রেখার সঙ্গে অমিতাভের কেমিস্ট্রি নিয়ে নানান কথা শোনা যায় কান পাতলেই। অনেকেরই মতে, জয়া এবং অমিতাভের মাঝে রেখা ঢুকে পড়লেও দাম্পত্য জীবনে এতোটুকু ভাঙন ধরতে দেননি এই দুই তারকা। অনেক উথাল-পাতাল হলেও আজও একই ফ্রেমে হাসি মুখে ধরা পড়ে দুটো মুখ। তবে শোনা যায়, ১৯৭৮ সালে একটি ম্যাগাজিনে সাক্ষাতকারে রেখা, তার এবং অমিতাভের সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুলেছিলেন, যা জয়ার একেবারেই পছন্দ হয়নি। এরপরেই নাকি জয়া রেখার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে অমিতাভকে বাধা দিয়েছিলেন। আর দুই তারকার এক ফ্রেমে না আসার খবর চাপা থাকেনি। একটা চাপা টেনশন যে কোথাও কাজ করছে তা আঁচ করতেও সময় নেয়নি কেউ।তবে জয়া এবং রেখাকে নিয়ে বলিউডে প্রচুর গুঞ্জন শোনা গেলেও, অমিতাভ নাকি ভালোবেসেছিলেন অন্য এক মহিলাকে। বিশ্বাস না হলেও, বিনোদনের খবরে ভরপুর সংবাদ মাধ্যমে যারা একটু আধু খোঁজ রাখেন তাদের চোখে এর আগে নিশ্চয় পড়েছে এই বিষয়টি। এমনই কিছু ওয়েবসাইটের খবর অনুযায়ী, অমিতাভ নাকি ভালোবেসেছিলেন এক মারাঠী মহিলাকে। দুজনের সম্পর্ক এতোটাই দূরে এগিয়ে গিয়েছিল যে বিয়েও ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে বিয়ে ভেঙে যায়।শোনা যায়, অমিতাভ বচ্চনের কলকাতা ছেড়ে মুম্বই চলে যাওয়ার পিছনে নাকি এই বিচ্ছেদই দায়ী ছিল। কলকাতায় অমিতাভ যে সংস্থায় কাজ করতেন সেই সংস্থাতেই বিজয় সিং নামে এক ব্যক্তি কাজ করতেন। পরবর্তী কালে সেই ব্যক্তিই নাকি এই তথ্য তুলে ধরে। দীনেশ কুমার নামে অমিতাভের প্রাক্তন এক সহকর্মী জানান, কাজের জায়গায় খুবই একনিষ্ঠ ছিলেন অমিতাভ। অমিতাভকে তার ইস্তফা দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁর সিনিয়রকে জানান কারণটা একান্তই ব্যক্তিগত।

গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের মা হবেন ?

বিনোদন ডেস্ক : সন্তান মেধাবী ও বুদ্ধিমান হোক সব মায়েরাই তা চান। আর এটা নির্ভর করে অনেকটা মায়ের সঠিক খাদ্যাভ্যাসের ওপর। যদি একজন মা পুষ্টিকর খাবার না খান তাহলে তার শরীরে যে ঘটাতি তৈরি হয় সেটা সন্তানের ওপর গিয়ে পড়ে। যেমন ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন ডি, লোহা ইত্যাদির অভাব হলে শরীরে কিছুটা ঘাটতি থেকে যাবে। আর এর প্রভাব সন্তানের ওপর এসে পড়বে।মায়ের সঠিক খাবারের অভাবে শিশুর মানসিক বিকাশে সমস্যা দেখা দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় মা কী খায় সেটা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক গঠনে বড় ভূমিকা পালন করে। গর্ভাবস্থায় আপনি এমন কিছু খাবার খেতে পারেন যা আপনার বাচ্চার আইকিউ (ইন্টেলিজেন্স কোশেন্ট) বাড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনার সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে ওর মস্তিষ্কের মাপ যে কোনও পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ২৫ হয়। ২ বছর বয়সে সেটা বেড়ে হয় ৭৫ যা স্বাভাবিক মস্তিষ্ক। প্রথম দুই বছর সন্তানের জন্য দরকার মস্তিষ্কের সঠিক বিকাশ।আসুন জেনে নিই গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের জন্মদিতে পারবেন।মাছ: স্যালমন, টুনা, ম্যাকারেল ইত্যাদি ওমেগা-৩ ফ্যাটি এ্যাসিড সমৃদ্ধ। এগুলো বাচ্চার মস্তিষ্কের বিকাশেরজন্য খুবই জরুরি। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েরা গর্ভাবস্থায় সপ্তাহে দুবারের বেশি মাছ খায় তাদের সন্তানের বুদ্ধি বা আইকিউ বেশি হয়।ডিম: ডিম এ্যামিনো এ্যাসিড কোলিন সমৃদ্ধ, যাতে মস্তিষ্কের গঠন ভাল হয় ও স্মরণশক্তি উন্নতি হয়। গর্ভবতী নারীদের দিনে অন্তত দুটো করে ডিম খাওয়া উচিত যার থেকে কোলিনের প্রয়োজনের অর্ধেক পাওয়া যায়। ডিমে থাকা প্রোটিন ও লোহা জন্মের সময় ওজন বাড়িয়ে দেয়।দই: সন্তানের স্নায়ু কোষগুলো গঠনের জন্য আপনার শরীর প্রচুর পরিশ্রম করে। এ জন্য আপনার বাড়তি কিছু প্রোটিন লাগবে। আপনাকে প্রোটিনযুক্ত খাবার বেশি করে খেতে হবে যেমন : দই। দইয়ে ক্যালসিয়াম আছে যেটা গর্ভাবস্থায় লাগে।আয়রন: আয়রন খুবই দরকারি একটি উপাদান। যা সন্তানকে বুদ্ধিমান হতে সাহায্য। এই খাবারগুলো গর্ভাবস্থায় অবশ্যই খাওয়া উচিত। আয়রন আপনার গর্ভের সন্তানের কাছে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। এছাড়াও চিকিতসকের পরামর্শে আপনার আয়রনের সাপ্লিমেন্ট খাওয়া উচিত।ব্লুবেরি: ব্লুবেরির মত ফল, আর্টিচোক (ডাটা গাছ), টমেটো ও লাল বিন্সে এ্যান্টি ওক্সিডেন্ট থাকে। তাই গর্ভাবস্থায় এই ফলগুলো আপনার সন্তানের মস্তিষ্কের টিস্যুকে রক্ষা করে ও বিকাশে সাহায্য করে।ভিটামিন-ডি: এটা শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য খুব দরকার। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েদের ভিটামিনের মাত্রা প্রয়োজনের চেয়ে কম থাকে তাদের বাচ্চার মস্তিষ্ক দুর্বল হয়। ডিম, চিজ, লিভার ইত্যাদি খাবারে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। এছাড়া ভিটামিন-ডি এর ভাণ্ডার সূর্য্যের আলো তো আছেই।আয়োডিন: আয়োডিনের অভাব, বিশেষ করে গর্ভাবস্থার প্রথম ১২ সপ্তাহে সন্তানের আইকিউ কম করে দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় আয়োডিনযুক্ত লবণ খান। এছাড়া সামুদ্রিক মাছ, শামুক, ডিম, দই ইত্যাদি খেতে পারেন।সবুজ শাক-সবজী: পালং শাক, ডাল ইত্যাদি ফলিক এ্যাসিড সরবরাহ করে। এছাড়াও ফলিক এ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট ভিটামিন বি-১২- এর সঙ্গে খাওয়া উচিত।মস্তিষ্কের কোষ গঠনে ফলিক এ্যাসিড খুব প্রয়োজনীয়। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব নারীরা গর্ভবস্থায় সন্তান প্রসবের চার সপ্তাহ আগে ও আট সপ্তাহ পর অবধি ফলিক এ্যাসিড নিয়ে থাকে তাদের ৪০ শতাংশ অটিস্টিক সন্তান জন্ম দেয়ার আশংকা কম থাকে। তাই ফলিক এ্যাসিড খুবই গুরুত্বপূর্ণ খাবার।

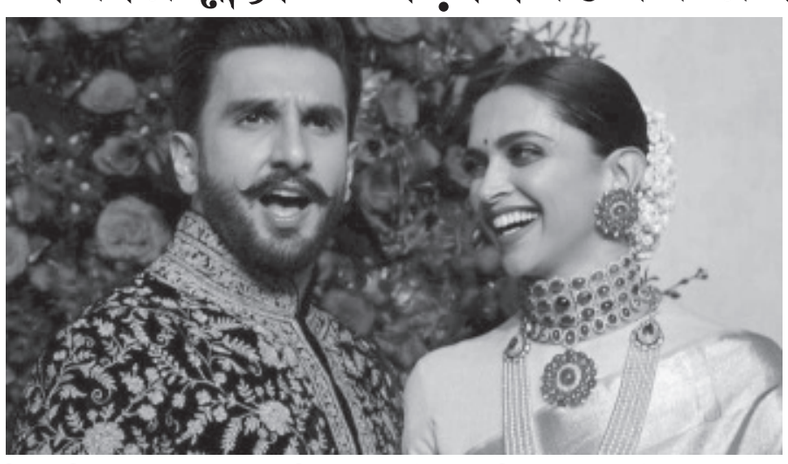

অ্যাসিড-আক্রান্ত বোনের চিকিতসার জন্যই ”চটচটে” ছবি করতেন কঙ্গনা

সামনেই মুক্তি পেতে চলেছে কঙ্গনা রানাউত অভিনীত ছবি ”পাঙ্গা” যেখানে এক মহিলা কাবাডি খেলোয়াড়ের ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। ”কুইন” অথবা ”তন্নু ওয়েডস মনু”-র মতো ছবি রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। কিন্তু কেরিয়ারের শুরুর দিকে তাঁকে এমন কিছু ছবি করতে হয়েছে যেগুলিকে কঙ্গনা সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাতকারে ”ট্যাকি” বা চটচটে বলে উল্লেখ করেছেন। কঙ্গনা বলেছেন ওই ছবিগুলি তাঁকে করতে হয়েছিল রঙ্গোলির চিকিতসার জন্যেই।কঙ্গনা রানাউত ও রঙ্গোলি চান্দেল- দুই বোন সব সময় একে অপরের পাশে থাকেন। টুইটার খুললেই দেখা যায় কঙ্গনার সম্পর্কে একটা বিরুদ্ধ কথা সহ্য করতে পারেন না রঙ্গোলি আবার রঙ্গোলি ট্রোলড হলে, যথাসম্ভব তাঁর পাশে থাকেন কঙ্গনা। এই নিবিড় সম্পর্ক কিন্তু টিনএজ থেকেই। রঙ্গোলি অত্যন্ত অল্প বয়সে অ্যাসিড আক্রান্ত হয়েছিলেন। যাতে রঙ্গোলিকে সেরা চিকিতসা দেওয়া যায়, তার জন্য কঙ্গনা কতটা কষ্ট করেছেন, সম্প্রতি তা জানিয়েছেন মুম্বই মিরর-কে।”ইয়ে” নয় ”গে”! আসছে সমপ্রেমের ছবি, মুক্তি পেল ট্রেলারকঙ্গনা ওই সাক্ষাতকারে বলেছেন, ”আমার তখন মাত্র ১৯ বছর বয়স, সবে কেরিয়ার শুরু করতে চলেছি, তখনই ঘটনাটি ঘটে। তার পর থেকেই একটা কঠিন সংগ্রাম শুরু হয়। তখন আমার অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না। আমার চারপাশে যে সব মেয়েরা থাকত, তাদের কেউ খাবার খারাপ হলে অথবা চুল ঘেঁটে গেলে ডিপ্রেসড থাকত। আর আমি তখন একটা সত্যিকারের লড়াইয়ে নেমেছি। এককোণে বসে চোখের জল ফেলার সময় নেই। ওই সময় আমাকে চটচটে ছবি করতে হয়েছে, এমন চরিত্র নিতে হয়েছে যে চরিত্রগুলো ”আমাকে” ডিজার্ভ করে না। এমনকী গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্সও নিতে হয়েছে। সবই করেছি যাতে আমার বোনের জন্য দেশের সেরা সার্জনদের কাছে যেতে পারি। ৫৪টি সার্জারি হয়েছিল রঙ্গোলির।”রঙ্গোলির এই ব্যয়বহুল চিকিতসার জন্যেই অভিনেত্রী হিসেবে এমন অনেক ছবি করতে হয়েছে তাঁকে, যে ছবিগুলি তিনি করতে চাননি, এমনটাই বোঝা গিয়েছে কঙ্গনার এই বক্তব্য থেকে। শুধু তাই নয়, অল্প বয়সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যে তিনি বেশ খারাপ সঙ্গে পড়েছিলেন, সেই কথাও জানিয়েছেন অভিনেত্রী।”ওই সময়টা আমি একা ছিলাম এবং কিছু মানুষ তার সুযোগ নিয়েছেন। সে সব কথা তো আমি আমার বাবা-মাকে বলতে পারিনি। কিন্তু এই অভিজ্ঞতাগুলো আমাকে মানুষ হিসেবে পোক্ত করেছে। কিন্তু আমার সঙ্গে যা যা ঘটেছে, আমি কখনোই চাইব না আমার ছেলেমেয়েকে এমন চূড়ান্ত প্রতিকূল অবস্থায় পড়তে হোক। ওদের জন্য আমি থাকব সব সময়”, বলেন কঙ্গনা। ”পাঙ্গা” ছবিতে কঙ্গনাকে এক স্কুল পড়ুয়া এক ছেলের মায়ের চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। ২৪ জানুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি।অ্যাসিড হামলার শিকাররঙ্গোলিকে ভালো ডাক্তার দেখানোর জন্য আমি একসময় কিছু নিম্নমানের ছবি, অপ্রয়োজনীয় চরিত্রেও অভিনয় করেছি। সম্প্রতি বলিউডে নিজের কেরিয়ার ও লড়াই নিয়ে মুখ খুলেছেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। জানালেন, সেই সব শুরুর দিনের কথা যেসময় রঙ্গোলির চিকিতসার প্রয়োজনে টাকা জোগাড় করতে অনেককিছুই করতে হয়েছিল কঙ্গনাকে ।সম্প্রতি ”মুম্বই মিরর”-কে তাঁর আগামী ছবি ”পাঙ্গা’ নিয়ে সাক্ষাতকার দেওয়ার সময় পুরনো দিনের অনেক কথাই প্রকাশ্যে এনেছেন অভিনেত্রী। কঙ্গনার কথায়, ””তখন আমার বয়স মাত্র ১৯, আমার সামনে তখন উজ্জ্বল ভবিষ্যত। যখন আমার বোনের সঙ্গে বিকৃত মানসিকতার কিছু লোক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটাল, তখন এইরকম একটা ঘটনার সঙ্গে লড়াই করা মোটেও সহজ ছিল না। তখন আর্থিকভাবে লড়াই করাটাও অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন আমি এতটাও প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠি নি। অথত আমি দেখছি, আমার সামনে একটা মেয়ে মানসিক অবসাদের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। আমি বুঝলাম, এই মুহূর্তে বাড়ি বসে কাঁদলে চলবে না। সেসময় অনেক নিম্নমানের ছবিও আমি করেছি, এমন অনেক চরিত্র করতেই আমি রাজি হয়ে যাই, যে চরিত্রটি আমার জন্য বিন্দুমাত্র উপযুক্তও নয়। আমার তখন একটাই লক্ষ্য ছিল যে আমি যেন আমার বোনকে দেশের সেরা ডাক্তার দেখাতে পারি, আমার বোনের ৫৪টি অস্ত্রপচার হয়েছিল।””কঙ্গনার কথায়, ””এখন আমি স্বাবলম্বী, আমার এই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পিছনে অনেক লড়াই রয়েছে। তবে সেদিনটা এইরকম ছিল না, যেদিন আমি বাড়ি ছেড়ে মুম্বইতে এসেছিলাম। আমি তখন একা থাকতাম, সেসময় আমার একা থাকার সুযোগ অনেকেই নেওয়ার চেষ্টা করেছে। তবে এই লড়াই আমায় অনেক কিছুই শিখিয়েছে। তবে আমি কখনওই চাইব না, ভবিষ্যতে আমার সন্তানরা এধরনের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাক।””প্রসঙ্গত, অশ্বিনী আইয়ার ত্রিপাঠির পরিচালনায় ”পাঙ্গা” ছবিতে কঙ্গনা একজন কাবাডি (জ্ঞথত্নখত্মন্থ)খেলোয়াড়ের মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে চলেছেন। আগামী ২৪ জানুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি।

দীপিকার ঘরের পাশে ৭.২৫ লক্ষ টাকায় ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন রণবীর সিং !

নিজস্ব প্রতিবেদন : ২০১০ সালে মুম্বইয়ের বিউমন্ডে-র প্রভাদেবীতে একটি ফ্ল্যাট কেনেন দীপিকা পাড়ুকন। ৩৩ তলা টাওয়ারের ২৬ তলায় একটি ৪ বিএইচকে-র ফ্ল্যাট কেনেন দীপিকা। কেরিয়ারের শুরুতেই ১৬ কোটি দিয়ে মুম্বইতে ফ্লাট কিনে ফেলেন বলিউডের এই প্রথম সারির অভিনেত্রী। এখনও তাঁর স্থায়ী ঠিকানা বিউমন্ডে টাওয়ারই। ওই টাওয়ারেই একটি ফ্ল্যাট এরপর ভাড়া নেন (ট্টথদ্রন্তুত্রত্র্ন ছ্রদ্রন্তু) রণবীর সিং।জানা যাচ্ছে, দীপিকা পাড়ুকনের সঙ্গে বিয়ের পরও বিউমন্ডে টাওয়ারের ওই ফ্ল্যাটের ভাড়া দিয়ে যাচ্ছেন রণবীর। বিউমন্ডে টাওয়ারে প্রায় ৭.২৫ লক্ষ টাকা ভাড়া দিয়ে ওই ফ্লাট ভাড়ায় রেখে দিয়েছেন রণবীর সিং। বিয়ের পর (ঈত্রত্রদ্ধদ্ধথ ঞ্চথত্মন্ডদ্ধদ্রদ্রত্র) দীপিকার ফ্লাটে থাকা শুরু করলেও রণবীর এখনও কেন প্রত্যেক মাসে ৭.২৫ লক্ষ করে ভাড়া গুনছেন, তা নিয়ে বি টাউনে প্রায়শই নতুন নতুন গুঞ্জন শোনা যায়।

বর্তমানে ৮৩-র শুটিং করছেন রণবীর সিং। কপিল দেবের বায়েপিকে রণবীরের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করছেন দীপিকাও। অন্যদিকে দীপিকা শুরু করেছেন ছপক-এর প্রমোশন। ছপক-এর পর দীপিকা যেমন মহাভারতের শ্যুটিং শুরু করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। তেমনি (জ্ঞথন্দ্থদ্র জ্বদ্রস্তুন) করণ জোহরের তখত-এ (জ্ঞথন্তত্রদ্রথ জ্ঞথদ্মদ্রদ্রন জ্ঞস্তুদ্র) করিনা কাপুর খানের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন রণবীর সিং।

স্ট্রিট ডান্সার ৩-র জন্য নিজেকে এভাবেই ফিট রেখেছিলেন শ্রদ্ধা

. মুক্তি পেয়েছে শ্রদ্ধা কাপুর ও বরুণ ধাওয়ান অভিনীত ছবি ”স্ট্রিট ডান্সার থ্রিডি”। ইতিমধ্যেই, ছবির ট্রেলার ও গানের ভিডিয়োতে নজর কেড়েছেন শ্রদ্ধা কাপুর। শ্রদ্ধা তাঁর নাচের প্রতিটি পদক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তিনি কতটা ফিট।শ্রদ্ধা কাপুরের এই ফিটনেসের রহস্য তাঁর নিয়মিত শরীরচর্চা। সম্প্রতি, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধমে উঠে এসেছে অভিনেত্রীর শরীরচর্চার একটি ভিডিয়ো। যেখানে দেখা যাচ্ছে, নিজেকে ফিট রাখতে কীভাবে শরীরচর্চা করছেন শ্রদ্ধা। পাশাপাশি সম্প্রতি একটি সাক্ষাতকারেও শ্রদ্ধা বলেন, ””নিয়মিত শরীরচর্চার পাশাপাশি ডাম্বেল নিয়ে বেশকিছু শারীরিক কসরতও করেছেন তিনি। তবে শুধু শরীরচর্চাই নয়, মাঝে মধ্যেই ঘরে নিজেরে বন্ধ রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাচও করে গিয়েছেন, যতক্ষণ শরীর জবাব না দিয়ে দিয়েছে।””তবে শুধু শরীরচর্চায় নয়, নিজেকে ফিট রাখতে শ্রদ্ধা কাপুর খাবারও খান নিয়ম মেনে। শ্রদ্ধার ডায়েটে থাকে বাড়ির তৈরি খাবার। শ্রদ্ধার বাবা একজন পাঞ্জাবি আর মহারাষ্ট্রের, তাই শ্রদ্ধা কিন্তু দুই রাজ্যেরই খাবার পছন্দ করেন। শ্রদ্ধার ভীষণই পছন্দের খাবার ভাজা মাছ, জিলিপি, কাঁচা আম। প্রাতঃরাশে শ্রদ্ধার পছন্দ ডিম কিংবা পোহা। মধ্যাহ্নভোজে শ্রদ্ধার পছন্দ, ডাল, রুটি ও সবুজ সবজি।

অবশেষে স্বপ্ন পূরণ, সবাইকে চমকে দিয়ে হেলিকপ্টার চালালেন জাহ্নবী

বলিউডে পা রাখার পর থেকেই জাহ্নবী কাপুর একের পর এক ছবির প্রস্তাব পেয়েছেন। প্রতিটি চরিত্রকেই খুব যত্নের সঙ্গে পর্দায় তুলে ধরার চেষ্টা করে থাকেন সব তারকাই। সেই তালিকা থেকে বাদ পড়লেন না এবার জাহ্নবী কাপুরও। ২০১৯-এর শুরু থেকেই জাহ্নবী কাপুর ব্যস্ত ছিলেন নতুন ছবির কাজ নিয়ে। এবার বায়োপিকে দেখা যাবে জাহ্নবী কাপুরকে।ছবি তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল ২০১৮ সাল থেকেই। বায়ুসেনা গুঞ্জন সাক্সেনার বায়োপিকে এবার দেখা যাবে জাহ্নবী কাপুরকে। সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে এই ছবি নিয়ে কথা বলেন জাহ্নবী কাপুর। সেখানেই ছবির সেটের অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেন তিনি। এই প্রথম জাহ্নবী কাপুরকে কোনও বায়োপিকে দেখা যাবে। তাই চরিত্রের চাহিদা অনুযায়ী নিজেকে খুব যত্নের সঙ্গে গড়ে তুলেছেন তিনি পাইলটের ভূমিকাতে অভিনয় করার জন্য।সেই ছবির শ্যুটিং-এর সেটে থাকার সময় নিজে হাতে চপারও উড়িয়েছেন জাহ্নবী। নিজেই সাক্ষাতকারে জানান অভিনেত্রী। ছবির দৃশ্যে অধিকাংশটা জুড়েই রয়েছে চপার। সেই জন্যই টানা এক বছর সেটে থাকাকালিন অধিকাংশ সময়ই জাহ্নবীকে চপারের মধ্যেই থাকতে হত। শ্যুটিং সেটে অধিকাংশ সময়ই তিনি মনের কথা খুলে বলতেন, যে তিনি চপার চালাতে চান। শ্যুটিং-এর জন্য তিনি এত বেশি কন্টোলারের পাশে থেকেছেন যে একসময় তিনি নিজেই হাতে কন্টোল নিয়ে নেন। সেদিন সেটের সকলেই আবেগপ্লুত হয়ে গিয়েছিলেন।

বাবার বয়সী নায়কের সঙ্গে রোম্যান্স বিরক্তিকর : সোনাক্ষী

কম বয়সী নায়িকাদের সঙ্গে বলিউড নায়কের রোম্যান্স যেন জমে ক্ষীর। যে দৃশ্য দেখতে পছন্দ করেন দর্শকরাও। তবে একটু ভেবে দেখুন, যদি এর উল্টোটা হয়। অর্থাত মাধুরী দীক্ষিতের সঙ্গে ঈশান খট্টরের রোম্যান্স? এই কথাই তুলে ধরলেন সোনাক্ষী সিনহা।সোনাক্ষী বলেন, সিনেমাপ্রেমীরা অভিনেতাদের সঙ্গে কম বয়সী নায়িকাদের রোম্যান্স দেখতে বেশি পছন্দ করেন। আর সেখানে যদি কোনক্রমে নায়িকা অভিনেতার থেকে বড় হয়ে যায় তাহলে হয় সমস্যা। এর আগে আমরা সালমান খান এবং রিভাতি জুটি পর্দায় দেখেছি। তিনি একটি ছবিতে আলিয়ার মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এমনকি ”দাবাং ৩”-তে সাই সালমানের সঙ্গে রোম্যান্স করেছেন। ৫৩ এবং ২১ বছরের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের এরকম করতে হয়।সোনাক্ষী আরও বলেন, আমার যখন ৫০ হবে তখন ২১-২২ বছরের ছেলেদের সঙ্গে রোম্যান্স করতে সত্যিই খুব বিরক্তিকর লাগবে। কারণ, বয়সের অনেক ফারাক আর একজন ৫০ বয়সী তার হাঁটুর বয়সীদের সঙ্গে সিনেমায় প্রেম করতে পারবে না। দেখতে অবাক লাগে। কিন্তু কোনও পুরুষ অভিনেতা যদি একাজ করেন তখন দর্শকদের কাছে তা হিট এবং সবাই পছন্দ করেন। আসলে এটা নির্ভর করে আমাদের সকলের চিন্তাভাবনার ওপরে। এবং কোন দেশে বসবাস করছি তাও একবার দেখতে হয়।ইতিমধ্যেই ”দাবাং ৩”-র প্রচারে লেগে পড়েছেন সালমান খান।

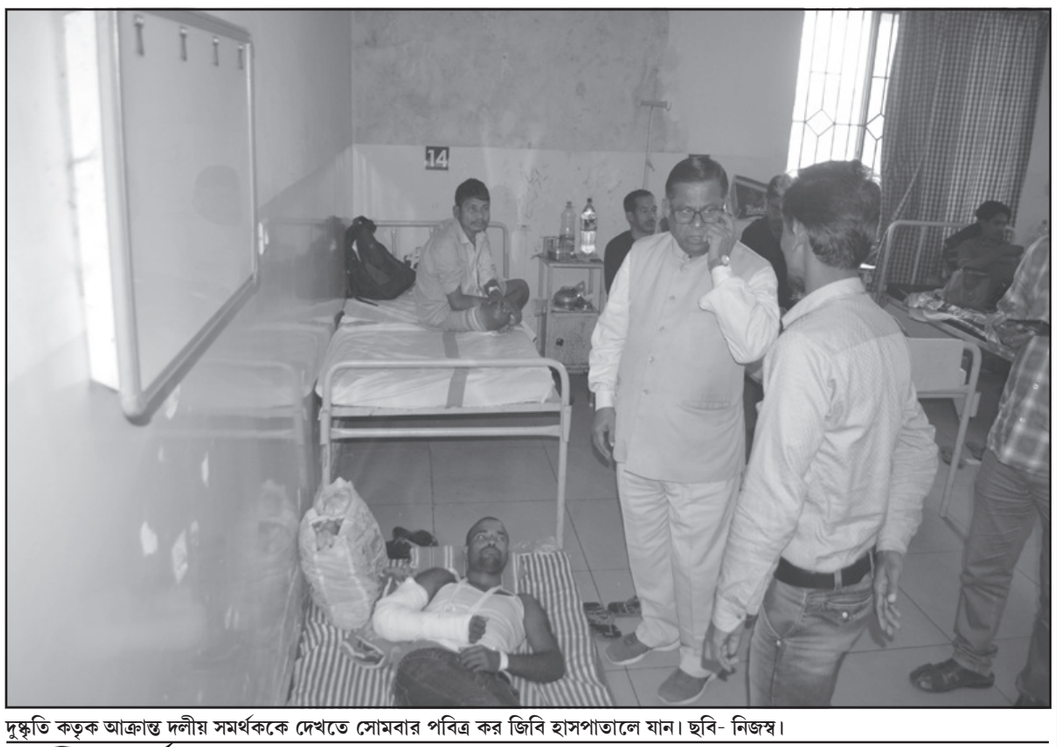

দুষ্কৃতি কতৃক আক্রান্ত দলীয় সমর্থককে দেখতে সোমবার পবিত্র কর জিবি হাসপাতালে যান। ছবি- নিজস্ব।

নির্ভয়া মামলা : পবনের নাবালক দাবি খারিজ করল সুপ্রিম কোর্টেও

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : সুপ্রিম কোর্টে খারিজ নির্ভয়া মামলায় দোষী পবন কুমার গুপ্তার বিশেষ আবেদন উ ২০১২ সালে দিল্লিতে প্যারামেডিকেল ছাত্রীকে গণধর্ষণের সময়ে নাবালক ছিল পবন। এই দাবি জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ১৭ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ওই অপরাধী। তবে সোমবারের শুনানিতে তার আবেদনকে ভিত্তিহীন উল্লেখ করে তা খারিজ করে দেয় দেশের সর্বোচ্চ আদালতউ

২০১২ সালে দিল্লিতে প্যারামেডিকেল ছাত্রীকে গণধর্ষণের সময়ে নাবালক ছিল দোষী পবন কুমার গুপ্তা। এই দাবি জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ১৭ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ওই অপরাধী। পবন কুমারের আইনজীবী স্কুলের যে নথি আদালতে জমা দেন, সেই নথি অনুযায়ী পবনের জন্ম ৮ অক্টোবর, ১৯৯৬। কিন্তু সেই নথিকে ভুয়ো বলে জানিয়ে দেয় দিল্লি হাইকোর্ট। এরপরেই পবনের আইনজীবী এপি সিং হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আর ভানুমতী, অশোক ভূষণ ও এ এস বোপান্নার বেঞ্চে এই আবেদনের শুনানি হয় উ এদিনের শুনানি শেষে পবনের এই আর্জিও খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত। শীর্ষ আদালতের বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, "এই আর্জি শোনার মতো কোনও ভিত্তি আমরা খুঁজে পাইনি।"এদিনের শুনানিতে পবনের আইনজীবী এ পি সিং জানায়, স্কুলের নথি অনুযায়ী ঘটনার সময় পবন নাবালক ছিল। কিন্তু কোনও আদালতই সেই নথি গ্রাহ্য করেনি। কিন্তু দিল্লি পুলিশের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, "প্রতিটি বিচার প্রক্রিয়াতেই ওই উল্লিখিত নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়েছে।" এই সময়ে এসে বার বার নাবালক বলে অপরাধীর আবেদন গ্রাহ্য করে বিচার প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে বলেও মত প্রকাশ করেন তুষার মেহতা। তিনি আদালতে জানান, ঘটনার সময় পবনের বয়স ছিল ১৯ বছর। বার্থ সার্টিফিকেটের কপি এবং স্কুলের সার্টিফিকেটের সার্টিফায়েড কপি বিচারের প্রতিটি পর্যায়েই খতিয়ে দেখা হয়েছে। তা ছাড়া পুলিশও জানিয়েছে যে, পবনের বাবা-মা তার বয়স নিশ্চিত করেছে।

দু'পক্ষের সওয়াল-জবাব শেষে বিচারপতিরা বলেন, "এই আর্জির মধ্যে আমরা কোনও ভিত্তি খুঁজে পাচ্ছি না। একবার জুভেনাইল আদালত এই আর্জি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে খারিজ করার পর ফের সেই দাবি তোলা যায় না।" পবনের আইনজীবীর উদ্দেশ্যে বিচারপতিরা বলেন, "আর কত বার একই জিনিস শুনব আমরা। আপনারা আগেও একাধিক বার এই দাবি তুলেছেন।"

উল্লেখ্য, নির্ভয়া মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া ৬ জনের মধ্যে মধ্যে একজন নাবালাক হওয়ায় আগেই ছাড়া পেয়ে গিয়েছে। তিহাড় জেলে আত্মহত্যা করেছে রাম সিং। পবন, বিনয় শর্মা, মুকেশ কুমার ও অক্ষয় কুমার সিংর ফাঁসির সাজা কার্যকর হওয়ার কথা ১ ফেব্রুয়ারি। এরই মধ্যে নিম্ন আদালত ও দিল্লি হাইকোর্টে বিফল হয়ে নির্ভয়া ধর্ষণ-খুন কাণ্ডের সময় নাবালক ছিলাম আর্জি নিয়ে সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্ত হয়েছিল পবন কুমার গুপ্ত উ এদিন তার সেই আর্জিও খারিজ হয়ে গেল

বরপেটা রোড রেলস্টেশনে বহু কচ্ছপ উদ্ধার

বরপেটা রোড (অসম), ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : নিম্ন অসমের বাণিজ্য-প্রধান শহর বরপেটা রোড রেলওয়ে স্টেশনে রেল সুরক্ষা বাহিনী এবং এসএসবি-র যৌথ অভিযানে উদ্ধার হয়েছে বিরল প্রজাতির ৪৬টি কচ্ছপ। তবে কচ্ছপ পাচারের অভিযোগে কাউকে আটক করতে পারেনি যৌথ বাহিনীর অভিযানকারী দল। জানা গেছে, এক গোপন সূত্রের ভিত্তিতে রবিবার রাতে নর্থ-ইস্ট এক্সপ্রেসের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় তালাশি চালিয়েছিল রেল সুরক্ষা বাহিনী এবং এসএসবি-র যৌথ দল। ওই অভিযানে দুটি নাইলনের জাল দিয়ে মোড়া ৪৬টি দুষ্প্রাপ্য বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন অভিযানকারীরা।

জানা গেছে, উদ্ধারকৃত কচ্ছপগুলির আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা হবে। কচ্ছপগুলিকে বরপেটা রোডের বন দফতরে সমঝে দেওয়া হয়েছে। পরে এগুলোকে মানস অভয়ারণ্যের জলাশয়ে নিয়ে ছেড়েছেন বন কর্তৃপক্ষ।

টেক্সাসে বন্দুকবাজের হামলায় দুজনের মৃত্যু

টেক্সাস, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : ফের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে বন্দুকবাজের হামলার ঘটনায় ২ জন মারা গিয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। আহত আরও ৫ জন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় সময় রবিবার রাত ৮টা নাগাদ টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের সান আন্তোনিও শহরের একটি মিউজিক ক্লাবে কনসার্ট চলাকালীন অতর্কিত হামলা চালায় অজ্ঞাত বেশ কয়েকজন বন্দুকবাজ। ঘটনাস্থলেই দুইজন নিহত হন। প্রথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, দু'টি দলের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে এই হামলা হয়ে থাকতে পারে। সান অ্যান্টোনিও পুলিশ প্রধান উইলিয়াম ম্যাকম্যানুস জানিয়েছেন, রবিবার সন্ধ্যায় ওই এলাকায় কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে হঠাৎই কোনও বিষয় নিয়ে তর্ক শুরু হয়। বিতর্কের এক পর্যায়ে তাঁদের মধ্য থেকে একজন বন্দুক বার করে এলোপাতাড়ি গুলি শুরু করলে তাতেই ২ জনের মৃত্যু হয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সন্ধান চালাচ্ছে সান অ্যান্টোনিও পুলিশ। অন্যদিকে একইদিনে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে পুলিশের ওপর হামলা চালায় অজ্ঞাতপরিচয়ের এক বন্দুকবাজ। সেই ঘটনায় দুই পুলিশ কর্মী নিহত হয়েছেন বলে খবর।

শোপিয়ান এনকাউন্টারে খতম ৩ জন হিজবুল জঙ্গি, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

শ্রীনগর, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় সন্ত্রাস-দমন অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনীউ এবার জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে ৩ জন হিজবুল মুজাহিদিন সন্ত্রাসবাদীউ এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদউ নিহত সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে একজনের নাম আদিলউ প্রাক্তন স্পেশ্যাল পুলিশ অফিসার (এসপিও) আদিল ২০১৮ সালে পুলিশ বাহিনী ত্যাগ করে হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিয়েছিলউ ততালীন বিধায়ক ওয়াচ্চি আইজাজ আহমেদ মীরের বাসভবন থেকে সাতটি একে ৪৭ রাইফেল লুট করে পালিয়েছিল আদিল আহমেদউ অপর দু'জন হিজবুল সন্ত্রাসবাদীর নাম-হিজবুল মুজাহিদিন কম্যান্ডার ওয়াসিম আহমেদ ওয়ানি এবং জাহাঙ্গিরউ কাশ্মীর জোন পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় শোপিয়ান জেলার ওয়াচ্চি এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীউ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সোমবার সকালে তল্লাশি অভিযান শুরু করে সুরক্ষা বাহিনীউ তল্লাশি অভিযান চলাকালীন সন্ত্রাসবাদীদের আত্মসমর্পণ করতে বলেন সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরাউ কিন্তু, আত্মসমর্পণ করার পরিবর্তে সন্ত্রাসবাদীরা গুলি চালাতে শুরু করেউ তখনই পাল্টা গুলি চালান জওয়ানরাউ এনকাউন্টারে খতম হয়েছে ৩ জন হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গিউ

জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং জানিয়েছেন, 'সোমবার শোপিয়ান এনকাউন্টারে ৩ জন সন্ত্রাসবাদী নিকেশ হয়েছেউ একজনের নাম হিজবুল কম্যান্ডার ওয়াসিম আহমেদ ওয়ানি, ২০১৭ সাল থেকে সক্রিয় ছিল ওয়াসিম এবং হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি সংগঠনের শীর্ষ সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে একজন ছিলউ ওয়াসিমের বিরুদ্ধে ১৯টি এফআইআর রয়েছে, এছাড়াও ৪ জন সাধারণ নাগরিক এবং ৪ জন পুলিশ কর্মী হত্যা মামলায় জড়িত ছিল ওয়াসিমউ' ডিজিপি আরও জানিয়েছেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্ত্রাসবাদীদের নাম-আদিল শেখ এবং জাহাঙ্গির।

সিএএ আন্দোলনের প্রভাব, দু মাসে অসম পর্যটনের লোকসান ১০০০ কোটি টাকা : জয়ন্তমল্ল

গুয়াহাটি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ)-এর বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনের জেরে গত দু মাসে অসম পর্যটনের কমপক্ষে এক হাজার কোটি টাকার লোকসান হয়েছে। জানিয়েছেন অসম পর্যটন উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান জয়ন্তমল্ল বরুয়া।

সোমবার এক সাক্ষাৎকারে জয়ন্তমল্ল বরুয়া বলেন, ভারতের উত্তর পূর্বে অবস্থিত অসম তার নিজস্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সাংস্কৃতিক কলাকৃষ্টি, ভাস্কর্য, পরম্পরা ও দেবী কামাখ্যা-সহ নানা পুণ্যস্থানের জন্য দেশ ও বিদেশের পর্যটকরা আসেন। এছাড়া অসমের ঘন জঙ্গল, অরণ্য পরিবেষ্টিত পাহাড়, চা বাগান, ব্রহ্মপুত্র নদও পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর মধ্যে অসম এমন একটি রাজ্য যেখানে সংস্কৃতি আর পরম্পরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সবের কারণে সম্প্রতিককালে গোটা বছর পর্যটকদের আনাগোনা চলত। সেই সুবাদে কোটি কোটি টাকার আয় হয় রাজ্যের নানা ধরনের ব্যবসায়ী থেকে পর্যটন দফতরের। কিন্তু গত দু মাসে অসম পর্যটন হারিয়েছে কমপক্ষে এক হাজার কোটি টাকা। তবে এর জন্য তিনি দায়ী করেছেন, প্রথমে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল এবং পরবর্তীতে এই বিল আইনে পরিণত হওয়ার পর এর বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনকে।

অসম পর্যটন উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান জয়ন্তমল্ল বরুয়া খেদের সঙ্গে বলেন, সিএএ-এর বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনের প্রভাব সরাসরি পড়েছে রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রে। পর্যটকরা রাজ্যে আসতে ভয় করছেন। নানাভাবে তাঁদের ভীতি দূর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু হলে কী, এখানে আসার পর কোনও বিপদে না-পড়েন সেই ভয় পর্যটকদের তাড়া করছে। দেশ ও বিদেশের পর্যটক না আসায় এই বিপুল পরিমাণের ক্ষতি হয়েছে। তিনি জানান, প্রতি বছর নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত অসমে অসংখ্য দেশি-বিদেশি পর্যটকের আগমন ঘটে। কিন্তু এবারই তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। আন্দোলনের ফলে লোকসান গত ডিসেম্বর মাসে ৫০০ কোটি টাকা এবং চলতি জানুয়ারিতে এখন পর্যন্ত আরও ৫০০ কোটি টাকার লোকসান হয়েছে। এই লোকসান কোনওদিন পূরণ হবে না।

তবে এই ভয় দূর করতে অসম পর্যটন জোরদার কাজ শুরু করেছে, দাবি করেছেন জয়ন্তমল্ল। ভারতের প্রায় সমস্ত রেলওয়ে ও উড়োজাহাজের টিকিটের সঙ্গে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাছাড়া, গুগলের মাধ্যমেও বিশেষ ক্যাম্পেইন চালানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দেশের চারটি শহর যেমন চেন্নাই, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু, গোয়ায় রোড শো করা হবে। এর আয়োজন ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। রেলওয়ে টিকিটের পেছনের পৃষ্ঠায় অসম পর্যটনের বিভিন্ন স্থলের চিত্র সংবলিত প্রচার করা হবে। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হবে জানিয়ে চেয়ারম্যান বরুয়া বলেন, এর মাধ্যমে দেশ-বিদেশের পর্যটকরা অসম সম্পর্কে কিছুটা অবগত হতে পারবেন বলে আশা করেন তাঁরা।

জয়ন্তমল্ল বলেন, দেশ ও বিদেশ ছাড়াও অসম পর্যটন এবার ঘরুয়া পর্যটকদের আকর্ষিত করতে বিশেষ নজর দিয়েছে। গত বছর প্রায় ৬০ হাজার ঘরুয়া পর্যটক অসমের বিভিন্ন পর্যটনস্থল দর্শনে এসেছিলেন। এবার এই সংখ্যা আরও বাড়ানোর চেষ্টা করা হবে।

বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির সমাবেশে বোমা হামলা : মৃত্যুদণ্ড ১০ জনের

ঢাকা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সমাবেশে বোমা হামলা মামলায় ১০ জন অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিল আদালতউ একইসঙ্গে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানাও করেছে আদালতউ বেকসুর খালাস করা হয়েছে ২ জনকেউ সোমবার সকাল এগারোটা নাগাদ ঢাকার তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা বিচারক রবিউল আলম সাজা ঘোষণা করেছেনউ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীরা হল-মুফতি মঈন উদ্দিন শেখ, আরিফ হাসান সুমন, মাওলানা সাব্বির আহমেদ, শওকত ওসমান ওরফে শেখ ফরিদ, জাহাঙ্গির আলম বদর, মহিবুল মুত্তাকিন, আমিনুল মুরসালিন, মুফতি আব্দুল হাই, মুফতি শফিফুর রহমান ও নূল ইসলামউ বেকসুর খালাস করা হয়েছে মশিউর রহমান ও রফিকুল আলম মিরাজকেউ দু'জনই পলাতকউ

২০০১ সালের ২০ জানুয়ারি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পল্টনের মহাসমাবেশে বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছিলউ বিস্ফোরণে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছিলউ আহত হয়েছিলেন কমপক্ষে ১০ জনউ ২০১৯ সালের ১ ডিসেম্বর মামলায় যুক্তিতর্ক শেষ হয়উ রায়দানের জন্য সোমবার, ২০ জানুয়ারি ঠিক করেছিল আদালতউ সেই মতো এদিন বোমা হামলার রায়দান করল আদালত।

রাজধানীতে রোড শো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের, মনোনয়ন জমা দেবেন মঙ্গলবার

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): রোড শো-এর জন্য সোমবার নিউ দিল্লি বিধানসভা আসন থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে পারলেন না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ)-র সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালউ সোমবারের পরিবর্তে তাই মঙ্গলবার মনোনয়ন জমা দেবেন কেজরিওয়ালউ নিউ দিল্লি বিধানসভা আসন থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার জন্য সোমবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু মনোনয়ন পত্র জমা দিতে যাওয়ার আগে রাজধানীর রাজপথে রোড শো করেন কেজরিওয়ালউ বাবা-মায়ের আশীর্বাদ নেওয়ার পর, প্রথমে প্রাচীন বাল্মীকি মন্দিরে পূজার্চনা করেন কেজরিওয়ালউ এরপর হুড খোলা গাড়িতে চেপে রোড শো করেন কেজরিওয়াল।

কেজরিওয়ালের সঙ্গেই ছিলেন দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াওউ বিকেল তিনটের মধ্যেই মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার কথা ছিল কেজরিওয়ালেরউ কিন্তু, 'বিরাট' রোড শো-এর কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে যেতে পারেননি কেজরিওয়ালউ রোড শো শেষে বক্তব্য রাখার সময় কেজরিওয়াল নিজেই জানিয়েছেন, 'বিকেল তিনটে নাগাদ মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনটে নাগাদ অফিস বন্ধ হয়ে যায়উ এত মানুষকে ছেড়ে আমি কী করে যেতে পারে? তাই মঙ্গলবার মনোনয়ন পত্র জমা দেব।

এলাহাবাদের নাম পরিবর্তনের বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে শীর্ষ আদালতের নোটিশ

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : এলাহাবাদের নাম পরিবর্তনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার আবেদনের শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্ট উত্তরপ্রদেশ সরকারকে নোটিশ জারি করল। এলাহাবাদ হেরিটেজ সোসাইটি একটি পিটিশন দায়ের করেছে। গত ৮ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অশোক ভূষণ এলাহাবাদের নাম প্রয়াগরাজের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার আবেদনের শুনানি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন। পিটিশনে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ এ এলাহাবাদ হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানায়, যেখানে এলাহাবাদ নাম বদলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়ের করা পিটিশন খারিজ করে দেওয়া হয়। হাইকোর্ট জানিয়েছিল, শহরের নাম পরিবর্তন জনস্বার্থের ক্ষতি হয় না। হাইকোর্ট বলেছিল, এটি সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং এতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। আবেদনে বলা হয়েছে, এলাহাবাদ নামটি শহরের সাথে চারশো বছরেরও বেশি সময় ধরে জড়িত। এই নামটি কেবল কোনও জায়গার নাম নয়, এটি শহরের পরিচয়। আবেদনে বলা হয়েছে, এ ধরনের নাম পরিবর্তন জীবিত সাংস্কৃতির উপর আক্রমণ। সংশ্লিষ্ট নির্বাহী সংস্থা নির্ধারিত নিয়ম প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে নাম পরিবর্তন করেছে। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকার এলাহাবাদ শহরের নাম পরিবর্তন করে প্রয়াগরাজ করেছিল।

লিবিয়া সংকট সমাধানে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত বার্লিন সম্মেলনে

বার্লিন, ২০ জানুয়ারি(হি.স.): লিবিয়া সংকট সমাধানে যুদ্ধবিরতির সহ একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত বিশ্বনেতাদের উ জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিত বিশ্বনেতাদের বিশেষ সম্মেলনে লিবিয়ায় সাময়িক যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাব ১৯৭০ অনুসারে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্তে একমত হয়েছেন তারা। বরিবার বার্লিন সম্মেলনের পর সবপক্ষের ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রকাশিত ঘোষণাপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য জানায় আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম।

ঘোষণাপত্রে লিবিয়ায় যুদ্ধরত সব পক্ষকে তাদের মধ্যের সংঘাতের তীব্রতা কমানো ও স্থায়ী যুদ্ধবিরতির জন্য দ্বিগুন চেষ্টা করার আহ্বান জানান হয়। ওই ঘোষণায় এতে বলা হয়, 'যুদ্ধবিরতির প্রক্রিয়ার শুরুতে সংঘাতে লিপ্ত সব পক্ষের অথবা তাদের সমর্থনে সবধরণের সামরিক তৎপরতা লিবিয়ার সীমানা থেকে বন্ধ করতে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।'

সম্মেলনে অংশ নেওয়া পক্ষগুলো ঘোষণাপত্রে লিবিয়ার স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় অখণ্ডতা ও ঐক্যের ওপর তাদের প্রতিজ্ঞার কথা ব্যক্ত করে।

জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল ও রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতরেসের যৌথ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় অংশ নেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাকরন, তুর্কি প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যিপ এরদোগানসহ অন্য নেতারা।

কেরলে ফুটবল ম্যাচ শুরুর আগেই ভেঙে পড়ল স্টেডিয়াম, আহত ৫০ জন

তিরুবনন্তপুরম, ২০ জানুয়ারি (হি. স.) : কেরলের পালাক্কাড়ে ফুটবল ম্যাচ শুরুর ঠিক আগেই ভেঙে পড়ল স্টেডিয়ামের অস্থায়ী গ্যালারি। রবিবার রাতের এই ঘটনায় আহত হন ৫০ জন। অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন কিংবদন্তি প্রাক্তন দুই ভারতীয় ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়া এবং আইএম বিজয়ন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

ম্যাচ শুরুর আগেই ভেঙে পড়ে অস্থায়ী গ্যালারি। ঘটনায় ৫০ জন আহত হন। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তবে কারও আঘাত গুরুতর নয় বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত গত ডিসেম্বরে মালাপ্পুরম জেলার পেরিনতালমান্নাতে অল ইন্ডিয়া সেভেনস টুর্নামেন্ট ম্যাচ চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় ফুটবলার আর ধনরঞ্জনের। তাঁর পরিবারকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই গতকাল পালাক্কাড়ের একটি স্টেডিয়ামে একটি ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই ম্যাচ চলাকালীনই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ম্যাচের জন্য স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন দুই ভারতীয় ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়া ও আইএম বিজয়ন। তবে তাঁরা সুরক্ষিত রয়েছেন বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পালাক্কাড়ের মন্ত্রী ভিকে শ্রীকান্দন বলেন, 'ম্যাচ শুরুর আগে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটে। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ঘটনায় কেউই গুরুতর আহত হননি। পুলিশ, দমকল এবং ভলান্টিয়াররা আহতদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন।'

মুজফফরপুর শেল্টার হোম মামলা : দোষীসাব্যস্ত ব্রজেশ ঠাকুর-সহ ১৯ জন

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): মুজফফরপুর শেল্টার হোম মামলার রায়দান করল দিল্লির সাকেত আদালতউ বহুচর্চিত বিহারের মুজফফরপুর শেল্টার হোম মামলায় সোমবার দোষীসাব্যস্ত করা হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এনজিও)-র মালিক ব্রজেশ ঠাকুর-সহ ১৯ জনকেউ বেকসুর খালাস করা হয়েছে একজনকেউ দোষীদের বিরুদ্ধে সাজা ঘোষণা নিয়ে সওয়াল-জবাব হবে আগামী ২৮ জানুয়ারি।

ব্রজেশ ঠাকুর-সহ ১০ জনকে পকসো এবং গণধর্ষণে দোষীসাব্যস্ত করেছে আদালতউ অভিযুক্ত ৯ জন মহিলাকে অপরাধী ষড়যন্ত্রে দোষীসাব্যস্ত করেছে আদালতউ অতিরিক্ত দায়রা বিচারক সৌরভ কুলশ্রেষ্ঠ যাদের দোষীসাব্যস্ত করেছেন তাদের যাবজ্জীবন সাজা হতে পারেউ আদালত জানিয়েছে, শেল্টার হোমের নাবালিকাদের একাধিকবার ধর্ষণ করা হয়েছিল।

ইয়েমেন: সামরিক শিবিরে হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৭৬

সানা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : ইয়েমেনের সামরিক প্রশিক্ষণ শিবিরে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৬ এবং ৮১ জন জখম হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। সন্ধ্যা নমাজের জন্য মসজিদের কাছে একত্রিত হওয়া সৈন্যদের উপর এই হামলা করা হয়েছিল। ইয়েমেন সেনাবাহিনীর মুখপাত্র আব্দু আবদুল্লাহ মজালি বলেন, সংযুক্ত সৌদি আরবের সমর্থনে এই হামলা চালানো হয়েছিল। ইয়েমেনের বিদেশমন্ত্রী মহম্মদ আল হদারামি বলেন, নিহতের সংখ্যা ১০০ এরও বেশি। এই সন্ত্রাসী হামলার বর্ণনা করে বলেন, এই হামলা সমস্ত ধর্মীয় এবং মানবিক মূল্যবোধের লঙ্ঘন করেছে। সংযুক্ত সৌদি আরবের প্রতিদ্বন্দ্বী ইরানের সঙ্গে জোট বেঁধে থাকা ইয়েমেনের ইহুদি বিদ্রোহীরা এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। যদিও এই অঞ্চলে অন্য কোনও সংগঠন নেই।

এসবিআই ব্যাঙ্কের পরিষেবা নিয়ে সোমবার কংগ্রেস দলের এক প্রতিনিধি দল এসবিআই এর আগরতলা শাখায় ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

বাসবদত্তা হাজির ”মিছিল ” নিয়ে

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): বর্তমান পরিস্থিতিতে চারদিক উত্তেজিত এনআরসি, সিএএনিয়েঊ রোজ দিনই সপক্ষে বিপক্ষে বেরোচ্ছে 'মিছিল' ঊ কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকা মিছিলে হাঁটা এইসব বিষয়গুলো সমাজ কিভাবে গ্রহণ করে ঊ সেইসব বিষয়বস্তু নিয়ে খুব শীঘ্রই আসতে চলেছে পরিচালক সুরজিৎ নাগ এবং উজ্জ্বল বসুর নতুন ছবি 'মিছিল'ঊ ছবির মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়কে ঊ

ছবির গল্প অনুযায়ী, বর্তমানে 'মিছিল' যুব সমাজের একটা বিশাল অঙ্গ ঊ প্রধানত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়ারাঊ কিন্তু একটি মেয়ের ক্ষেত্রে ঊ সবে যে মেয়েটির বিয়ে ঠিক হয়েছে সেই মেয়েটিকে কোনও মিছিলে হাঁটতে দেখলে কি তার বিয়ে ভেঙে যেতে পারে ঊ তাঁকে কি সমাজ নিচু চোখে দেখবে এইসব প্রশ্ন নিয়েই তৈরী হয়েছে 'মিছিল'ঊ ছবির মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়কে ঊ এছাড়াও ছবিতে দেখা যাবে, ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়,সমদর্শী দত্ত,রুমকি চট্টোপাধ্যায় ,ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায়,শান্তিলাল ছাড়াও আরও অনেককে

দিল্লি পরিবহণ দফতরের অফিসে ভয়াবহ আগুন, পুড়ে ছাই গুরুত্বপূর্ণ নথি

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ডঊ এবার ভয়াবহ আগুন লাগল দিল্লি পরিবহণ ডিপার্টমেন্টের অফিসেঊ সোমবার সকালে সিভিল লাইন্স মেট্রো স্টেশনের কাছে অবস্থিত পরিবহণ ডিপার্টমেন্টের অফিসে ভয়াবহ আগুন লাগেঊ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখাঊ অফিসের ভিতরে থাকা সমস্ত কিছু দাউদাউ করে জ্বলতে থাকেঊ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট আটটি ইঞ্জিনঊ পরে দমকলের আরও ১৮টি ইঞ্জিন আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়ঊ দমকল কর্মীদের প্রায় আড়াই ঘন্টার প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনঊ এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইঊ তবে, দিল্লি পরিবহণ দফতরের বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছেঊ

দিল্লি দমকলের অধিকর্তা অতুল গর্গ জানিয়েছেন, সোমবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ সিভিল লাইন্স মেট্রো স্টেশনের কাছে অবস্থিত দিল্লি পরিবহণ ডিপার্টমেন্টের অফিসে ভয়াবহ আগুন লাগেঊ এক-তলায় সার্ভার রুম থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ঊ পরে এক-তলার আরও আটটি রুমে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েঊ আগুন ছড়িয়ে পড়ে দো-তলার একটি রুমেওঊ প্রথমে দমকলের আটটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর চেষ্টা করে, পরে আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের আরও ১৮টি ইঞ্জিনঊ দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় সকাল ১০.২০ মিনিট নাগাদ নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুনঊ এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইঊ আগুন লাগার প্রকৃত কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছেঊ দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান, সার্ভার রুমে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের কারণেই আগুনের সূত্রপাতঊ দমকল অফিসার সুনীল চৌধুরী জানিয়েছেন, অগ্নিকাণ্ডে পরিবহণ দফতরের বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছেঊ এছাড়াও অফিসের ভিতরে থাকা আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম পুড়ে গিয়েছে

মহারাষ্ট্র : থাণে-তে হার্ডওয়্যারের দোকানে অগ্নিকাণ্ড, হতাহতের খবর নেই

থাণে (মহারাষ্ট্র), ২০ জানুয়ারি (হি.স.): সাত সকালে অগ্নিকাণ্ড মহারাষ্ট্রের থাণে শহরেঊ সোমবার সকালে থাণে শহরের স্টেশন রোডের প্রধান বাজারে অবস্থিত একটি হার্ডওয়্যারের দোকানে আগুন লাগেঊ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ওই হার্ডওয়্যার দোকানের ভিতরে রাখা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, অন্যান্য সামগ্রী পুড়ে গিয়েছেঊ দোকানটিও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেঊ যদিও, এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইঊ

থাণে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আঞ্চলির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান সন্তোষ কদম জানিয়েছেন, সোমবার সকালে ৬.১৫ মিনিট নাগাদ স্টেশন রোডের প্রধান বাজারে অবস্থিত একটি হার্ডওয়্যারের দোকানে আগুন লাগেঊ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট তিনটি ইঞ্জিনঊ দমকল কর্মীদের এক ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও, দোকানের ভিতরে রাখা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, অন্যান্য সামগ্রী পুড়ে গিয়েছেঊ দোকানটিও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেঊ আগুন লাগার প্রকৃত কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এসবিআই'তে কমছে সুদের হার, কংএর ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি ।। এসবিআই-এ সুদের হার অনবরত কমতে থাকায় সাধারম জনগণের দুর্ভোগের সীমা ছাড়াচ্ছে। দেশের মধ্যবিত্ত থেকে সাধারণ মানুষ এই অবস্থার জন্য ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখতে অনীহা প্রকাশ করছে। তাছাড়া সিনিয়র সিটিজেন যারা ব্যাঙ্কের উপর নির্ভরশীল তারাও শেষ জীবনে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ব্যাঙ্ক গচ্ছিত টাকার সুদের উপরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের সুদ প্রতি নিয়ত কমতে থাকায় তাদের এক কঠিন সঙ্কটের মুখে পড়তে হচ্ছে। পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেশ কংগ্রেসের সিনিয়র সিটিজেন পক্ষ থেকে রাজধানী আগরতলায় এসবিআই-এর প্রধান কার্যালয় মেলারমাঠ এক ডেপুটেশান প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক তেজেন দাস জানান, মানুষকে ঠকানোই হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য। ভবিষ্যতে সাধারণ জনগণ যাতে ব্যাঙ্ক থেকে কোন লোন নিতে না পারে, তার জন্যই এই সুদের হার কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অটো রিক্সা শ্রমিক সংঘের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি ।। রাজধানী আগরতলায় অটো রিক্সা শ্রমিক সংঘের উদ্যোগে ৮ দফা দাবিতে জয়েন্ট ট্রান্সপোর্ট কমিশনের নিকট সোমবার এক ডেপুটেশান প্রদান করা হয়। ডেপুটেশান প্রদানের পূর্বে অটো রিক্সা শ্রমিক সংঘের পক্ষ থেকে এক র‍্যালি রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে পশ্চিম জেলা অটো রিক্সা শ্রমিক সংঘের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ কান্তি বিশ্বাস জানান, অটো রিক্সা চালক দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছে। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ৮ দফা দাবিতে এই ডেপুটেশান প্রদান করা হয়েছে। দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম হল ফিটনেস ফাইন এককালীন ছাড়, প্রফেসনাল ট্যাক্স পাঁচশত টাকার মধ্যে বহাল রাখা, অটো রিক্সা সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনার ব্যবস্থা করা সহ তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ওয়েলফেয়ার বোর্ড গঠন করতে হবে।

ছত্তিশগড়ে এনকাউন্টারে মৃত্যু মহিলা মাওবাদীর, উদ্ধার তিনটি রাইফেল

রায়পুর, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): ছত্তিশগড়ে মাওবাদী নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনীঊ ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত বিজাপুর জেলায় সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) এবং ছত্তিশগড় পুলিশের যৌথ অভিযানে খতম হয়েছে একজন মহিলা মাওবাদীঊ বিজাপুর জেলার তেকালগুদেম-বাসাগুড়া গ্রাম সংলগ্ন গভীর জঙ্গলের ঘটনাঊ গুলির লড়াই শেষে এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তিনটি রাইফেলঊ

ছত্তিশগড় পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকালে তেকালগুদেম-বাসাগুড়া গ্রাম সংলগ্ন গভীর জঙ্গলে মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয় সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদেরঊ এদিন সকালে বিশেষ অভিযানে বেরিয়েছিল সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এ ২০৪ কোবরা ব্যাটেলিয়ন, ১৬৮ ব্যাটেলিয়ন এবং ছত্তিশগড় পুলিশের যৌথ বাহিনীঊ গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছেন একজন মহিলা মাওবাদীঊ এনকাউন্টার শেষে তিনটি রাইফেল উদ্ধার করা হয়েছেঊ সুরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাওবাদীদের পোশাক পরিহিত ওই মহিলার নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে

গুজরাটে লাক্সারি বাস-ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু ৩ জনের, আহত কমপক্ষে ৩১

ভারুচ (গুজরাট), ২০ জানুয়ারি (হি.স.): গুজরাটের ভারুচ জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লাক্সারি বাসে ধাক্কা মারল বেপরোয়া একটি ট্রাকঊ রবিবার মধ্যরাতের ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনেরঊ এছাড়াও কমপক্ষে ৩১ জন কমবেশি আহত হয়েছেনঊ রবিবার মধ্যরাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ভারুচ জেলার ভাগরা তালুকায়, নবীপুর থানার অন্তর্গত লুভারা গ্রামের কাছে হাইওয়েতেঊ দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল-যশীবেন চাভড়া (৪২), মণীশ দোশি (৪০) এবং প্রকাশ ঠাকুরঊ ঘাতক ট্রাকের চালককে আটক করেছে পুলিশঊ

সোমবার সকালে নবীপুর থানার পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, রবিবার মধ্যরাতে সুরাট থেকে আমরেলি অভিমুখে যাচ্ছিল যাত্রীবাহী একটি লাক্সারি বাসঊ লুভারা গ্রামের কাছে একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসে ধাক্কা মারেঊ দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৩ জনেরঊ কমবেশি আহত অবস্থায় ৩১ জনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়ঊ প্রত্যেককে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হলেও, গুরুতর আহত অবস্থায় ৭ জনকে ভর্তি করা হয়ঊ ওই ৭ জনের মধ্যে ৩ জনকে সুরাটের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশঊ

দৃষ্টি আকর্ষণ

আটের পাতার পর

জানান, বীজ অনেক দেরিতে আসে এই অভিযোগ সত্য। তাঁরা যথাসময়ে ডিমান্ড দিয়ে থাকেন, কিন্তু বীজ পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যায়। এর জন্য বিভাগীয় শিথিলতা যে দায়ী সে কথা পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেন মহকুমা কৃষি আধিকারিক গোপাল দাস। তিনি জানান, বিভাগীয় কর্মীর অভাব মারাত্মক। কম-সংখ্যক কর্মী নিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাঁকে। বলেন, রামকৃষ্ণনগর মহকুমায় আটটি এডিও সার্কল রয়েছে। এগুলি হল ভৈরবনগর, রামকৃষ্ণনগর, বাজারঘাট, দুল্লভছড়া, বারইগ্রাম, পাথারকান্দি, সোনাখিরা ও বাজারিছড়া। আটটি সার্কলে আটজন এডিও থাকার কথা থাকলেও এ মুহূর্তে একজনও এডিও নেই। এছাড়া অ্যাগ্রিক্যালচার এক্সটেনশন অ্যাসিসটেন্ট ৫৫ জন থাকার কথা, সে ক্ষেত্রে এ মুহূর্তে রয়েছেন মাত্র নয়জন।

কৃষি আধিকারিক গোপালবাবু আরও জানান, এডিও দুজন থাকার কথা থাকলেও দুটি পদই শূন্য। তিনি বলেন, শুধু যে রামকৃষ্ণনগর মহকুমায় এই চিত্র তা নয়, গোটা জেলার একই ছবি। অসংখ্য শূন্যপদ পড়ে থাকলেও সেই সানগুলি পূর্ণ করা হচ্ছে না। ফলে সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয় বিধায়ক এবং সাংসদকে তিনি অবগত করেছেন বলেও জানান তিনি।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের কৃষকদের নানান রকম সাহায্য সহযোগিতার কথা বলে থাকলেও অসমের প্রান্তিক জেলা করিমগঞ্জের কৃষকরা পরিকাঠামোগত অসুবিধায় দিশাহারা। এই জেলায় কৃষির উপযুক্ত পরিকাঠামোই গড়ে ওঠেনি আজ পর্যন্ত। রাজ্যের পরিবর্তনকামী সর্বানন্দ সনোয়াল সরকারের আমলেও এখন পর্যন্ত আন্তরিকভাবে এ সমস্যাগুলি দূর করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। কৃষি বিভাগের সূত্র মতে, করিমগঞ্জ জেলায় প্রায় সাত হাজার হেক্টরে বোরো ধান যদি সঠিকভাবে কৃষকের ভাঁড়ারে উঠে তবে গোটা জেলায় পুরো বছরের চালের যোগান দিতে সক্ষম তাঁরা। এছাড়া মরশুমি শাক-সবজিও একমাত্র জলসেচ ব্যবস্থা না থাকার দরুন হাজার-হাজার হেক্টর জমি পতিত পড়ে থাকে। আর এ সব কারণে গোটা জেলাই কৃষিক্ষেত্রে এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। এজন্যই এলাকার অধিকাংশ কৃষক আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল। বিষয়টির ওপর সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

ধর্মনগরে কংগ্রেস বিচার বিভাগ কমিটির সভা অনুষ্ঠিতহয়

আগরতলা, ২০ জানুয়ারি : আজ ধর্মনগর কংগ্রেস ভবনে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস বিচার বিভাগ কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হ য়। তাতে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস বিচার বিভাগ কমিটির চেয়ারম্যান আইনজীবী অমৃত লাল সাহা এবংকার্যকরি সদস্য তথাসাধারণ সম্পাদক ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস বিচার বিভাগ কমিটি শ্রী ভবানন্দ ভৌমিক উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার ভাষণে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস বিচার বিভাগ কমিটির কর্মসূচি ও দলের জনকল্যাণ মূলক নীতি আদর্শ ও আইনি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস বিচার বিভাগ কমিটির চেয়ারম্যান আইনজীবী অমৃত লাল সাহা উনার বক্তব্যে বিচার বিভাগ কমিটির কার্যকলাপ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন।

মধ্যে নন

● প্রথম পাতার পর

হাইকোর্টের মুখ্যবিচারপতি অকিল কুরেশি এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন ব্যাঞ্চ রায়ে বলেছেন, ওই চারজন বিজ্ঞান স্নাতক শিক্ষক ১০৩২৩ শিক্ষকদের মধ্যে নেই।

ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

সিডিপিও অফিস থেকে উক্ত অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী জয়ন্তী আচার্য (দেব)কে একজনকে অস্থায়ী হেল্পার হিসেবে তিন মাসের জন্য নিয়োগের নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে একমত হয়ে ৬ ফেব্রুয়ারি সুস্মিতা দেববর্মা ভট্টাচার্যকে নিয়োগ করা হয়। ৪ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় অফিসে সুপার নিয়োগের সময় সুস্মিতা দেববর্মাকে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন। কিন্তু ৮ মা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর ঘটে বিপত্তি। সুস্মিতা দেববর্মাকে বাদ অন্য ১জনকে এই সেন্টারে নিয়োগ করা হচ্ছে বলে জানায়। এতে এলাকাবাসী সহ এই সেন্টারের পরিচালন কমিটি ও আপত্তি জানায়। সেদিন কোন লোক ছিল সেদিন বিনে পয়সায় শ্রয় দেওয়া কর্মীকে বঞ্চিত করে নতুন একজনকে নিয়োগের প্রয়াসে কর্মী সুস্মিতা সহ এলাকাবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করে অনতি বিলম্বে সুস্মিতা দেববর্মাকে ঐ পদে নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন।

রতন লাল

● প্রথম পাতার পর

বলেন, জাতীয় জীবনে সংবিধান হল শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। তিনি বলেন, ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী সংবিধান প্রণেতা ড় বি আর আম্বেদকরকে সম্মান জানাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫ সালে প্রথম এই দিনটি পালনের সূচনা করে। তিনি বলেন, নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব সংবিধানকে শ্রদ্ধা করা, আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা। আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সারা বিশ্বেই সমাদৃত। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর ভারতের জনগণ আস্থা রেখেছেন। দেশবাসী ৭০ বছর ধরে গণতন্ত্রকে রক্ষা করছেন। এজন্যই আমরা বিভিন্ন দিক দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি।

পরিষদীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, ভারতের সংবিধান সমাজের প্রতিবিম্ব। সংবিধানের বাস্তব প্রয়োগের উপরই এর কার্যকারিতা নির্ভর করে। দায়িত্ব কর্তব্য পালনের মাধ্যমে আমাদের সংবিধানকে রক্ষা করা আমাদের সবার কর্তব্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন জাতীয় জীবনে আমাদের ধর্মগ্রন্থ একটাই, ভারতের সংবিধান। প্রধানমন্ত্রীর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমানে দেশ এবং আমাদের সংবিধান এমন এক ব্যক্তির কাছে আছে যাতে আমরা সবাই নিরাপদে আছি।

আলোচনায় অংশ নিয়ে সরকারি মুখ্যসচেতক কল্যাণী রায় বলেন, সংবিধানের প্রতি বিরোধী দলের বিধায়কদের আস্থা নেই। তাই এ বিষয়ে আলোচনার সময় তারা বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা আত্মবলিদান করেছেন এবং গণপরিষদের যেসব সদস্য সংবিধান গ্রহণ করেছেন তিনি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, আমাদের সংবিধানই আমাদের দেশকে কল্যাণকামী রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং নাগরিকদের অধিকারের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যারা সংবিধানকে ভালোবাসেনা, শ্রদ্ধা করেনা তারা দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসেনা।

ক্ষোভ সুদীপের

● প্রথম পাতার পর

মোট কাজের ৯ শতাংশ ক্ষতি ত্রিপুরাকে বহন করতে হচ্ছে। তাঁর কথায়, নিয়ম অনুযায়ী কোন সংস্থাকে কাজের বরাত দিতে গেলে দরপত্র আহ্বান করতে হয়। কিন্তু, কোন কারণ ছাড়া কেন এনএইচআইডিসিএল-কে দেওয়া হল তা বোঝা যাচ্ছে না। তিনি অনুমান করে বলেন, এই সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর অগোচরে হতে পারে। তাতে তাঁর আশঙ্কা, এই সিদ্ধান্তের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ভবিষ্যতে তাড়া করতে পারে।

সুদীপবাবুর বক্তব্যের পাল্টা যুক্তি তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের দাবি, ত্রিপুরা সরকার প্রচন্ড গতিতে কাজ করতে চাইছে। কিন্তু, পূর্ত দপ্তরের হাতে কাজের দায়িত্ব থাকলে অর্থের বরাদ্দের হার আশানুরূপ হচ্ছে না। তাই, এনএইচআইডিসিএল-কে কাজের দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একটি তথ্য তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পূর্ত দপ্তরের হাতে কাজের দায়িত্ব থাকাকালীন ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৭ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা পেয়েছে ত্রিপুরা। অথচ এনএইচআইডিসিএল-র হাতে কাজের দায়িত্ব তুলে দিতেই সংস্কার খাতে ৩ গুণ বেড়ে ত্রিপুরা পেয়েছে ৪২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ২০১৬ সাল থেকে পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক শাখা তিনটি ডিপিআর কেন্দ্রের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু, ২টি ডিপিআরের অনুমোদন মিলেছে। তেমনি, জোলাইবাড়ি থেকে বিলোনিয়া জাতীয় সড়কের ডিপিআর এখনো অনুমোদিত হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী এদিন জোর গলায় বলেন, এনএইচআইডিসিএল-কে জাতীয় সড়ক উন্নতিকরণের দায়িত্ব দেওয়ামাত্রই ৬টি কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। তাতে ব্যয় হবে ১১৮ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বোঝাতে চেয়েছেন, এনএইচআইডিসিএল-কে সরাসরি কাজের দায়িত্ব দেওয়া হলে তাতে প্রাধান্য পাওয়া যায়। সেই তুলনায় পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমে কাজ করানো হলে কাজের অনুমোদন পেতে অনেকটা সময় ব্যয় হয়ে যায়।

কিন্তু, মুখ্যমন্ত্রীর এই যুক্তিতে সুদীপ রায় বর্মণ আশ্বস্ত হতে পারেননি। তিনি পাল্টা যুক্তি তুলে ধরে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর তদানীন্তন উপদেষ্টা বিজয় ছিববর এনএইচআইডিসিএল-কে রাজ্যের সমস্ত জাতীয় সড়কের নির্মাণ ও সংস্কার কাজের দায়িত্ব তুলে দেওয়ার পেছনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর পরামর্শেই এই সিদ্ধান্ত হয়তো মন্ত্রিসভার অগোচরেই নেওয়া হয়েছে। তিনি বিদ্রূপের সুরে বলেন, বিজয় ছিববর এনএইচআইডিসিএল-কে ত্রিপুরার কাজের দায়িত্ব তুলে দিয়েই ওই সংস্থাতে চাকুরিতে যোগ দিয়েছেন। সুদীপবাবুর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীকে ভুল বোঝানো হয়েছে। তাই, ওই সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ নেওয়া উচিত হবে।

তাতে মুখ্যমন্ত্রী আবারও যুক্তি তুলে ধরে বলেন, কাজের গতির প্রশ্নেই এনএইচআইডিসিএল-কে সমস্ত জাতীয় সড়কের কাজ হস্তান্তর করা হয়েছে। তাতে, দুর্নীতির কোন প্রশ্নই আসে না। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এনএইচআইডিসিএল-র হাতে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হলে কেন্দ্রীয় সরকার অধিক অর্থ বরাদ্দ করে। মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবি খারিজ করে দিয়ে পাল্টা সুদীপবাবুর বক্তব্য, কেন্দ্রীয় অধীনস্থ সংস্থার হাতে কাজের দায়িত্ব থাকলেই অধিক অর্থ বরাদ্দ হবে এমন কেন্দ্রীয় সরকারের এমন দৃষ্টিভঙ্গী আমি মনে করি না। পরিশেষে, মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে বিধানসভায় আশ্বস্ত করেছেন।

কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আটের পাতার পর

শিবিরে একলব্য মডেল, রেসিডেন্সিয়েল স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের একটি নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার নাম ইউনিভার্সেল ডিজাইন অফ লার্নিং। এর জন্য দিল্লি এনসিইআরটি বিভাগের অধ্যাপকদের নিয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল, প্রশিক্ষণ দিতে রাজ্যে আসে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অধ্যাপক বিনয় সিং জানান বিদ্যালয়ে পাঠ্যবই-এর প্রত্যেকটি বিষয় একটির সঙ্গে অপরটি যুক্ত। কিভাবে ভুগোল পড়াতে পড়াতে বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া যায় আবার ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে কিভাবে আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরা যায় সেই বিষয়ে এখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

অমিত শাহের

● প্রথম পাতার পর

ছিলেন নাড্ডার দাদা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও।

ছাত্র জীবন থেকেই সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মোদী-শাহ ঘনিষ্ঠ জে পি নাড্ডাঊ তিন-তিন বার হিমাচল প্রদেশের বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। হিমাচল প্রদেশের স্বাস্থ্য এবং বন, পরিবেশ ও বিজ্ঞান দফতরের দায়িত্বও সামলেছেন। ২০১২ সালে রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হন। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দফতরের দায়িত্ব পান নাড্ডা। ২০১৯ সালের জুন মাসে বিজেরি কার্যকরী সভাপতি নিযুক্ত হন নাড্ডা। জুন মাসেই জাতীয় সভাপতি থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন অমিত শাহ। অবশেষে শাহের উত্তরসূরি নির্বাচিত হলেন জে পি নাড্ডা।

চেয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পক্ষ থেকে একই রকম সহায়তা করার জন্য ব্রু শরণার্থীদের কাছ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে চিঠি এসেছে।মুখ্যমন্ত্রী এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরও বলেন, আগে কেবলই শুনতে হত, আমরা পিছিয়ে পড়া রাজ্যের জনগণ। কিন্তু এখন প্রধানমন্ত্রী দেশের জনগণের নিকট ত্রিপুরার মানুষের মানসিকতাকে অনুসরণ করতে বলেন। ত্রিপুরার জনগণের কাছে এর চাইতে গৌরবের বিষয় আর কি হতে পারে, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর।তিনি বলেন, আমাদের দেশ পরিচালনায় রয়েছে ভারতের সংবিধান ও দীন দয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবতাবাদ। তাঁর দাবি, বর্তমান সরকারের আমলে জি এস টি সংগ্রহ বেড়েছে, টি এস আর ও পুলিশের ড্রেসিং এলাউন্স বৃদ্ধি করা হয়েছে। নারী নির্যাতন ও সড়ক দুর্ঘটনার হার হ্রাস পেয়েছে। সরকারি বিভিন্ন পরিষেবাকে ডিজিটালাইজড করে স্বচ্ছতা আনার প্রক্রিয়া জারি রয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পঞ্চদশ অর্থকমিশনের আর্থিক ঘোষণা আসার পরই শূণ্যপদগুলি পূরণ করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই এ সরকারের সময়কালে খালি হয়ে যাওয়া সকল শূণ্যপদগুলির জন্য অর্থ দপ্তরের কাছ থেকে আর্থিক অনুমোদন নিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, সরকার সাধ্যের মধ্যে সকলের জন্যই কাজ করতে সচেষ্ট।বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রেগায় শ্রমদিবস বাড়িয়ে ৪ কোটি করা হয়েছে। নতুন সরকার সেজ, এস ও পি, গোমতী প্রোটোকল রোড নির্মাণে সচেষ্ট রয়েছে। অটল জলধারা মিশনে ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে ৫২ হাজার নতুন সংযোগ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, নতুন সরকার জৈব পদ্ধতিতে চাষের জন্য চাষিদের উৎসাহিত করছে। রাজ্যের ৬,০০০ হেক্টর জমিকে এরজন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এরফলে ৯,০০০ জন কৃষক উপকৃত হবেন। তাছাড়া দেশের মধ্যে ত্রিপুরাতেই যাতে প্রথম জৈব পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা যায়, সে লক্ষ্যেও সরকার কাজ করছে।তাঁর কথায়, রাজ্য স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে চলছে। জব ক্রিয়েটর তৈরী হচ্ছে। সরকারি সেক্টরও যে ব্যবসা এবং আয় করতে পারে তা এরাজ্যের সরকারি অধিগৃহীত সংস্থাগুলো করে দেখাচ্ছে। তাঁর দাবি, বর্তমানে বহির্রাজ্যের মানুষ এ রাজ্যে ভ্রমণের জন্য আসছেন। রাজ্যে পর্যটকের সংখ্যা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্যের ৯১ শতাংশ উজ্জলা যোজনার প্রকৃত সুবিধাভোগীদের গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ই-পি ডি এস চালু করার ক্ষেত্রে সারা দেশের প্রথম ৩টি রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা অন্যতম।রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোচনা করতে গিয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, রাজ্যপালের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে এই সরকারের নীতি, দৃষ্টিভঙ্গী ও দিশা। এই রাজ্যকে মডেল রাজ্য বানানোর যে সংকল্প নিয়ে রাজ্য সরকার কাজ করছে তার প্রতিফলন ঘটেছে রাজ্যপালের ভাষণে। তিনি বলেন, এই সরকার প্রকৃতপক্ষেই জনগণের সরকার। এছাড়াও তিনি কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, গ্রামোন্নয়ন, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া, খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা সুরক্ষা, বিদ্যুৎ, উপজাতি কল্যাণ, পূর্ত প্রভৃতি দপ্তরের কর্মসূচি নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা করেন। এছাড়াও আলোচনা করেন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক ও বিধায়ক সুভাষ দাস। আলোচনার পর রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। বিরোধীরা রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধান্যবাদসূচক আলোচনার সময় সভায় উপস্থিত ছিলেন না।

মাশুল দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মৃত সুশান্ত ঘোষের অনুসন্ধান রিপোর্ট তৈরি করেন। তাঁর দাবি, ওই রিপোর্টে মৃতের শরীরে একমাত্র প্রতিবন্ধনী চিহ্ন ছাড়া কোন প্রকার বাহ্যিক আঘতের নেই। তাঁর আরও দাবি, জি ভি হাসপাতালের চিকিৎসকদের একটি দল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মৃতের ময়না তদন্ত করেন। শুধু তাই নয়, ওই পুরো প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফিও করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ময়না তদন্তের রিপোর্ট মোতাবেক মৃত্যুর কারণ ঝুলন্ত অবস্থায় শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু। তিনি জানান, মৃতদেহের অন্তরজন্ত্র সংরক্ষণ করে কোন বিষক্রিয়া অথবা মাদকাসক্তি জনিত কারণ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য স্টেট ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরো জানান, পশ্চিম আগরতলা থানার লক আপের প্রাকৃত ভিডিও ফুটেজ কোন প্রকার বৃকিটি হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য বহিঃরাজ্যের ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গাইডলাইন অনুসরণ করে থানার লক আপে মৃত্যুর বিষয়টি গত ১২ জানুয়ারি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সচিবকে অবগত করা হয়েছে। তাছাড়া, গত ১৩ জানুয়ারি ওই মৃত্যুর ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেটে পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিন তিনি জানান, কর্তব্যে গাফিলতির জন্য ওইদিন কর্তব্যরত সাব ইন্সপেক্টর সঞ্জিত দেববর্মা এবং সেন্টি বরখাস্ত করা হয়েছে। সাথে তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যে মৃতের পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ৩ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির ভিত্তিতে বিরোধীদলের সদস্য রতন ভৌমিক অতিরিক্ত প্রশ্ন তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, তখন ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য সুদীপ রায় বর্মন তদন্তাধীন মামলায় বিধানসভায় আলোচনায় বৈধতা নিয়ে সওয়াল করেন। তাঁর বক্তব্য, ওই মামলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন কিন্তু এর বাইরে অতিরিক্ত আলোচনা তদন্তকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই, বিধানসভায় আলোচনা না হাওয়াই উচিত হবে। উপাধ্যক্ষ ওই কথায় যৌক্তিকতা রয়েছে স্বীকার করে আলোচনা বাতিল করে দেন। তাতেই চটে লাল হয়ে যান বিরোধীরা।

বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন, বিধানসভা সচিবালয় ওই নোটিশটির আইনি দিক খতিয়ে না দেখে অধ্যক্ষের কাছে পাঠানো উচিত হয় নি। বিধানসভা সচিবালয়ের ভুলে নোটিসের জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই, এখন অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাব দিতে আপত্তি থাকা উচিত হবে না। কিন্তু, উপাধ্যক্ষ বিরোধীদের কোন কথা শুনতে রাজি হননি। তাতে, বিধানসভায় তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়। মাঝে আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে সওয়াল করার চেষ্টা করেন। তাতে বিরোধীরা আরও রেগে যান এবং মুখ্যমন্ত্রী জবাব দেওয়ার অনুরোধ জানান। এরই মাঝে উপাধ্যক্ষ পরবর্তী কার্যসূচি শুরু করে দেন। তাতে বিরোধীরা কন্ঠ রোধ করা হচ্ছে অভিযোগ এনে বিধানসভা ত্যাগ করে বেরিয়ে যান।

পরে বিধানসভার বাইরে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন, থানার লক আপে ওই মৃত্যু কোনভাবেই সন্দেহের উর্দ্ধে নয়। কারণ, মৃতের বোনের বক্তব্যের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির ফারাক রয়েছে। তাই, বিচারবিভাগীয় তদন্ত হলেই প্রকৃত রহস্যের উদ্ঘাটন হতো তিনি মনে করেন। এদিন তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, বিধানসভায় সংখ্যার জোরে বিরোধীদের কন্ঠ রোধ করা হচ্ছে। উপাধ্যক্ষ পদের গরিমা ভুলে গেছেন। তাই, বিধানসভা অধিবেশন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি আমরা। তাঁর বক্তব্য, বিরোধীদের প্রতি বিধানসভায় আচরণ মেনে নেওয়া যায় না। তাই, প্রতিবাদ না হলে ভুল বার্তা যাবে। বিরোধী দলনেতার দাবি, বিধানসভায় আজ মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি তদন্তে প্রভাবিত করতে পারে।

রাহুলেই ভরসা বিরাটের, নিউজিল্যান্ডে কি পন্থের জায়গায় মনীশ পান্ডে

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ওয়াংখেড়েতে মাথায় চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন ঋষভ পন্থ। সেদিনও কিপিং করতে হয়েছিল লোকেশ রাহুলকে। পরের দু''ম্যাচেও তিনিই কিপিং করেছেন। সিরিজ জিতে উঠে রাহুলের কিপিংয়ের প্রশংসা করেছেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। সেইসঙ্গে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, নিউজিল্যান্ডেও রাহুলই কিপিং করবেন। তাহলে কি ঋষভ পন্থের জায়গা হচ্ছে না দলে। কী বার্তা দিতে চাইলেন বিরাট? বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে সিরিজ জিতে উঠে সাংবাদিক সম্মেলনে বিরাট বলেন, ''রাহুলের কিপিং আমাদের সুযোগ করে দিচ্ছে একজন বেশি ব্যাটসম্যান খেলাতে। ফলে আমাদের শক্তি আরও বাড়ছে। রাহুল ভাল কিপিং করেছে। আমরা এটাই এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। দেখতে চাই সামনের দিনেও এটা সফল হয় কিনা। সবসময় দলে বদল করা যায় না। আমি প্লেয়িং ইলেভেনে কোনও বদল দেখছি না।'' এই প্রসঙ্গে ২০০৩ সালে বিশ্বকাপে ভারতের উইকেট কিপার হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের কথা তুলে আনেন বিরাট। তিনি বলেন, ''দলের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য এটা খুবই জরুরি। ২০০৩ সালের বিশ্বকাপে রাহুল ভাই কিপিং করা শুরু করেন। ফলে একজন বেশি ব্যাটসম্যান খেলানোর সুযোগ পেয়েছিল দল। তার ফলও মিলেছিল। অনেক বেশি আগ্রাসী ক্রিকেট খেলছিল ভারত।'' দলের স্বার্থে যে কোনও পজিশনে ব্যাট করতে রাহুল তৈরি বলেই জানিয়েছেন বিরাট। তিনি বলেন, ''দলের জন্য যে কোনও পজিশনে খেলতে তৈরি রাহুল। কারণ ও একজন ভাল ব্যাটসম্যান। যে কোনও পজিশনেই রাহুল ভাল খেলার ক্ষমতা রাখে। ও হয়তো প্রথম বল থেকেই চালিয়ে খেলবে না। কিন্তু রাজকোটেও রাহুল কিন্তু ভাল ক্রিকেটিং শটই খেলছিল। আমি আশা করছি নিজের খেলা নিয়ে সম্পূর্ণ ধারনা রয়েছে রাহুলের।'' গত কয়েক মাসে বারবার ঋষভ পন্থের ব্যাটিং ও কিপিং সমালোচনার মুখে পড়েছে। কোনও ম্যাচ দুরন্ত খেলেছেন তো তারপর ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তারপরেও দল কিন্তু ক্রমাগত তাঁকে খেলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া সিরিজে যেভাবে ব্যাটিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাল কিপিং করেছেন রাহুল, তাতে কিন্তু পন্থের দলে সুযোগ পাওয়া সমস্যা। কারণ সেক্ষেত্রে মনীশ পাণ্ডের মতো একজন অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান ও দুরন্ত ফিল্ডারকে খেলাতে পারছে ম্যানেজমেন্ট। দলের ব্যাটিং আরও শক্তিশালী হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেই সেটা দেখা গিয়েছে। ২৪ জানুয়ারি থেকে নিউজিল্যান্ডে টি ২০ সিরিজ শুরু ভারতের। এখন দেখার সেখানে রাহুল ব্যাট-গ্লাভস হাতে কী করেন। বিরাটের ভরসার জবাব তিনি দিতে পারেন কিনা।

জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে যাচ্ছেন ভারতীয় ক্রিকেটের অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া

নতুন দিল্লি, ২০ জানুয়ারি: আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমির () যাত্রা শুরু করছেন ভারতীয় ক্রিকেটের অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া (সেদিন থেকেই এনসিএ প্রধান রাহুল দ্রাবিড় (এবং প্রশিক্ষক দলের নজরদারিতে নতুন করে যাত্রা শুরু করবেন তিনি। আগেই মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে (অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে উদ্বোধনী ওডিআইয়ের যখন প্রশিক্ষণ দিতে গিয়েছিলেন তখনই তাঁকে এনসিতে যেতে বলা হয়েছিল।আইএএনএস সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১৫ থেকে ২০ দিনের কর্মসূচি হবে এটি। বিগত বছরের অক্টোবরে হার্দিকের পিঠে অস্ত্রোপচার () হয়েছিল। সেপ্টেম্বর থেকে পিঠের চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছিল পান্ডিয়াকে। ইংল্যান্ডে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। অন্যদিকে, ২০১৮ সালে এশিয়া কাপেও () পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে নিজের বোলিংয়ের সময় বিপজ্জনকভাবে পরে গিয়ে চোট পান হার্দিক। এরপর স্ট্রেচারে সওয়ার হয়েই মাঠ ছেড়েছিলেন পান্ডিয়া। সেই থেকেই পিঠের নিচের অংশ চোট নিয়ে বারেবারে সমস্যায় পড়েছেন। এবার বিশ্বকাপের পর অবশ্য চোট গুরুতর থাকার অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল। ইংল্যান্ডের অস্ত্রোপচার ও রিহ্যাবের পর পান্ডিয়ার সুস্থতার খবর মিললেও নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য ফিটনেস পরীক্ষায় ব্যর্থ হন হার্দিক। অন্যদিকে, আগামী ২৪ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার নিউজিল্যান্ড সফর। ব্ল্যাক ক্যাপসদের বিরুদ্ধে পাঁচটি টি টোয়েন্টির-র পাশাপাশি তিনটি ওয়ান ডে ও দুটি টেস্ট খেলবেন কোহলিরা। নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য ১৫-র বদলে ১৭ জনের দলও ঘোষণা করতে পারেন নির্বাচকরা। তবে অতিরিক্ত ক্রিকেটার নেওয়া হলে সেক্ষেত্রেও হার্দিকের সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা এখন অনেকটাই কম। আরও পড়ুন: জন্মদিনের বিতর্কিত শুভেচ্ছা জানানো হার্দিক পান্ডিয়াকে চালাকির সঙ্গে জবাব দিলেন জাহির খানভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য যে দুটো ফিটনেস পরীক্ষা (দিতে হয় সেই দুটো ফিটনেস পরীক্ষাতেই পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হন হার্দিক। ন্যূনতম যে নম্বর পেতে হয় তার তুলনায় অনেকটাই কম নম্বর পেয়েছেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট (খেলার জন্য হার্দিক পান্ডিয়া এখনো পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে পারেনি। আর সেই কারণেই আরও বেশ কিছুদিন জাতীয় দলের বাইরে থাকতে হচ্ছে এই অলরাউন্ডারকে। চোটের কারণে দীর্ঘদিন ক্রিকেট থেকে দূরে থাকার পর জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাদেরই মাটিতে ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে ফের মাঠে নামতে পারেন অল-রাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া।

রোহিতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ শোয়েব মনে পড়ে গেল সচিনের ছক্কার কথা

বেঙ্গালুরুতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রোহিতের দুরন্ত ব্যাটিং দেখে সচিন তেন্ডুলকরের কথা মনে পড়ে গেল শোয়েব আখতারের। প্রাক্তন পাক তারকা মনে করেন, ব্যাটিংটা রোহিতের সহজাত প্রতিভা। পিচ বা বোলার যত ভালই হোন না কেন, নিজের দিনে যে কোনও বোলিং আক্রমণকে শাসন করতে পারেন ভারতের ডান হাতি ওপেনার।রবিবার বেঙ্গালুরুতে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জয়ে বড় ভূমিকা নেন রোহিত। অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া ২৮৭ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে ঝকঝকে শতরান করেন তিনি। ১১৯ রানের ইনিংস সাজানো ছিল আটটি চার এবং ছ''টি ছক্কা হাঁকান রোহিত। এই নিয়ে অস্ট্রেলিার বিরুদ্ধে অষ্টম শতরান করলেন রোহিত। সচিন তেলকরের পরে বিরাট কোহলি এবং তাঁরই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সবথেকে বেশি শতরান রয়েছে। দ্বিতীয় উইকেটে তাঁর এবং বিরাট কোহলির ১৩৭ রানের জুটি ভারতের কাজ অনেকটাই সহজ করে দিয়েছিল।হিটম্যানের ব্যাটিং দেখে মুগ্ধ শোয়েব নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেন, ''রোহিত যখন ছন্দে থাকে তখন বলটা ভাল না খারাপ তা নিয়ে বিশেষ ভাবে না। কারণ ওর কাছে বলটা খেলার জন্য প্রচুর সময় থাকে। সেই কারণেই ওর শট খেলা দেখতে এত ভাল লাগে। ব্যাটিংটা ওর কাছে খুবই সহজাত বিষয়।''রবিবার বেঙ্গালুরুতে অসি পেসার মিচেল স্টার্কের একটি বলে আপার কাট-এ ছয় মারেন রোহিত। যা দেখে শোয়েবের সচিন তেন্ডুলকরের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত ২০০৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপে শোয়েবকেও একই কায়দায় আপার কাট-এ ছয় মেরেছিলেন সচিন। সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে শোয়েব বলেন, ''রোহিত কতটা নির্মমভাবে মারল, তা সবাই দেখছে। মেরে মেরে অস্ট্রেলিয়ানদের ভড়তা বানিয়ে দিয়েছে। মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স কাউকেই রেয়াত করেনি রোহিত। ওর কাট শট দেখে আমার সচিনের মারা ছয়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।''প্রসঙ্গত গত বছরই বিশ্বকাপের সময় পাকিস্তানের হাসান আলিকে রোহিত এভাবেই আপার কাটে ছয় মেরেছিলেন। তখনও তাঁর সেই শটের সঙ্গে ২০০৩ সালের বিশ্বকাপে শোয়েব আখতারকে মারা সচিন তেন্ডুলকরর ছয়ের তুলনা টানা হয়েছিল। রবিবারের ম্যাচের পর রোহিত নিজেই বলেন, ''এই ধরনের দিনে সবকিছু ঠিকঠাক হলেই তখন ভাল লাগে। এটা আমাদের জন্য নির্ণায়ক ম্যাচ ছিল। আমরা তাই খেলাটা উপভোগ করতে চেয়েছিলাম। অস্ট্রেলিয়াকে ২৯০-এর নীচে বেঁধে রাখাটাই বড় কৃতিত্ব। কে এল আউট হওয়া পর ওই পরিস্থিতিতে বিরাটের থেকে ভাল আর কেউ ব্যাটিং করতে পারত না।''

পিচ প্রস্তুতি নিয়ে ফের অস্বস্তিতে বিসিসিআই সমর্থকদের রোষের মুখে সৌরভ গাঙ্গুলি

গুয়াহাটিতে হেয়ার ড্রায়ার, ইস্ত্রি দিয়ে পিচ শুকোনোর কথা মনে আছে! বৃষ্টির পর পিচকে খেলার উপযুক্ত করতে মাঠকর্মীদের সেই মরিয়া প্রচেষ্টার কথা ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকরা অন্তত সহজে ভুলবেন না। কিন্তু জানেন কি, গুয়াহাটির মতো রাজকোটেও এমনই কাণ্ড ঘটেছে? এখানেও ম্যাচ শুরুর আগে পিচ প্রস্তুতির জন্য আদ্যিকালের ব্রাশ ব্যবহার করতে দেখা যায় কয়েকজন মহিলাকে। সেই ছবি নেটদুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই অস্বস্তিতে পড়ে যায় বিসিসিআই। এত বিতর্কের পরও পিচ পরিষ্কার এবং প্রস্তুতির জন্য আধুনিক সরঞ্জাম কেন কেনা হচ্ছে না? প্রশ্ন তোলেন নেটিজেনরা।মিনিতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিসিসিআইয়ের ধারেকাছে আসে না অন্য কোনও বোর্ড। অথচ, দেশের একাধিক ক্রিকেট সংস্থায় পরিকাঠামোর অবস্থা তথৈবচ। গুয়াহাটিতেই তার প্রমাণ মিলেছে। রাজকোটেও খানিকটা তেমনই ঘটে। ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ওয়ানডে শুরুর আগে দেখা যায় কয়েকজন মহিলা পিচের উপর ব্রাশ দিয়ে কিছু পরিষ্কার করছেন। যা পিচ প্রস্তুতিরই অঙ্গ।এই ভিডিওটি প্রথম টুইটারে পোস্ট করা হয় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার টুইটার হ্যান্ডেল থেকে। তারপরই ভাইরাল হয়ে যায় এই পোস্ট। গুয়াহাটিতেই তার প্রমাণ মিলেছে। রাজকোটেও খানিকটা তেমনই ঘটে। ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ওয়ানডে শুরুর আগে দেখা যায় কয়েকজন মহিলা পিচের উপর ব্রাশ দিয়ে কিছু পরিষ্কার করছেন। যা পিচ প্রস্তুতিরই অঙ্গ।এই ভিডিওটি প্রথম টুইটারে পোস্ট করা হয় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার টুইটার হ্যান্ডেল থেকে। তারপরই ভাইরাল হয়ে যায় এই পোস্ট। এটা দেখেই সমর্থকদের প্রশ্ন, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের (মতো ব্যক্তি বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা সত্ত্বেও, পরিকাঠামোগত উন্নতি কেন হচ্ছে না?অধিনায়ক হিসেবে নয়া রেকর্ডের মালিক কোহলি, টপকে গেলেন ধোনিকেউল্লেখ্য, এর আগে গুয়াহাটি ওয়ানডেতে বৃষ্টির পর চরম অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছিল বিসিসিআইকে। জানুয়ারি, রবিবার বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে খেলা শুরুর আগে বৃষ্টি হয়। সেই বৃষ্টির তীব্রতা খুব বেশি না থাকলেও, সেদিন খেলা আর শুরু করা যায়নি। মাঠকর্মীরা ইস্ত্রি, হেয়ারা ড্রায়ার দিয়ে সাধ্যমতো পিচ শুকোনোর চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেননি। সেদিনই প্রশ্ন উঠেছিল, ভারতের মতো আর্থিকভাবে সংগতিশীল দেশে কেন পিচ প্রস্তুতির জন্য আধুনিক সরঞ্জাম হয়নি। রাজকোটের ঘটনা আরও একবার সেই প্রশ্নের সামনেই দাঁড় করাল বোর্ডকে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-19/EE/RD-TLM/19-20 Dt: 17/01/2020

The Executive Engineer, RD Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **3.00 P.M** on **04/01/2020** for **02(Two) nos** construction works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact **03825-26209 / 8731074766 / 9862139398.** Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-2256/2019-20

Sd/Illegible
Executive Engineer
RD Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

NIFol NO. GMU/NPDD/MILK PARLOUR/2019/ 1385, DATED 17/01/2020

Notice inviting expression of interest

Name of Work: Outlet for setting up of Milk Products Parlour of Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd. at different prime locations in Tripura under NPDD.

Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd. decided to offer some Business opportunities to eligible persons/firm in Tripura to sale the Milk and Milk Products of Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd. in Tripura.For details kindly visit https://gomatimilkunion.in.

ICA/C-2262/2019-20

Managing Director

সুনীল ছেত্রীর বাড়িতে সিরিজ জয়ের পার্টি সারলেন ''বীরুষ্কা''

বেঙ্গালুরু: সস্ত্রীক এক ফ্রেমে দেশের ক্রিকেট ও ফুটবল দলের অধিনায়ক। দেশের ক্রীড়া অনুরাগীদের জন্য এমন ফ্রেম মনের মণিকোঠায় বাঁধিয়ে রাখার মতো। ২০১৯ আইপিএল শুরুর আগে বিরাট কোহলি নেতৃত্বাধীন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের অনুশীলনে সারপ্রাইজ ভিজিট করেছিলেন ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। আর রবিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুরন্ত সিরিজ জয়ের পার্টি সুনীল ছেত্রীর বাড়িতে ডিনার টেবিলেই সারলেন বিরাট কোহলি। সঙ্গী অবশ্যই বেটার হাফ অনুষ্কা শর্মা।রিয়েল লাইফে একে অপরের ভালো বন্ধু হলেও সাম্প্রতিক অতীতে বীরুষ্কা ও সস্ত্রীক সুনীল ছেত্রীকে একই ফ্রেমে দেখার সৌভাগ্য হয়নি অনুরাগীদের। তাই রবিবার সিরিজ জয়ের পর সুনীল-সোনমের বেঙ্গালুরুর বাড়িতে বীরুষ্কার নাইট-আউট স্পেশাল হয়ে রইল ফ্যানেদের জন্য। নিজের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে বিশেষ সেই মুহূর্তের ছবি পোস্ট করলেন সুনীল পত্নী সোনম। ক্যাপশন হিসেবে লিখলেন, ''দীর্ঘক্ষণ আমাদের কাছে কোনও ফোন ছিল না। না ছিল সময়ের তাড়া।

চারজন আলাদা মানুষ একসঙ্গে একই ছাদের নীচে বসে শেয়ার করলাম অনেককিছু। তোমাদের দু''জনকে আপ্যায়ন করতে পারার অনুভূতিই আলাদা। তোমরা দু''জন অসাধারণ।''সোনমের পোস্টের প্রত্যুত্তরে বিরাট পত্নী লেখেন, ''দারুন একটা সন্ধে কাটালাম। এরপর বিনা নিমন্ত্রণে চলে গেলে অবাক হবে না।'' অনুষ্কার এই মন্তব্যের পালটা সোনমের মন্তব্য মন ছুঁয়ে যেতে বাধ্য ফ্যানেদের। সুনীল পত্নী অনুষ্কাকে বলেন, ''তোমরা জানো আমরা কোথায় থাকি। সবসময় জানবে ব্যাঙ্গালোরে আমাদের বাড়ি তোমাদের বাড়ি।'' সোনম ভট্টাচার্যের পোস্ট করা ছবি ইন্টারনেটে এখন বিকোচ্ছে হট-কেকের মতো।উল্লেখ্য, নির্ণায়ক ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে ৭ উইকেটে হারিয়ে বেঙ্গালুরুতে রবিবার সিরিজ জেতে ভারতীয় দল। রোহিত-বিরাটের ব্যাটে ভর করে অজিদের ছুঁড়ে দেওয়া ২৮৭ রানের লক্ষ্যমাত্রা ১৫ বল বাকি থাকতেই হাসিল করে নেয় ''মেন ইন ব্লু''। রোহিতের ঝকঝকে ১১৯ রানের পাশাপাশি অধিনায়কোচিত ৮৯ রান আসে বিরাটের ব্যাট থেকে। সিরিজ সেরাও হন ভারত অধিনায়ক।

৩০০ রানের নজির মনোজ তিওয়ারির

কলকাতা : ৩০৩* - হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে এটাই রান মনোজ তিওয়ারির। ৪১৪ বলে ৩০৩ রানের ইনিংস সাজানো ৩০ টি চার ও ৫ টি ছয় দিয়ে। স্ট্রাইকরেট ৭৩.১৯। মূলত মনোজের ব্যাটে ভর দিয়েই হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে বাংলা ৭ উইকেটে ৬৩৫ রানে ডিক্লেয়ার দেয়।২২ বছর বাদে বাংলা ক্রিকেটে কোনও ক্রিকেটার ত্রিশতরান করল। ১৯৯৮ সালে দেবাং গান্ধি অসমের বিরুদ্ধে তিনশো রান করেছিলেন।২০২০ সালে ফের ত্রিশতরান - এবার এই কৃতিত্ব গড়লেন আইপিএলে ব্রাত্য মনোজ তিওয়ারি। এবারের আইপিএল নিলামে কোনও ফ্রাঞ্চাইজি মনোজকে কিনতে আগ্রহ দেখাননি। ফলে প্রাক্তন বঙ্গঅধিনায়ক রয়ে গেছেন। ব্রাত্য।

PNIeT NO-14/PNIeT/EE/DWS/BLN/2019-20
percentage rated e-tender in single bid are invited for the following work:

Sl No	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Cost of tender set	Deadline for online bidding	Place, Time and date of opening of online bid	Website for online bidding	Class of Bidder
1	DNIe-T No : 51/DNIeT/EE/ DWS/BLN/2019-20	14,95,758.21	14,958.00	Rs. 1000.00	Upto 15.00 Hrs on 04.02.2020	At 15.30 Hrs on 04/02.2020 if Possible, Office of the Executive Engineer, DWS Division, Belonia.	https:tripuratenders.gov.in.	Appropriate Class/Category as per Nle-T
2	DNIe-T No : 52DNIeT/EE/ DWS/BLN/2019-20	10,05,438.09	10,054.00					
3	DNIe-T No : 53/DNIeT/EE/ DWS/BLN/2019-20	10,05,438.09	10,054.00					
4	DNIe-T No : 54/DNIeT/EE/ DWS/BLN/2019-20	10,05,438.09	10,054.00					
5	DNIe-T No : 55/DNIeT/EE/ DWS/BLN/2019-20	10,05,438.09	10,054.00					
6	DNIe-T No : 565/DNIeT/EE/ DWS/BLN/2019-20	10,96,527.60	10,965.00					
7	DNIe-T No : 57/DNIeT/EE/ DWS/BLN/2019-20	10,96,527.60	10,965.00					
8	DNIe-T No : 58/DNIeT/EE/ DWS/BLN/2019-20	11,04,893.75	11,049.00					
9	DNIe-T No : 59DNIeT/EE/ DWS/BLN/2019-20	10,92,950.31	10,930.00					
10	DNIe-T No : 60/DNIeT/EE/ DWS/BLN/2019-20	10,70,108.02	10,701.00					
11	DNIe-T No : 61/DNIeT/EE/ DWS/BLN/2019-20	10,70,108.02	10,701.00					
12	DNIe-T No : 62/DNIeT/EE/ DWS/BLN/2019-20	9,74,439.35	9,744.00					
13	DNIe-T No : 63/DNIeT/EE/ DWS/BLN/2019-20	3,23,122.20	3,231.00					
14	DNIe-T No : 64/DNIeT/EE/ DWS/BLN/2019-20	4,85,090.18	4,851.00					
15	DNIe-T No : 65/DNIeT/EE/ DWS/BLN/2019-20	4,88,065.50	4,881.00					
16	DNIe-T No : 66/DNIeT/EE/ DWS/BLN/2019-20	4,88,065.50	4,881.00					
17	DNIe-T No : 67/DNIeT/EE/ DWS/BLN/2019-20	4,01,211.20	4,012.00					

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.trinuratenders.gov.inatfree of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.trirouratendersfov.in For details please visit www.tripuratenders.uov.in for any query please contact.03823-224-812

For and on behalf of Governor of Tripura.

ICA/C-2267/2019-20

(Er. T. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Belonia
Belonia, South Tripura

ধোনির বাইকের শো-রুম ফ্যানেদের জন্য খুলে দিলেন সাক্ষী

রাঁচি: মহেন্দ্র সিং ধোনির বাইক-প্রেম কারোর অজানা নয়। ক্রিকেট কেরিয়ারের প্রথম থেকেই বাইকের প্রতি তাঁর আসক্তি এখনও এতটুকু কমেনি। রাঁচির রিং রোডে ধোনির বিলাসবহুল বাড়ির শো-রুমে শোভা পায় তাঁর পছন্দের অগণিত বাইক। অবশেষে তা ফ্যানেদের সামনে আনলেন ধোনি পত্নী সাক্ষী সিং রাওয়াত।সোমবার এক ফ্যান ইনস্টাগ্রামে ধোনির বাইকের শো-রুমের ভিডিও আপলোড করে। ধোনি পত্নী সাক্ষী সেই ভিডিও নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পোস্ট করেন। এর পরই ধোনির বাইক কালেকশন ফ্যানেদের সামনে আসে। সাক্ষী ভিডিওটির ক্যাপশন দেনআন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মধ্যগগনে থাকাকালীন রাঁচির রিং রোডে প্রাসাদোপম বাড়ি করেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। সেখানেই বাইক রাখার জন্য বিশাল শো-রম করেন ধোনি। ঠিক কত বাইক রাখা রয়েছেন তা জানা না-গেলেও ধোনির কালেকশনে রয়েছে -এর মতো দামি দামি বাইক। অতীতে লালবাজারে এসে তাঁর পছন্দের বাইক নিয়ে গিয়েছেন মাহি।বাইক ছাড়াও অনেক বিদেশি দামি চার চাকার গাড়িও শোভা পাচ্ছে ধোনির বাড়ির শো-রুমে। এদের মধ্যে রয়েছে১৬ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা ৩৮ বছরের ধোনি কেরিয়ারের সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। গত বছর ইংল্যান্ডের মাটিতে বিশ্বকাপের পর থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন মাহি। প্রায় ছ'' মাস ''মেন ইন ব্লু'' জার্সিতে দেখা যায়নি দু''বাবের বিশ্বকাপ জয়ী ভারত অধিনায়ককে। ফলে সম্প্রতি বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন ধোনি।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

কঙ্কালসার অবস্থায় বিবেকানন্দ দ্বাদশ বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ জানুয়ারি ।। ৫-এর দশকে স্থাপিত হওয়া একটি বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা অনেকটা কঙ্কালের মতো। রাম আর বাম উভয়কালেই উন্নয়নের ঢেঁকুর বা উন্নয়নের আশ্বাস পায় ওই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সহ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বাস্তবে স্কুলের পরিকাঠামোর উন্নয়ন তারা প্রত্যক্ষ করতে পারল না। তেলিয়ামুড়া শহরের উককণ্ঠে কয়েকটি বনেদি বিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটি হল বিবেকানন্দ দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়টি ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ওই সময় তেলিয়ামুড়াতে সবেমাত্র ৩টি বিদ্যালয় ছিল। এর মধ্যে বিবেকানন্দ দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়টি ওই সময়ে উচ্চ বিদ্যালয় হিসাবে ছিল। পরে ১৯৭০ সালে বিদ্যালয়টি দ্বাদশ শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছিল। বিদ্যালয়টির স্থাপিত কাল থেকে যেসব শ্রেণিকক্ষ গুলি ছিল তা বর্তমানেও বহাল। স্বাধীনতার দীর্ঘবছর পেরিয়ে গেলে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর কোনো উন্নয়ন ঘটেনি। এই বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৭০০ জন। ওইসব ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক শিক্ষিকা থাকলেও পরিকাঠামোর অভাবে সব চেষ্টা বিফলের দিকে। বিগত বাম আমলে এই বিদ্যালয়ে অর্থাৎ ২০১৫-১৬ ইং শিক্ষাবর্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে বিজ্ঞান বিভাগও চালু করা হয়েছিল। এছাড়া বিগত বছরে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে এই বিদ্যালয়ের কয়েকটি শ্রেণিকক্ষের ছাউনি উড়ে যায়। কিন্তু বছর ঘুরে ফিরে আবারও ঘূর্ণিঝড়ের সময়কাল ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতি হওয়া শ্রেণিকক্ষগুলি সংস্কার করে দেয়নি প্রশাসন। বর্তমানে বিবেকানন্দ দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের অভাব। যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে দুর্ভোগ সহ্য করতে হচ্ছে। রাজ্য শিক্ষা দপ্তর সহ প্রশাসন এই বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর ভগ্নদশার ব্যাপারে জেনেশুনেও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ওই বিদ্যালয়ের উন্নয়ন নিয়ে কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। তবে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা দীর্ঘ বছর ধরে দাবি প্রশাসন যাতে বিদ্যালয়ে পরিকাঠামো পরিবর্তন করে নতুন পাকা স্কুলবাড়ি নির্মাণ করে দেয়।

শিশু পাচার ও সুরক্ষায় প্রজ্ঞাভবনে কর্মশালা

আগরতলা, ২০ জানুয়ারি : জাতীয় শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশন এবং রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের যৌথ উদ্যোগে জেলাভিত্তিক শিশু পাচার রোধে এবং শিশু সুরক্ষার এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে। কর্মশালার উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক সন্দীপ মাহাত্মে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য শিশু অধিকার ও সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান নীলিমা ঘোষ, বিশিষ্ট আইনজীবি কহিনুর এন, ভট্টাচার্যি সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলাশাসক সন্দিপ মাহাত্মে বলেন শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার জন্য প্রশাসন দুইটি স্তরে কাজ করছে প্রথমত শিশুদের কল্যাণসাধন দ্বিতীয়ত সামাজিক ভাবে তাদের স্থান করে দেওয়া। শিশুদের কল্যাণে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। এদের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টিকরনের জন্য সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছে। রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সকলকে উনার পাশে থেকে শিশু সুরক্ষা ও কল্যাণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন শিশুদের মনোরঞ্জনের জায়গা ধীরে ধীরে কমে আসায় শিশুরা সঠিক ভাবে খেলাধূলা ও আনন্দ ফূর্তিতে বেড়ে উঠতে পারছে না। বেশির ভাগ শিশুই চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে মোবাইল ফোনে সোশ্যাল মিডিয়া গুলিতে চোখ রাখছে। ফলে তাদের নৈতিকতার সমলন ঘটছে। অভিভাবকদের সেই দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। শিশু সন্তানদের ও সময় দিয়ে তাদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিতে হবে।

একলব্য স্কুলে বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি ।। রাজ্যে জনজাতি অংশে মানুষের শিশু সন্তানদের শিক্ষার আওতায় আনতে যে একলব্য স্কুল খোলা হয়েছে। সেই স্কুলের প্রিন্সিপাল, শিক্ষক এবং ওয়ার্ডেনদের জন্য ১৮ থেকে ২০ জানুয়ারি তিনদিনব্যাপী এক বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। রাজধানীর আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণ

ছয়ের পাতায় দেখুন

নেতাজি কিন্ডার গার্টেন স্কুলের ২৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ জানুয়ারি ।। উদয়পুর ধ্বজনগরস্থিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেতাজি কিন্ডার গার্টেন স্কুলের ২৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস আগামী ২৩শে জানুয়ারি। সে উপলক্ষ্যে সোমবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হরেকৃষ্ণ গোস্বামী সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান ১৯৯৭ সালে ২৩শে জানুয়ারি ছয়জন ছাত্র ও চারজন শিক্ষক নিয়ে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পথ চলা শুরু। বর্তমানে এই শিক্ষা ১৬জন শিক্ষক ও ২৪৩ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন রয়েছে। রাজ্য সরকার এই বিদ্যালয়কে আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কের পাশে সার সাতগন্ডা জায়গা দান করেছে। ২৩শে জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এই বিদ্যালয়ের অভিভাবক দীপক দেব বিদ্যালয়টি যেহেতু নেতাজির নামে প্রতিষ্ঠিত সেই জন্য তিনি বিদ্যালয়টিতে একটি নেতাজির মূর্তিও দান করেছেন। সেই জন্য ২৩শে জানুয়ারি ২০২০ইং সকাল ১০টায় রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় এবং গোমতী জেলার সভাধিপতি স্বপন অধিকারীর হাত ধরে এই নেতাজির মূর্তির আবরণ উন্মোচন হবে।

শোপিয়ানে সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর এনকাউন্টারে খতম ৩ জন হিজবুল জঙ্গি

শ্রীনগর, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় সন্ত্রাস-দমন অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। এবার জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে ৩ জন হিজবুল মুজাহিদিন সন্ত্রাসবাদী। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে একজনের নাম আদিল আহমেদউ প্রাক্তন স্পেশ্যাল পুলিশ অফিসার (এসপিও) আদিল আহমেদ ২০১৮ সালে পুলিশ বাহিনী ত্যাগ করে হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিয়েছিল। প্রাক্তন বিধায়ক ওয়াচ্চি আইজাজ আহমেদ মীরের বাসভবন থেকে সাতটি একে ৪৭ রাইফেল লুট করে পালিয়েছিল আদিল আহমেদ।

কাশ্মীর জোন পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় শোপিয়ান জেলার ওয়াচ্চি এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সোমবার সকালে তল্লাশি অভিযান শুরু করে সুরক্ষা বাহিনী। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন সন্ত্রাসবাদীদের আত্মসমর্পণ করতে বলেন সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা। কিন্তু, আত্মসমর্পণ করার পরিবর্তে সন্ত্রাসবাদীরা গুলি চালাতে শুরু করে। তখনই পাল্টা গুলি চালান জওয়ানরাউ এনকাউন্টারে খতম হয়েছে ৩ জন হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি।

আক্রান্ত সিপিএম নেতা জিবিতে চিকিৎসাধীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি ।। গত শনিবার সিপিআইএম হালাহালি লোকালের কৃষকসভা সম্পাদক রণধির দেব সিপিআইএম পার্টির ঐ এলাকার সম্পাদক অঞ্জন দাসের কলাছড়াস্থিত বাড়িতে আরও দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে কিছু পরামর্শের জন্য যান। আলোচনা সেরে ফেরার পথে এদের তিনজনের উপর দুষ্কৃতিকারীরা হামলা করলে রণধির দেব গুরুতর আহত হয়ে আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি হন। তার দুইটি হাত ও পায়েগুরুতর জখম হয়। সোমবার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর আহত রণধির দেবকে দেখতে জিবি হাসপাতালে যান। তিনি সেখানে গিয়ে তার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি জানান সারা রাজ্যে সিপিআইএম কৃষক সভা যখন নতাদের সম্মেলনগুলি সফলভাবে করতে চলছে তখন বিজেপির গুন্ডাবাহিনী তাদের উপর প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে আক্রমণ শানাচ্ছে। বিশেষ করে কমলপুর, মানিকভান্ডার, হালাহালি অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে চলছে।

উদয়পুরের শিশু পার্কে সাফাই কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ জানুয়ারি ।। উদয়পুরের পুর পরিষদের উদ্যোগে সোমবার উদয়পুরের শিশু পার্কে সাফাই কর্মীদের জন্য এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই স্বাস্থ্য শিবিরের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধন করেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শিতল চন্দ্র মজুমদার, ভাইস চেয়ারম্যান অনুপম চৌধুরী, গোমতী জেলা হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অভিজিত দত্ত সহ বিশিষ্টজনেরা এই দিনে এই স্বাস্থ্য শিবিরে বিনামূল্যে ওষুধও বিতরণ করা হয়। এই স্বাস্থ্য শিবিরকে ঘিরে সকল সাফাই কর্মীরা চিকিৎসা পরিষেবা নিতে এগিয়ে আসে।

কদমতলায় আম্বেদকরের জীবনী নিয়ে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ২০ জানুয়ারি ।। উত্তর জেলার নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং সরসপুর সবুজ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় সোমবার আয়োজন করা হয় জাতীয় যুব সচেতনতা দিবস এবং ভারতীয় সংবিধান সংশোধনী দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ডঃ বি আর আম্বেদকরের জীবনী নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা। একদিকে বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ এবং অপরদিকে সংবিধানের জনক ডঃ বি আর আম্বেদকরের জীবনী নিয়ে আলোচনা সভা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথমেই প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সবুজ সংঘের উদ্বোধক শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্যী। তারপর স্বাগত ভাষণ রাখেন জাতীয় যুব পুরস্কারপ্রাপ্ত নিরঞ্জন নাথ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব। বিশেষ অতিথি অপর্ণা মালাকার কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা।

সোমবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিকতায় অনবদ্য অবদানের জন্য রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ পুরস্কার প্রদান করেন। ছবি- পিআইবি।

পরিকাঠামো নেই করিমগঞ্জ জেলার কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : সকলেই জানেন, কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের প্রায় ৮০ শতাংশ গ্রামীণ অর্থনীতি কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু দেশের অন্যতম প্রান্তিক জেলা দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জের ৯০ শতাংশ গ্রামে নেই কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় সেচ ব্যবস্থা। আর এর মধ্যে রয়েছে প্রকৃতির হেয়ালিপনা। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, খরা, বন্যায় কৃষককুলকে বছরের বারো মাস মানসিক চাপের মধ্যে থাকতে হচ্ছে। বিশেষ করে রামকৃষ্ণনগর মহকুমার কৃষি উন্নয়নখণ্ডের অন্তর্গত শনবিলের বোরো ধান চাষিরা প্রকৃতির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এপ্রিল মাসে যদি জোরদার দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যায় তবে কৃষকদের সোনার ফসল তছনছ করে দেয় সিংলা নদীর জল। আবার শুকনো মরশুমে বিলের উঁচু এলাকায় দেখা দেয় জলের অভাব। সরকারি ভাবে কৃষকদের বোরো ধানের বীজ দিয়ে মাঝে-মধ্যে সাহায্য করা হয়। কিন্তু প্রতিবছরই বীজ আসে দেরিতে। এ নিয়ে এবারও কৃষকরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বোরো ধানের বীজের প্রয়োজন অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। কিন্তু বীজ এ বছরও এসেছে ডিসেম্বরে।

আনন্দপুর এলাকার বোরো ধান চাষি জনৈক নীরোদ দাস, শচীন্দ্র দাস, সমৃদ্ধিপুর এলাকার রবীন্দ্র দাস, নেপালচন্দ্র দাস, কল্যাণপুর এলাকার বিবেকানন্দ দাসরা জানান, গত বছর কিছু বোরোধানের ফসল হয়েছিল শনবিল অঞ্চলে। যার জন্য বীজ হাতে থাকায় এ বছর তাঁরা সময়মতো বপন করতে পেরেছেন। সরকারি বীজ ধানের অপেক্ষায় থাকলে তাঁদের আর এ বছর খেত পাকাল হয়ে থাকত। অভিযোগ করে তাঁরা বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় প্রতি বছরই বীজ দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু এগুলো বণ্টন হয় অসময়ে। অক্টোবরের শেষভাগ থেকে বীজের প্রয়োজন থাকলেও তাঁদের হাতে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যায়। ফলে সরকার প্রদত্ত বীজ কৃষকদের কোনও কাজে লাগে না।

রাতাবাড়ি, নিভিয়া, দুল্লভছড়ার কৃষকরা জানান, রবিশস্য যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি, টম্যাটো, আলু, মরিচ, বেগুন ইত্যাদির বীজ অনেক দেরিতে এ বছরও কৃষিবিভাগ থেকে বণ্টন করা হয়েছে। তাঁরা বলেন, সরকারি বীজ অসময়ে বণ্টন হয়, এখন এটাই রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবিশস্যের জন্য জলের প্রয়োজন হলেও কৃষকরা নিজস্ব উদ্যোগেই জলের ব্যবস্থা করেন। কারণ এ সব অঞ্চলে সরকারি ভাবে কোনও সেচের ব্যবস্থা নেই। সরকার থেকে যদিও পাম্পসেট ইত্যাদি দেওয়া হয়, কিন্তু তা হাতেগোনা কয়েকজনই পেয়ে থাকেন। অনেক সময় দেখা যায়, যাঁরা কোনও দিনও কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত নন তাঁরাই এ সব পেয়েছেন।

গফুর আলি, জব্বার মিঞা, মোরাকিব আলি, মণির উদ্দিনরা জানান, সেচ ব্যবস্থার উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকলে কৃষকরা জমি পতিত রাখতেন না। কিন্তু জলের অভাবে তাঁদের জমি পতিত রাখতে হয়। এছাড়া তাঁরা অভিযোগ করেন, কৃষিবিভাগ বলে সরকারি দফতর এই এলাকায় কেবল নামমাত্র। শাক-সবজিতে রোগ দেখা দিলে কৃষকরা খুঁজে পান না বিভাগীয় কোনও কর্মকর্তাকে। বর্তমানে বিঘার পর বিঘা আলু খেত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। কিন্তু কৃষি বিভাগের কোনও কর্মীকে খোঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এদিকে মহকুমা কৃষি আধিকারিক গোপাল দাসের সঙ্গে কৃষকদের অভিযোগ সম্পর্কে কথা বললে তিনি

ছয়ের পাতায় দেখুন

বহরমপুরে স্বর্ণ ব্যবসায়ী কাকার সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ ছাত্র

বহরমপুর, ২০ জানুয়ারি (হি. স.) : মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের পালপারা এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে জখম অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্র। স্বর্ণ ব্যবসায়ী কাকার সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হয়ে জখম হয় ওই কিশোর। পেটে গুলি লাগে তার। আহত অবস্থায় বর্তমানে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে তাকে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে।মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের খাগড়ার বাসিন্দা উৎপল সেন। দৌলতাবাদে তাঁর একটি সোনার গয়নার দোকান রয়েছে। প্রতিদিন রাতেই স্কুটিতে চড়ে ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফেরেন ওই ব্যবসায়ী। রবিবার রাতেও স্কুটিতে চড়ে ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে দৌলতাবাদ থেকে বহরমপুরের খাগড়ার ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ী বহরমপুরে ফিরছিলেন।অভিযোগ, সেই সময় মুর্শিদাবাদ ও দৌলতাবাদ থানার সীমান্তবর্তী বালিরঘাট এলাকায় বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁদের পথ আটকায়। স্কুটি থেকে পড়ে যান কাকা ও ভাইপো। আতঙ্কে দৌড়তে থাকেন ব্যবসায়ী উৎপল সেই এবং তাঁর ভাইপো। পিছন থেকে ওই দু'জনকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে দুষ্কৃতীরা। অল্পের জন্য রক্ষা পান ব্যবসায়ী উৎপল সেন। তবে তাঁর ভাইপোর পেটে গুলি লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে অষ্টম শ্রেণির ওই ছাত্রী।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে বুঝে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায় ওই দুষ্কৃতীরা। এদিকে, ততক্ষণে কাকা-ভাইপোর চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা জড়ো হয়ে যান। তাঁরাই ওই কিশোরকে উদ্ধার করেন। তড়িঘড়ি মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কিশোরকে। সেখানেই আপাতত ভরতি রয়েছে গুলিবিদ্ধ ওই কিশোর। তার কাকা স্বর্ণ ব্যবসায়ী উৎপল সেনও অল্পবিস্তর জখম হয়েছেন। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা চলছে ব্যবসায়ীর।

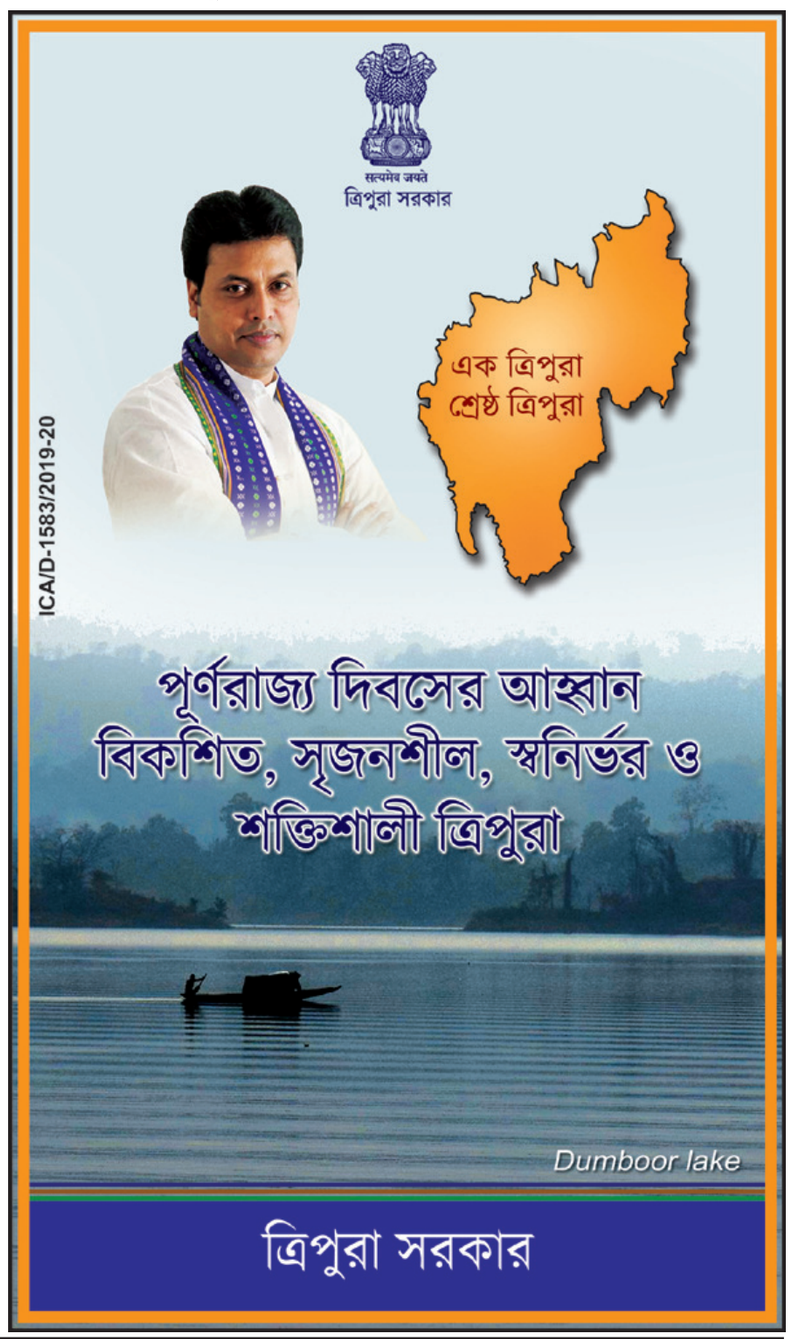

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।